The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 866 | 18 April 2025 | শুক্রবার ১২ বৈশাখ ১৪৩২

New York majority against Hochul leadership, reelection
→ Page 18

Columbia Student Arrested During Citizenship Interview
→ Page 18

Citizenship and naturalization are under attack in US
→ Page 19

Trump includes US troop costs in tariff talks with Asian allies
→ Page 19

ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে নির্বাচন

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

বাংলাদেশে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যদিও চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের সুন্দরজুনের মধ্যে নির্বাচন করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। তবে অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন নির্বাচন হবে। নির্বাচন কমিশন বলেছে, জুলাইয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে ডিসেম্বরে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা। বিএনপি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চায়। জামায়াতে ইসলামী বলছে, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে রমজান মাস শুরু হবে। তাই ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বেশি সংস্কার চাইলে আগামী বছর জুনে আর কম সংস্কার চাইলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরের নানা আলোচনা ও সমালোচনা হচ্ছে। বিএনপি যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। বিএনপি'র যুক্তি, গণঅভ্যুত্তানের মাধ্যমে বিগত সরকারের পতনের পর দেশে কাঙ্খিত শান্তি ফিরেনি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতিশীল। যতই দিন যাচ্ছে ততই দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিদেশ থেকে নতুন কোনও বিনিয়োগ আসছে না। ফলে কর্মসংস্থানও নেই। বিদেশী বিনিয়োগ না আসার ফলে অর্থনীতির চিত্র খুবই সংকটে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সর্বদা তাদের বিনিয়োগের সুরক্ষা চায়। ফলে নির্বাচিত সরকার এই নৈরাজ্য থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে ↘ *এরপর ২২ পৃষ্ঠায়*

'জিএসপি' সুবিধা পেতে তৎপর বাংলাদেশ

আজকাল রিপোর্ট

ওয়াশিংটনে আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বসন্তকালিন বৈঠকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডঃ আহসান এইচ মনসুর এবার অংশগ্রহণের জন্য গতকাল ঢাকা ত্যাগ করেছেন ↘ *এরপর ২২ পৃষ্ঠায়*

রেমিট্যান্স ফেয়ার শুরু শনিবার

গভর্নরের উপস্থিতি অনিশ্চিত

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের রেমিট্যান্স মেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান মনসুরের যাওয়া নিশ্চিত নয়। শনিবার ১৯ এপ্রিল নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ সানাই রেষ্টুরেন্টে ↘ *এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়*

ফ্লোরিডার বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিতে নিহত ২

আজকাল রিপোর্ট

ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বন্দুকধারীর গুলিতে গত বৃহস্পতিবার নিহত হয়েছেন ২ জন এবং আহত হয়েছেন ৫ জন। সারা ক্যাম্পাসে এই ঘটনায় আতঙ্ক ↘ *এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইইউ'র 'নিরাপদ' দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

আজকাল রিপোর্ট

ইউরোপের দেশগুলোর জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) তাদের 'নিরাপদ' দেশের তালিকায় বাংলাদেশসহ সাতটি দেশকে যুক্ত করেছে। এতে করে এসব দেশের মানুষের ইইউ ↘ *এরপর ২২ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তানের কাছে ৪৩২ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি

আজকাল রিপোর্ট

পাকিস্তানের কাছে স্বাধীনতাপূর্ব ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪৩২ কোটি ডলার চেয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার ঢাকায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব আমনা বালুচের সঙ্গে বৈঠক শেষে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জসিম উদ্দিন এ তথ্য জানান। প্রায় ১৫ বছর পর ঢাকা-ইসলামাবাদের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের এই বৈঠকে একাত্তরে গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে ক্ষমা চাওয়ার ↘ *এরপর ২২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ ডে প্যারেডে মানুষের ঢল

আজকাল রিপোর্ট

চৈত্রের শেষ দিন ১৩ এপ্রিল নতুন সাজে সেজেছিল নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকা। এদিন এক এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেছে জ্যাকসন হাইটস বাসী। নানা রঙের পোশাকে সজ্জিত শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও প্রবীণদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। ঢোল, তাল আর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মনোমুগ্ধকর ধ্বনিতে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়। এ আয়োজন ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলা 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড' উপলক্ষ্যে। সকাল থেকে দূপুর পর্যন্ত পুরো জ্যাকসন হাইটস হয়ে উঠে একখন্ড ↘ *এরপর ২২ পৃষ্ঠায়* ↘ ছবি ১৬, ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠায়

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $14.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections ▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

অ্যাক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কন্সট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা, গাড়ী/বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য, ফেডারেল ডিসএবিলিটি
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ 917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury, Attorney at Law

MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377
RAJIB AHMED, PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
PCA & CDPAP SERVICE
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem.
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health.
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

মযহারুল ইসলাম বাবলা-এর কলাম অপসংস্কৃতির কবলে বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতি
০৭ পৃষ্ঠায়

সাঈদ খান-এর কলাম বিরাজনীতিকরণের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ?
১২ পৃষ্ঠায়

মতিউর রহমান চৌধুরী-এর কলাম শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী?
০৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অভ্যর্থনা

আজকাল রিপোর্ট

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশিদের জন্য অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান করেছে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট-জেনারেল। গত ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কূটনীতিক, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রতিনিধিসহ বিদেশী অতিথিদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বীরমুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কমিউনিটি ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের উষ্ণ শুভেচ্ছার মাধ্যমে স্বাগত জানান কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

তিন বাংলাদেশি প্রার্থী ফিনল্যান্ডে সিটি নির্বাচন জয়ী

আজকাল ডেস্ক

উত্তর ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ডে গত ১৩ এপ্রিল কাউন্টি ও পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছে এক ডজনের বেশি বাংলাদেশি। শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল এবং গণতান্ত্রিক চেতনায় পরিপূর্ণ নির্বাচনে কাউন্সিল পদে দুই জন জয় লাভও করেছেন।
জাতীয় পর্যায়ের এই দ্বিতীয় নির্বাচনে ভোটাররা স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সেবা ও স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন।
জানা গেছে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রমাণ করে, ফিনল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটি এখন শুধু অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় ও সচেতন। ২০২৫ সালের এই নির্বাচনে মোট ১৩ জন বাংলাদেশি প্রবাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে হেলসিংকি এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নতুন উদ্যোগ

স্বেচ্ছায় ডিপোর্টিরা অর্থ ও টিকিট পাবেন

আজকাল রিপোর্ট

অবৈধ যারা স্বেচ্ছায় ডিপোর্ট হতে আগ্রহি তাদের সম্পর্কে একটি সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অভিবাসীরা স্বেচ্ছায় ডিপোর্ট হতে চাইলে তাদেরকে কিছু ডলার এবং বিমানের ফ্রি টিকিট দিয়ে সহযোগিতা করতে চান। তা না হলে যে অবৈধ অভিবাসিরা যুক্তরাষ্ট্রে থাকবে তাদেরকে জেল এবং অর্থদন্ড ভোগ করতে হবে। স্বেচ্ছায় ডিপোর্টিরা নিজ দেশে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে বৈধভাবে আবার ফিরে আসতে পারবেন।

ফক্স নোটিসিয়াসের সাথে একটি রেকর্ড করা সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তাঁর প্রশাসন এখন দেশ থেকে 'খুনিদের' বের করে দেয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা 'স্বেচ্ছা নির্বাসন' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চাই। সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর পরিকল্পনার সময়সহ এ সম্পর্কিত কিছু বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, সরকার অবৈধ অভিবাসীদের বিমান ভাড়া এবং কিছু অর্থ প্রদান করবে। আমরা তাদের একটি 'স্টাইপেন্ড' দিতে যাচ্ছি। ট্রাম্প বলেন, 'আমরা তাদের কিছু টাকা এবং একটি বিমানের টিকিট দেব, এবং তারপর আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করব-যদি তারা ভালো থাকে- আমরা চাই যে তারা ফিরে আসুক। আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করব যাতে যত দ্রুত সম্ভব তাদের ফিরিয়ে আনা যায়'।
ফক্স নোটিসিয়ার সাক্ষাৎকারদাতা ক্যাম্পোস-ডাফি, যিনি পরিবহন সচিব শন ডাফির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

ন্যাশনাল একাডেমিস কমিটিতে বাংলাদেশের বাহাউদ্দিন

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল একাডেমিস অব সায়েন্সেস, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেডিসিনের (ন্যাশনাল একাডেমিস-এনএএসইএম) একটি কমিটির সদস্য নির্বাচিত ও নিযুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের সৈয়দ বাহাউদ্দিন আলম।
বাহাউদ্দিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

নিউ জার্সিতে সড়কে নিহত বাংলাদেশি বাবা-মেয়ে

আজকাল রিপোর্ট

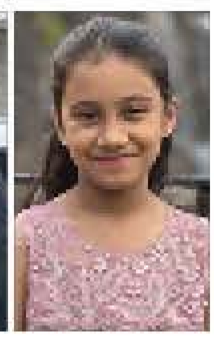

নিউ জার্সিতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক প্রবাসী বাংলাদেশি এবং তার আট বছর বয়সী মেয়ের নিহত হয়েছেন। গত ৬ এপ্রিল রাত সোয়া ১০টায় বার্লিংটন কাউন্টির ইন্টারস্টেট-২৯৫ মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন নিউ জার্সি পুলিশের মুখপাত্র জেফরি লেবরন। পরে ৯ এপ্রিল নিউ জার্সিতেই মেয়ে ও বাবাকে পাশাপাশি দাফন করা হয়। তার আগে তাদের জানাজায় অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। নিহত শরফু উদ্দিনের (৩৬) বাড়ি ফেনীর ফরহাদ নগরে। তার ৮ বছর বয়েসী মেয়ে রামিসাও মারা গেছে দুর্ঘটনায়। গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন শরফুর ২৬ বছর বয়েসী স্ত্রী। অচেতন অবস্থায় তিনি আছেন হাসপাতালে। নিউ জার্সির এলিজাবেথ সিটির বাসা থেকে এই পরিবার যাচ্ছিল পেনসিলভেইনিয়ার ডেলাওয়ার স্টেটে। প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে জেফরি লেবরন জানান, শরফু একটি 'হুনদাই টুসন' গাড়ি চালাচ্ছিলেন, এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

সাতকানিয়া সমিতির ঈদ আনন্দ সন্ধ্যা

আজকাল রিপোর্ট

গান, হাসি আর মিলনমেলার উচ্ছ্বাসে প্রবাসজীবনে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করলো সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক আয়োজিত 'ঈদ আনন্দ সন্ধ্যা'। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার প্রবাসীদের সংগঠনের এই আয়োজন করে পরিণত হয় এক হৃদয়ছোঁয়া মিলনমেলায়।
গত ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জামাইকার ইকরা পার্টি হলে এই আয়োজনে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত সাতকানিয়ার পরিবার ও প্রবাসীরা অংশ নেন।
প্রবাসীরা পরিবার-পরিজনসহ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দেশীয় সাজপোশাকে মেতে ওঠেন আড্ডা, হাসি আর গানে। পরিচিত মুখগুলোকে কাছে পেয়ে সবাই ছিলেন এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

কুইন্সে শাহ'র হালাল ফুড স্টোর উদ্বোধন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফাতেমা ব্রাদার্সের মালিকানায় জাইরো খাবারের ফ্রানচাইজ 'শাহ'র হালাল ফুড স্টোর'-এর নতুন স্টোর কুইন্স ভিলেজের ২১৮-৪০ হিলসাইড এভিনিউ ঠিকানায় যাত্রা শুরু করেছে। গত ১২ এপ্রিল দুপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এই স্টোরের উদ্বোধন করা হয়। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আর ঠান্ডা আবহাওয়ায় ফিতা কেটে বাংলাদেশী মালিকানাধীন স্টোরটির উদ্বোধন করেন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনবান রিচার্ড। এসময় নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন সি ল্যু ও লিয়র কমরি, সিটি এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনে বাড়ি
পাবলিক অকশনে বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শরট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
150 Groat Nack Road, Groat Nack, New York-11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
Now Hiring Sales Persons
Free Training (Free course fees for selected people)
Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়

Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

UB GROUP
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized IRS e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER
حلال HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সম্পাদকীয়

রাজনীতি হোক মানুষের জন্য

রাজনীতি যদি মানুষের আশা-ভরসার প্রতীক হয়, তবে তা শুধু ঢাকার পিচঢালা রাস্তায় নয়, প্রতিটি ইউনিয়নের মাটির পথে প্রতিফলিত হতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনীতি যেন একটি দূরবর্তী বিষয়-শুধু খবরের কাগজে থাকে, জীবনের ভেতরে তা প্রবেশ করে না। যে কৃষক সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যায় টিভি খোলেন, তিনি দেখেন রাজনৈতিক বিতর্ক-ধারাভাষ্য, শব্দের চাতুর্য, 'ডিসেটিং ডেমোক্রেসি', 'ইনস্টিটিউশনাল ব্রেকডাউন', 'কনস্টিটিউশনাল কন্টিনিউটি'। তাঁরা বোঝেন না এসব, কারণ তাঁদের দুঃখের কথা সহজ ভাষায় বলেন না কেউ। এই ভাষাগত দূরত্ব শুধু বোঝার সংকট তৈরি করে না, এটি একধরনের শ্রেণিবৈষম্যও প্রকট করে তোলে, যেখানে রাজনীতি এলিট শ্রেণির ঘরবন্দী হয়ে পড়ে।

রাজনীতিবিদেরা অনেক সময় বলেন, 'আমরা জনগণের জন্য কাজ করছি।' কিন্তু কারা সেই জনগণ? চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত? নগরের রাজনৈতিক কর্মী? নাকি সেই কিষানি নারী, যিনি নওগাঁর কোনো হাটে এক কেজি চাল বিক্রি করে সন্তানের জন্য ওষুধ কিনেছেন? ঢাকায় তাঁর গল্প শোনা যায় না, তাঁর চোখের ভাষা রাজনীতির টেবিলে অনুবাদ হয় না। বাংলাদেশে রাজনীতির একটি ভয়ংকর প্রবণতা হলো 'গণতন্ত্র' শব্দের অসাধারণ অপচয়। এই শব্দকে যাঁর যাঁর মতো ব্যবহার করে সবাই নিজের বক্তব্য বৈধ করেন। অথচ 'গণতন্ত্র' মানে কেবল নির্বাচন নয়, এটি মানসিক পরিসরের প্রসার, যেখানে ভিন্নমত থাকলেও নিরাপত্তা থাকে, দ্বিমত থাকলেও মর্যাদা থাকে।

> শুধু ভুলের সমালোচনা নয়, বরং বিকল্প পথ দেখানোর সক্ষমতা অর্জন করাতে হবে। আমরা এমন একটি রাজনৈতিক ভাবনার কথা ভাবতে পারি, যেখানে স্থানীয় পর্যায়ে বইপড়া আর জন-আলোচনার চর্চা থাকবে; যেখানে তরুণেরা শুধু পোস্ট শেয়ার নয়, বরং বাস্তব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বিকল্প রাজনৈতিক ধারণা গড়বে; যেখানে রাজনীতি মানে শুধু নির্বাচন নয়, বরং জীবনের প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণ

কিন্তু এখানে কী হয়? ভিন্নমত মানেই 'রাষ্ট্রবিরোধী'। নিরপেক্ষতা মানেই 'অজুহাত'। প্রশ্ন মানেই 'ষড়যন্ত্র'। এমন একটি রাজনীতিতে নাগরিকেরা নিজেদের অনাহূত অনুভব করেন। একসময় মনে করা হতো, ক্ষমতার পরিবর্তন মানেই রাজনীতির পরিবর্তন। এখন বাস্তবতা বলছে-ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও আচরণের, নৈতিকতার, ভাষার ও দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে না। বদলায় শুধু ব্যক্তি, একই থাকে রাজনীতি। এখানেই প্রশ্ন জাগে-আমরা কি সত্যিই পরিবর্তন চাই? নাকি ক্ষমতায় পৌঁছানোর একটি 'সহজ পথ' খুঁজি? রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে ওঠার একমাত্র পথ নৈতিক নেতৃত্বের উত্থান। এমন নেতৃত্ব, যাঁর কাছে জনতার চোখের জল সংখ্যা নয়, যাঁর কাছে জনগণ শুধুই 'ভোটব্যাংক' নয়, বরং সম্মানিত স্বতন্ত্র মানুষ। যাঁরা নিজের দলের ভেতরেই সত্য উচ্চারণ করতে ভয় পান না, যাঁরা নিজের অবস্থান দিয়ে নয়, জনগণের অবস্থান দিয়ে সমাজকে বোঝেন। আজ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অভাব হলো এই 'নৈতিক নেতৃত্ব'। চারপাশে উচ্চকণ্ঠের হুড়োহুড়ি, কিন্তু নৈতিক কণ্ঠের আকাল। রাজনীতি যদি জীবনের অংশ না হয়, তবে তা কেবল ক্ষমতার খেলা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ তখন দেখে, সহ্য করে, আর ধীরে ধীরে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই নির্লিপ্ততা একসময় গণতন্ত্রের মৃত্যুঘণ্টা বাজায়। রাজনীতিকে যদি কেবল রাজনৈতিক দল দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাতে সমাজের স্বর হারিয়ে যায়। একটি জাতির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে শুধু দল বা সরকারের হাত ধরে নয়, বরং নাগরিক সমাজ, চিন্তাশীল তরুণ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও সক্রিয় সাংস্কৃতিক বলয়ের একত্র প্রয়াসে। বাংলাদেশে নাগরিক সমাজ একসময় শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল-আন্দোলনের পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি ছিল, জোরালো ছিল বিবেকের কণ্ঠ। কিন্তু সময়ের স্রোতে সেই কণ্ঠ যেন ক্রমেই স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন নাগরিক সমাজের বড় অংশ হয় নিরপেক্ষতার মোড়কে চুপ থাকে, নয়তো 'পলিসি বেইজড সেফ জোনে' আশ্রয় নেয়। তরুণ প্রজন্ম এখন কী করছে? তারা রাজনীতিতে আগ্রহী, কিন্তু আস্থা হারিয়েছে। তারা পরিবর্তন চায়, কিন্তু পথ জানে না। তারা প্রশ্ন তোলে, কিন্তু উত্তর শোনে 'তুই কোন দলের?' এই বাস্তবতায় রাজনীতিকে নতুন করে কল্পনা করতে হবে-যেখানে দল নয়, মূল্যবোধ হবে মুখ্য; যেখানে নেতা নয়, নেতৃত্বের দর্শন হবে ভিত্তি; যেখানে কৌশল নয়, আস্থা ও বিশ্বাস হবে চালিকাশক্তি। তরুণদের একটি বিশাল অংশ এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়। তারা লিখছে, বলছে কিন্তু তাদের শক্তি সংগঠিত করে রাজনৈতিক বাস্তবতায় রূপান্তর করা হচ্ছে না। একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করতে হলে এই তরুণদের মধ্যে রাজনৈতিক কল্পনা জাগাতে হবে। শুধু ভুলের সমালোচনা নয়, বরং বিকল্প পথ দেখানোর সক্ষমতা অর্জন করাতে হবে। আমরা এমন একটি রাজনৈতিক ভাবনার কথা ভাবতে পারি, যেখানে স্থানীয় পর্যায়ে বইপড়া আর জন-আলোচনার চর্চা থাকবে; যেখানে তরুণেরা শুধু পোস্ট শেয়ার নয়, বরং বাস্তব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বিকল্প রাজনৈতিক ধারণা গড়বে; যেখানে রাজনীতি মানে শুধু নির্বাচন নয়, বরং জীবনের প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণ।

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী?

মতিউর রহমান চৌধুরী

হত্যাসহ শতাধিক মামলায় তিনি এখন বিচারের মুখোমুখি। পতিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয়ে রয়েছেন। এর আগেও তিনি ছয় বছর ভারতের মেহমান ছিলেন। কারণ অবশ্য ভিন্ন। '৭৫ সনের পট পরিবর্তনের পর তাকে ভারতেই থাকতে হয়েছিল। এখন তার সরকার ক্ষমতাচ্যুত। দেশে না থেকে ভারতে যাওয়ার দরকষাকষির ফলশ্রুতিতে তিনি এখন সেখানেই।

৪ঠা আগস্ট থেকে শুরু করে ৫ই আগস্ট দুপুর পর্যন্ত টানা দরকষাকষি চলে। ভারত সরকারকে বুঝাতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন বাংলাদেশে থাকা নিরাপদ নয়। অজিত দোভালের সঙ্গে তিনি কয়েকদফা ফোনে কথা বলেন। তাদের বোঝাতে সক্ষম হন পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেকোনো সময় গণভবন ঘেরাও হতে পারে। সেনারা তার পক্ষে নেই। যেকোনো সময় যেকোনো কিছু ঘটতে পারে। তাই তারা যেন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে তার বিদেশ যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সেনা নেতৃত্বের সঙ্গে বিরামহীন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় তাকে নিরাপদে চলে যেতে দেয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তিনি দেশ ছাড়েন।

এরপর অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। বাংলাদেশে তার সাজানো বাগান তছনছ হয়ে গেছে। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ৩২ নম্বর। অসংখ্য হত্যা মামলা রুজু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার দলের অস্তিত্ব থেকেও নেই। একটি লোকও নেই দলের পক্ষে কথা বলার। কোথায় যে এরা হারিয়ে গেল এ নিয়ে রীতিমতো গবেষণা চলছে। তিনি আছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। মাঝে মধ্যেই তিনি সরব হন। আত্মগোপনরত অনেক সহকর্মীর সঙ্গে তিনি ফোনে কথা বলেন। তাদের এই বলে আশ্বস্ত করেন, আমি দ্রুত আসছি। ভয় পেয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। শুরুর দিকে এসব কথাবার্তা অনেকেই আমলে নিতেন। উৎসাহিত বোধ করতেন। এখন জোয়ার-ভাটার মতো। সকাল-বিকাল মনোবল চাঙা হচ্ছে। অনেকে আবার ক্যাম্প পরিবর্তন করছেন। পরিচয় গোপন করে অনেকেই জাতীয়তাবাদী অথবা জামাতি হয়ে যাচ্ছেন। নরেন্দ্র মোদিকে ড. ইউনূস সরাসরি বলেছেন, শেখ হাসিনা যে ভাষায় কথা বলছেন তা রীতিমতো উস্কানিমূলক, নানা ষড়যন্ত্রে আলামত।

> দল পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াও ঝুলে গেছে। তিনি আসলে কারও কাছে নেতৃত্ব ছাড়তে রাজি নন, এমনকি পরিবারের কাছেও। রাজনৈতিক পণ্ডিতরা বলছেন, শেখ হাসিনার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, দল হিসেবে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় চ্যালেঞ্জের মুখে

তাকে সতর্ক থাকার তাগিদও দেয়া হয় কূটনৈতিক চ্যানেলে।

হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যুটি ইউনূস-মোদি বৈঠকে আলোচনায় এসেছিল। মোদি কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। আলোচনাও বেশি দূর এগোয়নি। পাল্টাপাল্টি অভিযোগের মধ্যেই বৈঠকটির সমাপ্তি ঘটে। ফলাফল ছিল শূন্য। তবে বাংলাদেশ তার অবস্থান পরিষ্কার করেছে। তাকে ফেরত চেয়ে কূটনৈতিক চিঠির প্রসঙ্গ টেনে এনেছে বার কয়েক। এই অবস্থায় শেখ হাসিনা কী করবেন। তাকে ফেরত আনার ব্যাপারে চাপ আরও বাড়বে। নির্বাচন যত কাছাকাছি আসবে ততোই তাকে ফিরিয়ে আনার সুর হবে চড়া। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থ প্রায় অভিন্ন। তারা চাচ্ছে আওয়ামী লীগ যাতে অংশ না নেয়। আওয়ামী লীগ যেহেতু নিষিদ্ধ হয়নি তাই হিসাব-নিকাশে গরমিল আছে। অংক মেলানো সম্ভব হচ্ছে না। ভারতসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলও চাচ্ছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। তারা বলতে চাচ্ছে- আওয়ামী লীগসহ সবাইকে নিয়েই নির্বাচন। তা নাহলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েই থেকে যাবে। তাদের বক্তব্যে এমন ইঙ্গিতই রয়েছে। ইউনূস প্রশাসন এখন দোটানায়। যদিও প্রফেসর ইউনূস নিজেই বিদেশি সংবাদমাধ্যমকে একবার বলেছিলেন আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা তার সরকারের নেই। এ নিয়ে তার নিয়োগকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। অনেকেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেন। নির্বাচন কমিশন পড়েছে বেকায়দায়। তারা কী করবে। তারা নির্বাচনের ঘুঁটি সাজাবে কীভাবে! নির্বাচনই বা কবে? এখনো সবুজ সংকেত আসেনি ইউনূস প্রশাসনের কাছ থেকে।

সীমানা পুনঃনির্ধারণ নিয়ে নির্বাচন কমিশন একটা ফাইল পাঠিয়েছিল সরকারের কাছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন হয়ে গেল ফাইলটি নড়েনি। এ থেকে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে ডিসেম্বরে নির্বাচনের ব্যাপারে এখনো সরকার মনস্থির করতে পারেনি। ৬ সদস্যের কিচেন কেবিনেটে প্রফেসর ইউনূস দ্রুত নির্বাচনের পক্ষেই মত দিয়ে আসছেন। বাস্তবে অবশ্য এর আলামত অনুপস্থিত। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ না হলে কী হতে পারে। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা এমন একটি সূত্রমতে, আওয়ামী লীগের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যেতে পারে।

এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

নরেন্দ্র মোদির নতুন চাল

অজয় আশীর্বাদ মহাপ্রশস্ত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজনীতিতে এমন সব পদক্ষেপ নিচ্ছেন যেগুলো যতটা না সরকার পরিচালনা, তাঁর চেয়ে বেশি নিজের ভাবমূর্তি পুনর্গঠনের কৌশল বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল তাঁর সর্বশেষ চেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত। এর সাংবিধানিক তাৎপর্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এর রাজনৈতিক ইঙ্গিতও গভীর।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়া মোদির জন্য বড় ধাক্কা। এক দশকের বেশি সময় ধরে যে একচ্ছত্র ক্ষমতা তিনি ভোগ করছিলেন, এই নির্বাচন তাকে হঠাৎ করেই প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছে। এমন অবস্থায় মোদির সামনে মূল চ্যালেঞ্জ, কীভাবে এই পরাজয়ের অভিঘাত ধুয়েমুছে আবারও নিজেকে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে তুলে ধরা যায়।

এর জবাবে তিনি বেছে নেন পুরোনো পথ-জনগণকে জীবনের মৌলিক সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার রাজনীতি। মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানহীনতা, অর্থনীতির অস্থিরতা কিংবা আদমশুমারির মতো মৌলিক কর্তব্য-সবই চাপা পড়ে যায় 'দেশদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে একাত্মতার ডাক, বা 'হিন্দু-মুসলিম' বিভাজনের রণহুংকারে।

২০২৪ সালে আয়োজিত অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধনকেও মোদি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। কিন্তু তার ফল হয় উল্টো। বিজেপি অযোধ্যার কেন্দ্র ফৈজাবাদে হেরে যায়। উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টি বিজেপিকে ছাপিয়ে যায়। মহারাষ্ট্রেও বিজেপির অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে।

এই পটভূমিতে, মোদি তৎপর হন নিজের ভাবমূর্তি পুনর্গঠনে। শুরু হয় এক বিস্তৃত প্রচারাভিযান। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল, পরাজয় ও হতাশার স্মৃতি ধুয়ে ফেলা। সংসদে নিজের প্রথম ভাষণেই তিনি বলেন, যাঁরা তাঁর সমালোচনা করছেন, তাঁরা দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এর পর থেকে প্রতিটি বক্তৃতায় তিনি একই বার্তা দেন: মোদি মানেই দেশ, দেশ মানেই মোদি।

এই বার্তা ছড়াতে গিয়ে বিজেপি তিনটি কৌশল নেয়। প্রথমত, তারা নিজেদের ভোটে হারার কারণ হিসেবে 'অপপ্রচার' আর 'ভ্রান্ত তথ্য'কে দোষারোপ করে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের শক্ত অবস্থানকে নতুন করে জোর দিয়ে তুলে ধরে। মানে, শক্ত হাতে দেশ চালানোই মোদির একমাত্র পথ।

তৃতীয়ত, হেরে যাওয়া রাজ্যগুলোয় বিজেপি জোরালোভাবে ফিরে আসার চেষ্টা চালায়। হরিয়ানায় বিরোধীদের ঘায়েল করে আবার ক্ষমতায় আসে। মহারাষ্ট্রে নজিরবিহীন জয় পায় এবং জম্মু অঞ্চলেও ভালো ফল পায়।

এদিকে উত্তর প্রদেশে লোকসভা নির্বাচনের পরপরই হিন্দু-মুসলিম বিভাজনমূলক বক্তব্য ও ঘটনার পরিমাণ হঠাৎ করে বেড়ে যায়। এমনকি হোলি-দীপাবলির মতো উৎসবগুলোও ব্যবহার করা হয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণার রাজনীতি ছড়াতে। রাজ্য উপনির্বাচনে মুসলিম ভোটারদের বাধা দেওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ আবারও নিজেকে 'হিন্দুত্বের কঠোর রূপ' হিসেবে তুলে ধরেন।

এরপর মোদির আরও একটি কৌশল নজরে আসে-আরএসএসের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছিলেন, তাদের আর আরএসএসের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। এর জবাবে সংঘ পরিবার লোকসভায় সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে। অবশেষে মোদি নিজেই প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নাগপুরে আরএসএস সদর দপ্তরে যান, নিজের আনুগত্য জানান। এটি ছিল এক প্রতীকী পদক্ষেপ। তিনি দেখাতে চাইলেন যে সংঘ পরিবার ও বিজেপি এখন আবার এক সুরে কথা বলছে।

আর ঠিক সেই সময়েই আসে ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল। এটি সংসদে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পাস হয়। মোদি সরকারের ১১ বছরের শাসনে এটা বিরল ব্যাপার। এর আগে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল কিংবা তিন তালাক আইন কার্যকর করার সময় এমন আলোচনা হয়নি।

বিলটি মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী হলেও বিজেপি এটিকে 'মুসলিমদের কল্যাণের আইন' হিসেবে তুলে ধরে। বিজেপির একমাত্র মুসলিম সাংসদ গুলাম আলি সংসদে বক্তব্য রাখলেও বিলটির পক্ষে নয়, বরং কংগ্রেসের বিরোধিতা করেই সময় কাটান।

মোদির লক্ষ্য ছিল অন্য জায়গায়। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও তিনি এখনো আইন পাস করাতে পারেন। জেডিইউ, টিডিপি, লোক জনশক্তি পার্টির মতো 'ধর্মনিরপেক্ষ' মিত্রদের ভোট তাঁকে সেই সুযোগ দেয়।

এই বিলের মাধ্যমে মোদি বার্তা দেন যে তিনিই এখনো সংসদ ও দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি। তবে তাঁর এই শক্তি প্রদর্শনের কৌশল বাস্তব সমস্যাগুলো ঢেকে রাখার চেষ্টা হিসেবেই দেখতে হবে।

ভারতের অর্থনীতি বর্তমানে অস্থির। মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব বেড়েছে। আদমশুমারি ও নারীদের জন্য সংরক্ষণ বিলের এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। দক্ষিণের দ্রাবিড় দলগুলো বিজেপির হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে স্পষ্ট

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

> এই ভঙ্গুর বিরোধিতার ফাঁকে মোদি তাঁর পুরোনো কৌশলে আবারও সফল। তিনি বিরোধীদের সাংবিধানিক জাতীয়তাবাদের বক্তব্যকে ব্যাহত করে দিয়েছেন। অথচ গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য সেই কথাগুলোরই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তবু বড় প্রশ্ন থেকেই যায়: কত দিন মোদি এই চালগুলো খেলতে পারবেন? কত দিন তিনি দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলো থেকে মানুষের চোখ ঘুরিয়ে রাখতে পারবেন? সময়ের পালাবদলে সেই উত্তরও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে

Editor & Publisher	: Shah Nawaz	সম্পাদক ও প্রকাশক	: শাহ্ নেওয়াজ
Managing Editor	: Rano Nawaz	ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	: রানো নেওয়াজ
City Editor	: Anik Raj	সিটি এডিটর	: অনিক রাজ
General Manager	: Abubakar Siddique	জেনারেল ম্যানেজার	: আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

বৈশাখের মালিকানা যেন ফিরেছে জনগণের কাছে

শাহরিয়ার মোহাম্মদ ইয়ামিন

জনমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ আয়োজিত এবারের পয়লা বৈশাখের এই বর্ণিল শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য ছিল 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান'। গতকাল সকাল সোয়া ৯টায় চারুকলা অনুষদের সামনের সড়কে।

জনমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ আয়োজিত এবারের পয়লা বৈশাখের এই বর্ণিল শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য ছিল 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান'। গতকাল সকাল সোয়া ৯টায় চারুকলা অনুষদের সামনের সড়কে।ছবি: সাজিদ হোসেন

বাংলা বছরের প্রথম দিন, পয়লা বৈশাখ, কেবল একটি দিন নয়-এটি একটি জাতিসত্তার প্রকাশ, বাঙালির আত্মপরিচয়ের এক অমোঘ নিদর্শন। বহু শতাব্দী ধরে এই উৎসব বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কালের বিবর্তনে, নানা রাজনৈতিক সংকট আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে এই উৎসবও কখনো সংকুচিত হয়েছে, কখনো হয়ে উঠেছে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতীক। যেন তা আটকে ছিল কিছু নির্দিষ্ট বলয়ে, একটি দল বা ঘরানার নিজস্ব আয়োজন হিসেবে। এবারের বৈশাখ সেই নীরব অবরোধ ভেঙে দিয়েছে।

মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে উৎসবে মেতে ওঠা এবং শহরের সীমানা পেরিয়ে গ্রাম পর্যন্ত এর ছোঁয়া-সব মিলিয়ে ১৪৩২ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটি যেন ছিল এক সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা।

বৈশাখের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে বোঝা যায়, এই উৎসব কখনোই কোনো একক গোষ্ঠীর সম্পত্তি ছিল না। মোগল সম্রাট আকবর কৃষিব্যবস্থাকে সংগঠিত করতে বাংলা সন প্রবর্তন করেছিলেন, যার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় সহজ হতো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এই হিসাবের বর্ষপঞ্জি পরিণত হয় উৎসবে। পরিণত হয় বাঙালির মাটির সঙ্গে মিশে থাকা সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অংশে।

গ্রামীণ বাংলার বৈশাখ তাই ছিল বটতলার মেলা, হালখাতা, ঢাকঢোল, নাচ-গান, আর লাল-সাদা শাড়ি-পাঞ্জাবির আনন্দ। মানুষের মুখে মুখে থাকা পল্লিগীতি, মুরব্বিদের মুখে নতুন বছরের শুভেচ্ছা, আর বাচ্চাদের হাতে বাতাসা-মুড়ির ঠোঙা-এসব ছিল এই উৎসবের বাস্তব রূপ।

এটি কখনোই শহরের চারুকলা বা ছায়ানটের একক সত্তা ছিল না। তবে শহরকেন্দ্রিক আধুনিকতার ছোঁয়ায়, বৈশাখ ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি ও রাজনৈতিক বলয়ের দখলে চলে যেতে থাকে। বিশেষ করে সামরিক শাসনের পরবর্তী সময়ে, যখন জাতীয়তাবাদী চেতনার বিপরীতে দাঁড় করানো হলো বাঙালি সংস্কৃতিকে, তখন আওয়ামী লীগ এবং সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বৈশাখকে তাদের পরিচয় নির্মাণের হাতিয়ার করে তোলে। চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা, ছায়ানটের রমনা বটমূলে গান-এসব হয়ে ওঠে বৈশাখের মূল চিত্র। অথচ এতে গ্রামীণ মানুষের উপস্থিতি ছিল না, ছিল না পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠী, সাঁওতাল, রাজবংশী, চাকমা কিংবা মারমাদের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব।

এই একচেটিয়া সংস্কৃতিচর্চা একসময় এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে ধর্মীয় রক্ষণশীলদের একটি বড় অংশ এবং রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমতাবলম্বী মানুষদের কাছে পয়লা বৈশাখ হয়ে উঠে বিতর্কিত-যেন এটি একটি 'লিবারেল' বা 'আওয়ামী' উৎসব। এই মনোভাব সমাজে যে সাংস্কৃতিক বিভাজন তৈরি করেছিল, তা আমাদের জাতিসত্তার বৈচিত্র্যময় রূপকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কিন্তু এবারের বৈশাখ ছিল এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা। শহর আর গ্রাম একসঙ্গে মিশে গেল যেন একসুতোয় বাঁধা উত্সবে। আর এই উৎসব ছিল সবার-কোনো নির্দিষ্ট ঘরানার রাজনৈতিক পরিচয়ে বিশ্বাসীদের নয়, বরং প্রত্যেক সেই মানুষের, যিনি নিজেকে বাঙালি বলে ভাবেন, এমনকি বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরও।

এই বছর রাজপথে ছিল ছায়ানটের গান, ফুলপরুয়া বাচ্চাদের নাচ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী পোশাকে র‍্যালি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সংগঠনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত লোকজ মেলা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, কোথাও গ্রামের স্কুলমাঠে ব্যানারহীন বৈশাখী অনুষ্ঠান, আবার কোথাও পাহাড়ি অঞ্চলে মারমা বা ত্রিপুরা সংস্কৃতির অংশ নিয়ে বৈশাখ উদ্‌যাপন। এসব আয়োজন প্রমাণ করেছে-মানুষ নিজের উৎসব নিজের মতো করে ফিরিয়ে নিচ্ছে।

এই অংশগ্রহণ শুধু সাংস্কৃতিক নয়, একধরনের রাজনৈতিক প্রতিবাদও বটে। উৎসবের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রত্যাখ্যান করে মানুষ এবার বলেছে-এটি তাদের দিন, তাদের আনন্দ, তাদের পরিচয়। এটা যেন ছিল নিঃশব্দ এক সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থান, যেখানে না আছে দলীয় পতাকা, না আছে আদর্শগত হম্বিতম্বি। আছে কেবল ভালোবাসা, শিকড়ের টান আর জাতিসত্তার মৃদু অথচ দৃঢ় ঘোষণা।

বৈশাখ যদি বাঙালির হয়, তবে তাকে হতে হবে সর্বজনীন। তাতে থাকতে হবে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান; শহরের উচ্চবিত্ত, গ্রামের কৃষক, আদিবাসী গোষ্ঠী এবং প্রান্তিক মানুষের সমান অংশগ্রহণ। সংস্কৃতি কখনোই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অনুগত নয়, বরং এটি জনমানুষের আত্মা, যা কেবল তখনই সত্যিকারভাবে প্রসারিত হয়, যখন সেটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

সুতরাং এবারের বৈশাখ একটি এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

> বৈশাখ যদি বাঙালির হয়, তবে তাকে হতে হবে সর্বজনীন। তাতে থাকতে হবে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান; শহরের উচ্চবিত্ত, গ্রামের কৃষক, আদিবাসী গোষ্ঠী এবং প্রান্তিক মানুষের সমান অংশগ্রহণ। সংস্কৃতি কখনোই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অনুগত নয়, বরং এটি জনমানুষের আত্মা, যা কেবল তখনই সত্যিকারভাবে প্রসারিত হয়, যখন সেটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। সুতরাং এবারের বৈশাখ একটি বার্তা দিয়েছে। বার্তা দিয়েছে যে সাংস্কৃতিক মালিকানা ফিরে যাচ্ছে জনগণের হাতে। এই ধারা যেন অব্যাহত থাকে। বৈশাখ হবে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ, আরও অংশগ্রহণমূলক অর্থাৎ সব ধরনের রুচি, চিন্তা ও সংস্কৃতিকে ধারণক্ষম। এই সমাজচিত্রই হোক আগামীর বাংলাদেশ, যেখানে উৎসব মানে বিভাজন নয়, বরং মিলনের সেতুবন্ধন

মেঘনা আলমকে আটক কেন জাতীয় ইস্যু হলো

মনজুরুল ইসলাম

> এ রকম অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো একটি 'স্বৈরাচারী' আইনের প্রয়োগ অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আইন-আদালতসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সংস্কৃতি যে এখনো বহাল রয়েছে, এটা খুবই স্পষ্ট। লক্ষণীয় হলো, বেশ কয়েকজন মানবাধিকারকর্মী অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁরা দায়িত্বে থাকা অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের এ রকম প্রয়োগ খুবই হতাশাজনক। এ আইন গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি হুমকিস্বরূপ, এটা তাঁদের অজানা নয়। এই আইন বাতিল না করলে মানবাধিকার নিয়ে তাঁদের অঙ্গীকার প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং জনমনে এমন ধারণাই পোক্ত হবে, 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'

মডেল মেঘনা আলমকে আটক এবং তাঁকে কারাগারে পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একজন মন্তব্য করেছিলেন, এ ঘটনা অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য 'পচা শামুকে পা কাটা'র মতো হতে পারে। ব্যক্তিপর্যায়ের একটি 'সাধারণ' বিষয়কে 'জাতীয় ইস্যু'তে পরিণত করা এবং এর ফলে সরকারের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হওয়া-এমন কিছু বোঝাতেই তিনি হয়তো মন্তব্যটি করেন। বাস্তবে তেমনটাই ঘটেছে আর এর মধ্য দিয়ে আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং খোদ সরকারসংশ্লিষ্ট কারও কারও 'অপরিণামদর্শিতা' আবারও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে।

২.

একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মডেল মেঘনা আলমের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের একটি শক্তিশালী দেশের বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। পরে সেই সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। এর জেরেই মেঘনা আলমকে আটক করা হয়।

গত বুধবার রাতে মেঘনা আলমকে রাজধানীর বসুন্ধরার বাসা থেকে আটক করতে যায় ডিবি পুলিশ। এ সময় তিনি ফেসবুক লাইভে ছিলেন। সেই লাইভে তিনি বলছিলেন, তাঁর দরজার বাইরে পুলিশ পরিচয়ধারীরা তাকে নিতে এসেছে। মেঘনা আলমের ফেসবুক লাইভ চলার সময়ই তাঁর বাসায় পুলিশ প্রবেশ করে এবং তখন লাইভ বন্ধ হয়ে যায়।

আটক হওয়ার আগমুহূর্তে সেই লাইভে মেঘনা আলম বলছিলেন, 'বাসায় কিছু মানুষ আক্রমণ করেছে। তারা নিজেদেরকে পুলিশ পরিচয় দিচ্ছে। আমি বলেছি থানায় এসে কথা বলব, তারা কথা শুনছে না।'

লাইভ ভিডিওতে মেঘনা আলমকে দরজার বাইরে থাকা লোকদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'আপনারা আমার দরজা ভাঙার চেষ্টা করছেন।...' (বিবিসি বাংলা, ১১ এপ্রিল ২০২৫)

ঘটনাক্রম থেকে স্পষ্ট, পুলিশ সদস্যরা জোরপূর্বক বাসায় প্রবেশ করে মেঘনা আলমকে তুলে নিয়ে যান। তাঁকে তুলে নেওয়ার বিষয়টি থানা ও ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়নি। এর ফলে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে কি না, এমন একটি আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।

বুধবার রাতে মেঘনা আলমকে তুলে নেওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টায় তাঁকে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে উপস্থাপন করা হয়। এরপর বিশেষ ক্ষমতা আইনে ৩০ দিনের আটকাদেশ দিয়ে মেঘনা আলমকে কারাগারে পাঠানো হয়। আটক করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারের পাঠানোর পরও পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কোনো কিছু জানানো হয়নি।

মেঘনা আলমকে যেভাবে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, সেই ঘটনাটি জানাজানি হলে দেশে-বিদেশে আলোচনা-সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। দেশের মানবাধিকারকর্মীদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিষয়টি নিয়ে তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-নিন্দা জানায়। এতে সরকারের ওপর একরকম দৃশ্যমান চাপ তৈরি হয়।

মেঘনা আলমের গ্রেপ্তার নিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) শুক্রবার তাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেয়। এতে মেঘনা আলমকে অপহরণ করার অভিযোগ সঠিক নয় দাবি করে বলা হয়, 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্পর্ক মিথ্যাচার ছড়ানোর মাধ্যমে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক অবনতির অপচেষ্টা করা এবং দেশকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে মেঘনা আলমকে সকল আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হয়েছে।...'

পুলিশের এ 'বিবৃতি'টি ছিল অস্পষ্ট ও অসংগতিপূর্ণ। এতে একধরনের ঢালাও অভিযোগ করা হয়েছে, যেখানে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। ৩০ দিনের আটকাদেশ দিয়ে মেঘনা আলমকে কারাগারে পাঠানোর বিষয়টিকে তারা 'নিরাপত্তা হেফাজত' বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে; 'সকল আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ' করার দাবিটি ছিল অসত্য ও বানোয়াট।

লক্ষণীয় হলো, পুলিশের পক্ষ থেকে দেওয়া ওই পোস্টটি শুক্রবার নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার দিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। এর ফলে মেঘনা আলমকে আটক ও কারাগারে পাঠানোর সিদ্ধান্তে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের সায় বা সম্মতি আছে, এমনটাই প্রতীয়মান হয়েছিল। তবে শফিকুল আলম পরে সেই পোস্টটি সরিয়ে নেন।

৩.

মেঘনা আলমকে যেভাবে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, সেই ঘটনাটি জানাজানি হলে দেশে-বিদেশে আলোচনা-সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। দেশের মানবাধিকারকর্মীদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিষয়টি নিয়ে তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-নিন্দা জানায়। এতে সরকারের ওপর একরকম দৃশ্যমান চাপ তৈরি হয়।

এ রকম অবস্থায় রোববার (১৩ এপ্রিল) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

অপসংস্কৃতির কবলে বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতি

মযহারুল ইসলাম বাবলা

> টিভি মিডিয়ায় বর্ণিল বৈশাখের ফ্যাশন শোর সম্প্রচারও চলে। এগুলোকে সরলভাবে দেখার কোনো কারণ নেই। মানুষকে সুকৌশলে ভোগবাদিতার অভিমুখে ঠেলে দেওয়ার নানা মতলব এতে আমরা প্রত্যক্ষ করি। পণ্যের পসরা সাজিয়ে ভোগবাদিতার অভিমুখে মানুষকে ঠেলে দেওয়ার নানা তৎপরতা নববর্ষ উদ্যাপনের ক্রম বিস্তারে এখন অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছে। দিনটি নারী নিপীড়নের ক্ষেত্রেও পরিণত হয়েছে। বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতির বিপরীতে উগ্র অপসংস্কৃতির আধিক্য আমাদের কোন পথে ঠেলে দিচ্ছে, সেটা কি আমরা বিবেচনা করি? থার্টি ফার্স্টের উগ্রতা পয়লা বৈশাখে ভর করেছে, এই সত্য অস্বীকার করি কীভাবে?

বাংলা নববর্ষ বরণকে কেন্দ্র করে আমাদের নগরকেন্দ্রিক জীবনে উপচানো আবেগ-উচ্ছ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আবেগ-উচ্ছ্বাস জাতিগত পারস্পরিক সৌহার্দ্যের নয়, সমষ্টিগতও নয়, একান্তই আত্মকেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ। স্বীকার করতেই হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ বাঙালির জীবনে দিনটির প্রভাব মোটেও নেই। কারণও অস্পষ্ট নয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাই প্রধান কারণ।

এই ঢাকাতেই আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। পাকিস্তানি শাসনামলে বাঙালি মুসলমানদের বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে উৎসব-আনুষ্ঠানিকতা দেখিনি। সামাজিক ও পারিবারিক কোনো ক্ষেত্রেই নববর্ষকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে হয়তো ছিল, তবে খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে। বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ে দিনটি শুরু হতো ধর্মীয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে, যা আজও বলবৎ রয়েছে। আমার হিন্দু সহপাঠীদের বাড়িতে যেতাম এবং দেখতাম তাদের পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে নববর্ষের উৎসবের আমেজ। নারীরা বুড়িগঙ্গা নদীতে স্নান শেষে নতুন শাড়ি গায়ে জড়িয়ে, শাঁখা-সিঁদুর লাগিয়ে হাতে আমের শাখা, ঘট ইত্যাদি পূজার উপকরণ নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় ছুটত মন্দিরের উদ্দেশে। পূজা শেষে বাসায় ফিরে আহার করত, তার আগে নয়। বাড়িতে বাড়িতে উন্নত রান্না হতো। অতিথি আপ্যায়নের জন্য দই-মিষ্টি, মৌসুমি ফলমূল সবাই বাড়িতে এনে রাখত। ওই দই-মিষ্টির আকর্ষণে হিন্দু সম্প্রদায়ের সহপাঠী বন্ধুদের বাড়িতে যেতাম দল বেঁধে। দেখতাম মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ে একে অপরের বাড়িতে যেতে-আসতে। অতিথিদের আসা-যাওয়া, শুভেচ্ছা বিনিময় ইত্যাদি সামাজিকতা ছিল অনিবার্য। বন্ধুদের বাড়ির পর ছুটতাম হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসাকেন্দ্রে-ওই, মিষ্টির আকর্ষণে। ক্রেতা সেজে দরদাম করামাত্র বিক্রেতা হাতে মিষ্টির ঠোঙা ধরিয়ে দিতেন। মিষ্টি হাতে পেয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে ছুটতাম অন্য দোকানে।

দেখতাম পুরোহিত দিয়ে ব্যবসাকেন্দ্রে পূজা করানো, গীতাপাঠ, ধূপের ধোঁয়ায় পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ। ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য প্রার্থনা ইত্যাদি। অর্থাৎ, বাংলা নববর্ষের পারিবারিক ও সামাজিক আনুষ্ঠানিকতায় ধর্মযোগ ছিল অনিবার্য। নববর্ষের দিনটি তাদের ধর্মীয় আচারেরই অংশ। আজও তেমনি রয়েছে। ঢাকেশ্বরী মন্দিরসহ যেকোনো মন্দিরে সকালে গেলে দেখা যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বৈশাখী পূজা অনুষ্ঠানে উপচে পড়া ভিড়।

চৈত্র মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ, চৈত্রসংক্রান্তিতে লালবাগের শ্মশানঘাটের পাশে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে চৈত্রসংক্রান্তি মেলা হতো। বিশাল প্রাঙ্গণজুড়ে মেলার সামগ্রিক উপকরণের ঘাটতি ছিল না। রমরমা মেলা বলতে যা বোঝায়, সবই ছিল সেখানে। মেলার আকর্ষণে আমরা দল বেঁধে ছুটে যেতাম এবং মেলা শেষে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরতাম। চৈত্রসংক্রান্তির বিকেলে বৃষ্টি ছিল প্রায় অনিবার্য। এখন সেটা আর দেখা যায় না। স্থানীয়রা ওই মেলাকে 'চৈতপূজার মেলা' নামে অভিহিত করত। চৈত্রসংক্রান্তি ও পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণ ছিল কেবল বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুসলিম সম্প্রদায়ের নগণ্যসংখ্যক বাঙালি হয়তো পালন করত, কিন্তু নববর্ষকেন্দ্রিক আচার-আনুষ্ঠানিকতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের একক আধিপত্য ছিল। এই অজুহাতে পাকিস্তানি শাসকেরা বাংলা নববর্ষের আনুষ্ঠানিকতায় হিন্দুয়ানি মোড়ক সেঁটে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। নানা প্রচার-প্রচারণায় দিনটিকে হিন্দুদের ধর্মীয় পূজা-পার্বণের সঙ্গে তুলনা করত।

এটাও সত্য, বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ে দিনটির গুরুত্ব-প্রভাব মোটেও ছিল না। একমাত্র মুসলিম সম্প্রদায় ব্যবসাকেন্দ্রে হালখাতা নবায়ন, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুকরণে মৌলভি দিয়ে মিলাদ পড়ানো ছাড়া সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে কোনো আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করত না। অপ্রিয় হলেও সত্য; বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থ-বিত্তে, জমি-জমিদারিতে ছিল অগ্রসর। অপরদিকে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় ছিল পশ্চাৎপদ। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু মধ্যবিত্তের ছিল একক কর্তৃত্ব। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বই দেশভাগে গতি পেয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের সুযোগেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ উন্মুক্ত হয়েছিল অবিভক্ত বঙ্গে। সেটা আরেক ইতিহাস। বাস্তবতা হচ্ছে, মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের একক আধিপত্যের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় পয়লা বৈশাখ, নববর্ষ উদ্‌যাপন হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচারের অংশে পরিণত হয়।

বাংলা ও বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মানার্থে কিন্তু বঙ্গাব্দের প্রচলন করেননি সম্রাট আকবর। একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলার ঋতু-প্রকৃতিকে উপলক্ষ করে খাজনা আদায়। ভারতবর্ষে কৃষি অর্থনীতির বিকাশে সম্রাট আকবরের ভূমিকা নিশ্চয় রয়েছে। জমির পরিমাপ নির্ধারণসহ অনাবাদি জমিকে ফসল ফলানোর উপযোগী করতে ছিল তাঁর কঠোর আদেশ-ভূমিকা। কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছিলেন কৃষকের স্বার্থে নয়, ভূমির রাজস্ব আয়ের পথ

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable

বিনা খরচে বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা ও ব্রঙ্কস শাখা খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা
- আমরা ৩০ বছর যাবত আপনাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছি

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ - ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জে এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদার হোন

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগা করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-882-1081	JAMAICA 374-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845
	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590	

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSE IS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, IF-------

আমাদের সার্ভিস নিন -আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

৪র্থ বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৫
Powered By
১৯, ২০ এপ্রিল, ২০২৫
শনি ও রবিবার
বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
ডায়ভারসিটি প্লাজায়
নাচ ও গানে
আনন্দ সন্ধ্যা
Bangladesh Remittance Fair 2025
১৯-২০ এপ্রিল ২০২৫
(শনিবার এবং রবিবার)
বিকাল ৩টা - রাত ৮ টা
সানাই রেস্তোরাঁ ও পার্টি হল
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক, ইউএসএ
বৈধ রেমিট্যান্স, উন্নত বাংলাদেশ
ENTRY FREE
মেলার আকর্ষণ
মেলায় থাকবে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০টির অধিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
মানি ট্রান্সফার কোম্পানির অংশগ্রহণ
প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ
রেমিট্যান্স অফশোর ব্যাংকিং ও প্রবাসী ব্যবসা সংক্রান্ত সেমিনার আলোচনা এবং প্রশ্ন/উত্তর পর্ব
সেরা ১০ বাংলাদেশি-আমেরিকান রেমিট্যান্স প্রেরককে পুরস্কার প্রদান
বাংলাদেশের শীর্ষ ৩ রেমিট্যান্স রিসিভার ব্যাংককে পুরস্কার প্রদান
শীর্ষ ৩ মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি/ রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনারকে পুরস্কার প্রদান
রেমিট্যান্স নেটওয়ার্কিং ডিনার ও প্রবাসী নেটওয়ার্কিং ডিনার
মেলায় অংশগ্রহণ করছে
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
মানি ট্রান্সফার অপারেটর
রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনার
মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস
অফশোর ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী
মানি ট্রান্সফার এবং রেমিট্যান্স অ্যাপ
প্রবাসী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দ
কারা মেলা পরিদর্শন করবেন?
রেমিট্যান্স প্রেরণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি প্রবাসী
পেশাজীবী সম্প্রদায় ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য
প্রবাসী ফোরাম ও সমিতির সদস্য
প্রবাসী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী প্রমুখ
স্টল বুকিং ও যোগাযোগ
+১(৩৪৭)৬৫৬-৫১০৬ | +১(৩৪৭)৮৬৪-১২১৮
info@bangladeshremittancefair.com
অতিথিবৃন্দ
প্রধান অতিথি
জনাব ড. আহসান এইচ মনসুর
মাননীয় গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
বিশেষ অতিথি
জনাব ড. মো. হাবিবুর রহমান
ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
জনাব আব্দুল হাই সরকার
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস
জনাব ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ
চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
জনাব মোঃ নুরুন নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, এনসিসি ব্যাংক পিএলসি
এছাড়া বাংলাদেশ এবং আমেরিকার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ মেলায় উপস্থিত থাকবেন
Powered By
Welcome Dinner Courtesy By
এনসিসি ব্যাংক
Program Sponsors
Bank Asia
Islami Bank
In association with
FBCCI
Media Partners
বণিক বার্তা
The Business Standard
TBN24
ঠিকানা
Organized by
BUCCI
USA-BANGLADESH BUSINESS LINKS

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে মিয়ানমারের ‘ফাঁকা বুলি’

একেএম শামসুদ্দিন

ড. খলিলুর রহমান রাখাইনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরাতে জাতিসংঘের উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন, যা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের সহায়ক হবে। এজন্য বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও আরাকান আর্মির মধ্যে পরোক্ষভাবে আলোচনা চলছে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন। তাদের প্রস্তাব, জান্তা ও আরাকান আর্মি উভয় পক্ষ যদি যুদ্ধ পরিহার করে, তাহলে এ স্থিতিশীলতা ফেরানো সম্ভব। যদি তা করা যায় অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থা থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হলে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়াটি সহজতর হবে। তবে সবকিছু নির্ভর করবে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতার ওপর। এ জন্য মিয়ানমার সরকার ও আরাকান আর্মি উভয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে, বাংলাদেশকে ভারসাম্য ও কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ফেসবুক পেজে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের তথ্য প্রচার হওয়ার পর বাংলাদেশের মূলধারার সংবাদপত্র থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ব্যক্তিগত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই এটিকে যুগান্তকারী বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। গত ৪ এপ্রিল থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের এক ফাঁকে বৈঠকে মিলিত হলে মিয়ানমারের উপপ্রধানমন্ত্রী ইউ থান শিউ বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও রোহিঙ্গা সমস্যাবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ড. খলিলুর রহমানকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া তালিকাভুক্ত ৮ লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে এক লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফেরত যাওয়ার যোগ্য বলে জানিয়েছেন। তবে হঠাৎ করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের এ ঘোষণার পেছনে মিয়ানমারের কী অভিসন্ধি থাকতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৮ লাখ তালিকাভুক্ত করা হলেও বর্তমানে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ১২ লক্ষাধিক নিবন্ধিত রোহিঙ্গা বসবাস করছে। ২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মোট ছয়টি ধাপে ৮ লাখ রোহিঙ্গার তালিকা মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। তারপর থেকেই মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে টালবাহানা শুরু করে। বাংলাদেশের দেওয়া এ তালিকা থেকে মিয়ানমার কখনো সহস্রাধিকের বেশি রোহিঙ্গা ফেরত নিতে রাজি হয়নি। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে চীনের মধ্যস্থতায় মিয়ানমার সে সময় বাংলাদেশের সঙ্গে একটি চুক্তি সই করেছিল, যা সম্পূর্ণই মিয়ানমারের পক্ষে ছিল। ওদিকে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। মিয়ানমার জান্তার অবর্ণনীয় নির্যাতনের মুখে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়া এবং প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল শেখ হাসিনার। লেখাটি বড় হয়ে যাবে বলে সে প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা গেল না। শেষ পর্যন্ত ২০২৩ সালে মিয়ানমার এক হাজার ১০০ রোহিঙ্গাকে ফেরত নিতে রাজি হয়েছিল। তবে প্রত্যাবাসনে জটিলতা তৈরি করতে এক হাজার ১০০ রোহিঙ্গার তালিকা প্রণয়নেও মিয়ানমার সে সময় প্রতারণা করেছিল। দেখা গেছে, এক পরিবারের চার সদস্যের দুজনকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, আবার এক পরিবারের একজনকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তালিকায় স্বামীকে বাদ দিয়ে স্ত্রীকে, পিতাকে বাদ দিয়ে সন্তানকে, এমনকি কন্যাকে বাদ দিয়ে মাকে তালিকাভুক্ত করেছিল। তাতে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আসলে তালিকাভুক্ত করতে গিয়ে তারা ভেরিফিকেশনের নামে পরিবারকে আলাদা করা, একই মহল্লার লোকদের পৃথক করার অপকৌশল নিয়েছিল তারা। তাছাড়াও রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বসতভিটা ফেরত পাওয়ার বিষয়ে মীমাংসা না করে তাদের প্রত্যাবাসন ক্যাম্পে রাখার ব্যবস্থা করায় রোহিঙ্গারা ফেরত যেতে অস্বীকার করেছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ কেন মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফেরাতে চাচ্ছে? তাদের এ ঘোষণার পেছনে আসল উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রতিশ্রুতি এটিই প্রথম নয়। আগেই উল্লেখ করেছি, প্রত্যাবাসন নিয়ে ইতঃপূর্বে মিয়ানমার অনেক ঘটনার অবতারণা করেছে। জাতিসংঘও বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু মিয়ানমার জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের কোনো উদ্যোগকেই তোয়াক্কা করেনি। চীন ও রাশিয়ার ছত্রছায়ায় থেকে মিয়ানমার প্রত্যাবাসনের বিষয়টি এড়িয়ে গেছে। কাজেই রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার মিয়ানমারের সর্বশেষ ঘোষণার পেছনে নতুন কোনো মতলব আছে কিনা দেখা প্রয়োজন। বর্তমানে মিয়ানমারের প্রায় ৪৫ শতাংশ ভূখণ্ড সে দেশের বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। বেশির ভাগ সীমান্তবর্তী অঞ্চল জান্তা সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। এর মধ্যে চিন ও রাখাইনের নিয়ন্ত্রণ ইতোমধ্যে হারিয়েছে জান্তা সরকার। রাখাইনের রাজধানী সিট্যুয়ে এবং বন্দরনগরী কিয়াকফিউ বাদে রাজ্যের ৯০ শতাংশ ভূখণ্ড এখন আরাকান আর্মির দখলে। উল্লিখিত শহর দুটো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে পুরো রাখাইন আরাকান আর্মির হাতে চলে যাবে। আরাকান আর্মি চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে এ দুটো শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা এক কঠিন সংকটের মুখে উপনীত হয়েছে। এ কারণে তারা আরাকান আর্মিকে ঠেকাতে উপায় খুঁজে ফিরছে।

মিয়ানমারের সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন আদৌ সম্ভব কি না ভেবে দেখতে হবে। আরাকান আর্মিকে পাশ কাটিয়ে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। রাখাইনের যেসব এলাকায় রোহিঙ্গাদের বসতি, সেগুলো এখন আরাকান আর্মির দখলে। আগেই বলেছি, বিগত কয়েক বছর ধরে আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিয়ানমার জান্তা কৌশলে রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করেছে। ফলে রোহিঙ্গাদের ওপর আরাকান আর্মির ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। এ বিষয়টিও এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

ফিলিস্তিনি শিশুদের গণহত্যা ও বিশ্ব বিবেকের ইচ্ছাঘুম

ড. দাউদ আবদুল্লাহ

ইসরায়েল যে অসংখ্য অপরাধের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা অন্যতম নৃশংস হিসেবে বিবেচিত। সময়ের পরিক্রমায় এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার স্মৃতি মুছে যায়নি। এই তালিকায় রয়েছে ২০০০ সালে বাবার কোলে আশ্রয় নেওয়া ১২ বছর বয়সী মুহাম্মদ আল-দুররা এবং ২০২৪ সালে ৫ বছর বয়সী হিন্দ রজব হত্যাকাণ্ড, যে কিনা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটি গাড়িতে তার নিহত আত্মীয়দের পাশে বসে সাহায্যের জন্য আকুতি জানিয়েছিল। এরা কেবল হিমশৈলের সামান্য এক অংশ মাত্র।

২০২৫ সালের শুরু থেকে ইসরায়েলের দখলদার সেনাবাহিনী তাদের নৃশংস অভিযানকে একপ্রকার শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউ) নিশ্চিত করেছে যে গাজায় প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একজন শিশু নিহত হচ্ছে। গত দেড় বছরে প্রতিদিন গড়ে ৩০ শিশু নিহত হয়েছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ইসরায়েল অন্তত ১৭ হাজার ৪০০ শিশুকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে ১৫ হাজার ৬০০-এর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও হাজার হাজার শিশু ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে-তাদের বাড়ি, স্কুল ও আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর। গত মার্চ থেকে আবার আগ্রাসন শুরু করার পর ইউনিসেফের তথ্যমতে গাজায় ৩০০-এর বেশি শিশু নিহত হয়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলো যেকোনো কিছুর চেয়েও স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়, গাজার সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসরায়েল পূর্বপরিকল্পিতভাবে গণবিনাশের নীতির দিকে চলেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গাজার ২৩ লাখ জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি শিশু। বর্তমান প্রজন্ম কখনো স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি; তারা যা কিছু জেনেছে তা হলো দমন-পীড়ন ও দখলদার সেনাবাহিনী পরিচালিত একের পর এক যুদ্ধ।

তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের আগেও ফিলিস্তিনিদের জীবন কোনোভাবেই সুখের ছিল না। গাজার জনগণের জন্য জীবন ছিল সব সময়ই নরকতুল্য ও নির্মম। ১৭ বছরের অবরোধ গাজার যুবসমাজকে এমন এক পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছিল, যেখানে তাদের সামনে একমাত্র পথ ছিল প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এমন কিছু করা, যা বিশ্ব বিবেককে তার ইচ্ছাঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সুতরাং ৭ অক্টোবরের ঘটনা ছিল বছরের পর বছর বঞ্চনার একটি অনিবার্য পরিণতি। তবু ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্ররা ‘অপারেশন আল আকসা ফ্লাড’-এর সূচনাকে ঘিরে এমনভাবে অবাক হওয়ার ভান করেছিল, যেন তারা আগে থেকে কোনো কিছু জানত না-যদিও তাদের বারবার সতর্ক করা হয়েছিল যে এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন চলতে পারে না।

২০০৩ সালে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটের সাবেক স্পিকার (১৯৯৯-২০০৩) এবং ইসরায়েলি ইহুদি এজেন্সির সাবেক চেয়ারম্যান আব্রাহাম বুর্গ সতর্ক করে দিয়েছিলেন: ‘ইসরায়েল যদি ফিলিস্তিনিদের শিশুদের নিয়ে আর চিন্তা না করে, তাহলে আশ্চর্য হওয়া উচিত হবে না, যখন তারা ঘৃণায় ভর করে উঠে দাঁড়াবে ও ফিরে আসবে। আর ইসরায়েলিদের বিলাসবহুল জীবনের কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দেবে।’

আরও চিন্তাভাবনা করে আব্রাহাম বুর্গ যোগ করেছিলেন: ‘আমরা প্রতিদিন হাজার জন নেতাকে হত্যা করতে পারি, তবে তাতেও কোনো কিছুই সমাধান হবে না। কারণ এই নেতারা উঠে আসে নিচ থেকে-ঘৃণা ও ক্রোধের উৎস থেকে, অন্যায় ও নৈতিক দুর্নীতির “অবকাঠামো” থেকে।’

নিঃসন্দেহে, ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই কথাগুলো শুনেছেন বা পড়েছেন। তিনি তখন দেশটির অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৯৯ সালে নেতানিয়াহু নিজের প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ শেষ করেছিলেন। ইসরায়েলি রাজনীতিতে নেতানিয়াহুর মতো দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাব বিস্তারকারী আর কেউ নেই। তাঁর পুরো রাজনৈতিক জীবন নিবেদিত হয়েছে ইহুদি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে দমন করার লক্ষ্যে।

সবকিছুরই শেষ আছে এবং নেতানিয়াহুর স্বৈরশাসনেরও অবসান ঘনিয়ে আসছে-গৌরবের আলোয় নয়, বরং অপমান ও কলঙ্কের গভীর অন্ধকারে। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ওয়ারেন্টভুক্ত এবং একই সঙ্গে নিজ দেশের আদালতেও নানা অভিযোগে-প্রতারণা, ঘুষ, আত্মসাৎসহ গুরুতর অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি। দ্য হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এবং নিজ দেশেও হয়তো তাঁকে দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতে হবে।

সম্ভবত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর জন্য একমাত্র ‘উদ্ধারসূত্র’ হলো গাজায় তাঁর ঘোষিত ‘পূর্ণ বিজয়’-এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, যদিও এর অর্থ হয় সাধারণ জনগণের ওপর সামগ্রিক শাস্তি চাপানো এবং শিশুদের ধারাবাহিকভাবে হত্যা করা। আর এই অপরাধগুলোর দায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে না। যারা এই অপরাধের পরিকল্পনা করেছে, সহযোগিতা ও বাস্তবায়নে অংশ নিয়েছে, তাদের সবাইকেই একদিন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।

আর একটুখানি ভাবুন গাজার গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে। নিঃসন্দেহে তারা দখলদারদের কাছে গোলাপ পাঠাবে না, কিংবা তাদের এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

পূর্বসূরিদের মতো তারাও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে-সেই দখলদারত্ব, যা তাদের সৈন্যদের ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা করে প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। যেখানে ‘মুক্ত বিশ্ব’-এর আত্মতুষ্ট নেতারা নিয়মিতভাবে ইউক্রেনীয় শিশুদের হত্যার নিন্দা জানাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান, তাঁদের প্রশ্ন করা উচিত-আপনারা কি ফিলিস্তিনি শিশুদের দখলকৃত ভূমিতে সংঘটিত গণহত্যা দেখেননি বা শোনেননি? তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? একজন ইসরায়েলি বাবা ইৎজাক ফ্রাঙ্কেনথালের মতে, ‘এটি বিকৃত ভণ্ডামি, যা ফিলিস্তিনিদের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঠেলে দেয়। এটা হলো আমাদের সেই দ্বিমুখী নীতি, যা আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সামরিক নৈতিকতা নিয়ে গর্ব করার সুযোগ দেয়, অথচ সেই একই সেনাবাহিনী নির্দোষ শিশুদের হত্যা করে’

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
ওমরাহ ভিসা - এয়ার টিকেট - হোটেল
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD
Emirates
QATAR AIRWAYS
KUWAIT AIRWAYS
দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ
কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ
কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১৮ বছরের অভিজ্ঞ
মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৮ বছরের অভিজ্ঞ
জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১০ বছরের অভিজ্ঞ
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
Price Can Be Change Anytime.
digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com
OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM
*Terms & Condition may apply. See store for details.

বিরাজনীতিকরণের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ?

সাঈদ খান

দেশকে বিরাজনীতিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা রাষ্ট্রবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী ও জনস্বার্থবিরোধী। রাজনীতি ছাড়া গণতন্ত্র হয় না, গণতন্ত্র ছাড়া জনগণের মুক্তি অসম্ভব। তাই রাজনীতিকে ফিরিয়ে আনুন-জনতার পক্ষে, মুক্তির লক্ষ্যে। রাজনীতি হোক জনগণের, দেশের ও ভবিষ্যতের। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি নির্বাচন, যা জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে। নির্বাচন ব্যতীত কোনো সরকার জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারে না। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন না হলে তা অবৈধ শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে-যা দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন করবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ এখন একটি অপাঙ্‌ক্তেয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে, যার প্রতি জনগণের আস্থা ভেঙে পড়েছে। অপরদিকে, বিএনপিকে পরিকল্পিতভাবে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ দুই দলের বাইরে যেসব রাজনৈতিক দল রয়েছে, তারা অনেকেই সাহসী কণ্ঠস্বর হলেও তাদের সাংগঠনিক শক্তি ও জনসম্পৃক্ততা দুর্বল। তারা এখনো দেশের নেতৃত্ব গ্রহণের মতো সক্ষমতা তৈরি করতে পারেনি।

দেশকে বিরাজনীতিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া মানে গণতন্ত্রকে কফিনে বন্দি করা। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে চায়ের দোকান, টেলিভিশনের টকশো কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম-রাজনীতিকে ঘৃণার, অবজ্ঞার ও বিদ্বেষের বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। অথচ এদেশের রাজনীতি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান চালিকাশক্তি, গণতান্ত্রিক চেতনার অভিভাবক, জনগণের অধিকার আদায়ের প্রধান হাতিয়ার।

বিএনপির রাজনীতির লক্ষ্য শুধু ক্ষমতায় যাওয়া নয়, বরং এমন একটি দেশ গড়া, যেখানে সবার জন্য সমান অধিকার থাকবে। তরুণ ও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সবাইকে সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া বিএনপির অন্যতম লক্ষ্য। বিএনপির রাজনৈতিক আদর্শের মূল ভিত্তি হলো গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং আর্থ-সামাজিক মুক্তি। বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, রাজনীতি জনগণের জন্য, তাদের স্বার্থে এবং কল্যাণে পরিচালিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক এবং সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তিনি বিভাজনের রাজনীতির পরিবর্তে ঐক্যের রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতিকে তার দর্শন হিসাবে গ্রহণ করে তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। তার যোগ্য উত্তরসূরি তারেক রহমান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী দর্শনের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি যুক্ত করে 'সবার বাংলাদেশ' নির্মাণের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বিএনপি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল। দলটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষা এবং বহু সমস্যার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করেছে। বড় দল হিসাবে তার কিছু ত্রুটি থাকলেও সেগুলোর সংশোধনে দলটি আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, এখন আরও পরিণত ও দায়িত্বশীল পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সবচেয়ে দৃঢ় ও কার্যকর অবস্থান বিএনপির। বাস্তবতা বুঝে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার সঠিক বাস্তবায়নে দলটি যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিচ্ছে, তা অন্য কোনো দল এখনো দেখাতে পারেনি। এ কারণে অনেক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপিকে টার্গেট করে নেতিবাচক প্রচারণায় লিপ্ত হয়েছে-চলছে মিডিয়া ট্রায়াল, সামাজিক বুলিং ও অপপ্রচার। পরিকল্পিতভাবে বিএনপিকে গণমাধ্যমে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন, নেতাকর্মীদের দুর্নাম এবং সর্বত্র এক ধরনের বিদ্বেষমূলক প্রচার চালিয়ে রাজনীতি বাইরে রাখার চেষ্টা চলছে। মতভেদ থাকতেই পারে, সমালোচনাও গণতন্ত্রের অংশ। কিন্তু কোনো একটি রাজনৈতিক দলকে পরিকল্পিতভাবে হেয় করা কিংবা দেশের রাজনীতিকে নেতিবাচক পথে ঠেলে দেওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে রাজনীতি এবং রাজনীতিকদের প্রতি জনগণের একাংশের অবিশ্বাস বা বিতৃষ্ণা তৈরি করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। এ যেন রাজনীতিকে গালি বানানোর মতো একটি প্রক্রিয়া-'জনগণ বিরক্ত', 'সব রাজনৈতিক দল এক', 'নেতা মানেই দুর্নীতিবাজ' ইত্যাদি মোহাচ্ছন্ন স্লোগান ব্যবহার হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই-মানুষকে রাজনীতিতে আগ্রহহীন ও নেতিবাচক করে তোলা, যাতে গণতন্ত্র নামমাত্র থেকে যায়। এ প্রক্রিয়ার প্রধান চালিকাশক্তি হলো কিছু মিডিয়া, এনজিও, করপোরেট-বন্ধুসুলভ সুশীলসমাজ এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চক্র। তারা জনগণের চোখে রাজনীতিকে 'অশুভ শক্তি' বানিয়ে উপস্থাপন করে। তারা রাজনীতিকদের 'দাগি', 'লুটেরা' হিসাবে আখ্যায়িত করে; কিন্তু যেসব অনির্বাচিত সুবিধাভোগী রয়ে যান, তারা সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন।

সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ করা যাচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটি ভয়াবহ প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এ প্রবণতা আসলে হঠাৎ জন্ম নেয়নি-এটি বহুদিনের চর্চিত একটি চক্রান্ত, যার শিকড় ব্যবসায়ীদের পুঁজিবাদী দর্শনের ↘ এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

এ এক ধারাবাহিক চক্র, যা কখনোই থামছে না, তবুও এ জাতি প্রতিটি সংকট মোকাবিলা করতে করতে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় নির্বাচনের তারিখ দ্রুত ঘোষণা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং সময়মতো নির্বাচন, যা জনগণের মতামত প্রতিফলিত করে। জাতীয় নির্বাচন কেবল ভোটগ্রহণ নয়, এটি জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের সুযোগ এবং গণতন্ত্রে জনগণের আস্থা পুনর্বহাল করবে। সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের উচিত দায়িত্বশীলভাবে দ্রুত একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করা। জনগণ তাদের অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত-এখন প্রয়োজন সরকারের উদ্যোগ। নির্বাচনের বিকল্প নেই, এটি অবশ্যই জরুরি। যেখানে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং গণতন্ত্রই শেষ কথা

নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে অস্পষ্টতা কতটা কাটল

হাসান মামুন

ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন, নাকি আগামী বছর জুনের মধ্যে- এ নিয়ে সংশয় আছে এখনও। তা সত্ত্বেও প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে এ সময়সীমার বাইরে ক্ষমতায় না থাকার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত হওয়া স্বস্তির। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সঙ্গে বৈঠকে তিনি ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন আয়োজনের আগে সংস্কার কাজ দ্রুত সম্পন্নের তাগিদ দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য নির্বাচনের সময়সীমা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ঘিরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেল, তিনি আগের ঘোষণাতেই অটল। অর্থাৎ 'কম সংস্কার' হলে ডিসেম্বর; 'অধিকতর সংস্কার' হলে আগামী বছর জুনের মধ্যে নির্বাচন। এদিকে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ভুল স্বীকার করলেও তার সমালোচনা হয়েছে। কারণ নির্বাচনের সময়সীমা সম্পর্কে তিনি সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলবেন, এমন দাবি এখন আরও জোরালো। মাঝে কোনো কোনো সাক্ষাৎকার ও সভায় ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন করার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিক ইচ্ছার কথা তিনি জানিয়েছিলেন। এ অবস্থায় প্রেস উইংয়ের প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের বিষয়টি সামনে আসায় লোকে 'নতুন কিছু' পেয়েছে বলে ধরে নিয়েছিল। সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে স্বভাবতই হতাশ হয় তারা। প্রশ্ন ওঠে, প্রধান উপদেষ্টা কি নিজে তাঁর বক্তব্য বদলেছেন, নাকি অন্য কিছু ঘটেছে?

ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বসে প্রধান উপদেষ্টা আগামী বছর জুনের মধ্যে নির্বাচন করার লক্ষ্যে কাজকর্ম গুছিয়ে নেওয়ার কথা বললেও সেটা গুরুত্ববহ। কেননা, এর মধ্যে ফেসবুক থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে আওয়াজ উঠেছে- রোডম্যাপের বাইরেও অন্তর্বর্তী সরকারের থাকা প্রয়োজন। তার সপক্ষে হচ্ছে তত্ত্বায়ন। এর মধ্যে রয়েছে গণঅভ্যুত্থানের সরকারকে নির্বাচিত সরকারের চাইতেও মর্যাদাসম্পন্ন করে দেখানো। উপদেষ্টাদেরও কেউ কেউ বিভিন্ন উপলক্ষে এমনভাবে কথা বার্তা বলছেন; তাতে মনে হচ্ছে, দুইয়ের যোগসূত্র রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আশা করা হচ্ছিল, প্রধান উপদেষ্টা নিজে স্পষ্ট করে কিছু বলবেন। সে কারণে তাঁর এ বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ- আগের ঘোষণামতোই আগামী জুনের পর সরকারটি আর থাকছে না।

গণঅভ্যুত্থানের পর যে পরিস্থিতিতে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সেটা ছিল তাঁর দিক থেকে সাহসী পদক্ষেপ। যাদের কথায় তিনি এমন দায়িত্ব গ্রহণে রাজি হন, তারাও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তবে ইউনূসের নেতৃত্বাধীন উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। এতে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র-তরুণদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিতর্ক বেড়েছে ক্রমে। সরকারে থেকে তাদের রাজনৈতিক দল গঠন হয়েছে বিশেষভাবে বিতর্কিত। এই ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টার কিছু বক্তব্যেও বেড়েছে সমালোচনা। তদুপরি উপদেষ্টা পরিষদের 'পারফরম্যান্স' নিয়ে সন্তুষ্টি বেশি নেই। আট মাস পরও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়নি। অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার না হওয়ার কথা স্বীকার করা হচ্ছে সরকারিভাবেই। সামনে রয়েছে গ্রহণযোগ্য বাজেট প্রণয়নের চ্যালেঞ্জ। আগামী বছর জুন পর্যন্ত থাকলে অন্তর্বর্তী সরকারকেই এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। তার তো বিচার আর সংস্কারের এজেন্ডাও রয়েছে। গণঅভ্যুত্থানে হতাহতদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা জোগানোও চ্যালেঞ্জিং।

তারেক রহমানদের বক্তব্য না হয় আলাদাভাবে বিবেচ্য। এর বাইরে যারা আমাদের 'উন্নয়ন সহযোগী' বলে পরিচিত, তারাও কি যথাসম্ভব দ্রুত গণতন্ত্রে উত্তরণের তাগাদা দিচ্ছে না? দেশে যে বিনিয়োগ সম্মেলন হয়ে গেল, সেখান থেকে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নেও কি সুনির্দিষ্ট মেয়াদের সরকার থাকা জরুরি নয়? দৃঢ়ভাবে জনপ্রশাসন পরিচালনায়ও নির্বাচিত সরকার প্রয়োজন। গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকে নৈরাজ্য নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীকে কার্যত পুলিশের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। থেমে থেমে এখনও চলছে 'মব ভায়োলেন্স'। বিনিয়োগ সম্মেলন চলাকালে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠানে যেসব হামলা হয়েছে, সেটাও দেশের ভাবমূর্তির জন্য নেতিবাচক। এতদিন পরও কেন সরকার এসব বন্ধ করতে পারছে না- তার সদুত্তর নেই। এ অবস্থায় ভালো হতো ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন হলে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন সরকারের সুস্পষ্ট ঘোষণা। যতদূর জানা যায়, নির্বাচন কমিশন ডিসেম্বরে নির্বাচন হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা ধরে নিয়েই কাজকর্ম গোছাচ্ছে। সরকারের দিক থেকে তেমন 'ইঙ্গিত' তারা পেয়েছে বলেই অনেকের ধারণা। এমনও হতে পারে, তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি রাখতে চায়। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশনের কাজেও কিছু সংস্কারের প্রশ্ন রয়েছে। ন্যূনতম যেটুকু সবাই চাইছে, তা হলো নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার। আগামীতে নির্বাচন যেন কোনোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়, সে জন্যই এটা চাওয়া। দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়েছিল বলেই অপশাসন ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল- এটা কার না জানা! গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হাতবদল হতে থাকলেও দেশ গণঅভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতিতে উপনীত হতো- এমনটা কেউ বলছেন না। সে কারণেই 'জরুরি সংস্কার' সেরে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনেই সরকারকে মনোনিবেশ করতে হবে। কোনো সংস্কার করতে না পারলেও তাকে কেউ দায়ী করবে না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে না পারলে ইউনূস সরকার হয়ে থাকবে প্রশ্নবিদ্ধ। দেশও অধিকতর সংকটে নিপতিত হবে।

অধ্যাপক ইউনূস ও তাঁর সহকর্মীদের এসব মনে করিয়ে দেওয়ার অবশ্য কিছু নেই। তারা ↘ এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

নির্বাচিত সরকার সংস্কারের কিছুই করবে না- এমন আশঙ্কা কি রয়েছে, নজিরবিহীন গণঅভ্যুত্থানের পরও? যদি থাকে তাহলে অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার করে গেলেও তারা সেগুলো অক্ষত রাখবে না। তাই এসব অহেতুক প্রশ্ন না তুলে দ্রুত নির্বাচনের পক্ষেই অবস্থান নিতে হবে। প্রধান উপদেষ্টার উচিত তাঁর সহকর্মী ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসে নির্বাচনের সময়সীমা চূড়ান্ত করে ফেলা। এর মধ্যে বিচার ও সংস্কার কার্যক্রম যেটুকু এগিয়ে নেওয়া যায়, সেটাও দৃঢ়তার সঙ্গে করা। এ অবস্থান নিতে পারলে তার প্রভাব পড়বে গোটা শাসন পরিস্থিতিতে। অস্বস্তি কাটবে সংশ্লিষ্ট সব মহলে। অর্থনীতি আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও আসবে কাঙ্ক্ষিত গতি

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের এফিলিয়েটেড PRESIDENTIAL AWARD
& NATIONAL HEALTHCARE CHAMPION AWARD
প্রাপ্ত এবং CIP মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া (শিশির) পরিচালিত হোম কেয়ার এজেন্সি
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
CDPAP
PCA
HHA.RN
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
PH : 718 593 0932
* DIRECT DEPOSIT * WEEKLY PAYMENT* FESTIVAL BONUS* 401K. INSURANCE
এজেন্সি ট্রান্সফার কেইস এর জন্য স্পেশাল সুবিধা দেওয়া হবে
Get Paid to Take care of Your Friends & Family
150-47 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432. Ph: (631) 935-8581, www. allcountyhealthny.com

১০
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Present
Gemini
জেমিনি
USA
এওয়ার্ড ২০২৫
প্রধান অতিথি:
লায়ন শাহ নেওয়াজ
প্রেসিডেন্ট ও সিইও
গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার
সম্পাদক ও প্রকাশক
সাপ্তাহিক আজকাল
লায়ন বেলাল আহমেদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
Gemini
জেমিনি
USA
Cell. 646-662-9353
9 May 2025
7.00 PM
Gulshan Terrace
59-15, 37 avenue, woodside, NY-11377

ব্রঙ্কস তথা নিউ ইয়র্ক এর প্রবাসি বাংলাদেশিদের জন্য সু-খবর

সম্পুর্ন বাংলাদেশি মালিকানাধীন একটি অনন্য প্রতিতিষ্ঠান।
এখানে সুলভ মুল্যে ঘরের যাবতিয় আসবাবপত্র সহ রয়েছে
অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিকস ও ইলেক্ট্রিক্যাল সামগ্রি।

শুভ উদ্ভোদন উপলক্ষে চলছে বিশাল সেল।

মাত্র ৪০% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ গ্রহন করুন।
বিস্তারিত জানতে কল করুন।

S & A DISCOUNT FURNITURE INC.

একটি নির্ভরযোগ্য বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
1627 Westchester Ave. Bronx, NY 10472
Tel: (347) 269-5249 - Cell: 646-404-0921
email: sa.discountfurniture@gmail.com

NO CREDIT NEEDED!
WE APPROVE EVERYONE
90 DAYS NO INTEREST
SAME AS CASH

DCA# 2111113
Easy Trasportation:
#6 Train To Morrison, Soundview Ave.
Bus Bx4 & Bx4A

We Accept Major Credit Cards

GRAND OPENING SALE

On Sale

VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
$10	$7	$5
FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES Y JUEVES
$3	$2	Mixed Prices
MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY & THURSDAY

TARGET. amazon.com Walmart COSTCO WHOLESALE

5 PCS Bedroom Set

$1599

Sofa & Loveseat $899

5 PCS Bedroom Set

$949

5 PCS Bedroom Set

$1599

Sectional $799

MATTRESS

Order By Phone. Pay After Delivery.

TWIN SIZE	$100
FULL SIZE	$150
QUEEN SIZE	$199
KING SIZE	$399

* এখানে পাবেন "আমাজন" "টারগেট" "ওয়ালমারট" ও "কস্টকো "র মত বিখ্যাত ব্রান্ডের আইটেম অত্যন্ত কম মুল্যে।
* ফোনে অরডার দিন, ডেলিভারির পর পে করুন।

বাংলাদেশ ডে প্যারেডে মানুষের ঢল

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

Columbia Student Arrested During Citizenship Interview

Ajkal Desk

A Palestinian Columbia student was arrested during a citizenship interview Monday after being targeted for months by several far-right pro-Israel groups.

Mohsen K. Mahdawi was taken into custody at a U.S. Citizenship and Immigration Services office in Colchester, Vermont, as the Intercept reported and independent journalist Christopher Helali caught on video.

A federal judge, responding to a request from Mahdawi's lawyers, quickly issued a temporary restraining order that he "not be removed from the United States or moved out of the territory of the District of Vermont pending further order of this Court."

Soon after Mahdawi's arrest, Vermont's congressional delegation released a statement calling it "immoral, inhumane, and illegal," and said he must be afforded due process and "immediately" released from detention. Mahdawi is a lawful permanent resident of the United States — a green card holder — who has lived in the country for a decade and was seeking citizenship. The Intercept reported that Mahdawi now faces potential deportation to the West Bank, which the Columbia student told the outlet was "kind of a death sentence ... because my people are being killed unjustly in an indiscriminate way." He is also a well-known activist presence on Columbia's campus and has been interviewed by 60 Minutes, AJ+ and other outlets. And he had been targeted by far-right pro-Israel groups like Betar for months. Last month, Mahdawi's was one of three names that "we have submitted to the Trump administration" for potential targeting, Betar told HuffPost in an email at the time. Another name on the list was Momodou Taal, who soon after filed suit in an attempt to stop his own deportation. Ultimately, Taal left the United States "free and with my head held high." "We confirm having repeatedly provided information on Mohaen Mahdawi," the group said in an email in response to HuffPost's questions Monday, apparently misspelling Mahdawi's first name. Betar said it expected the other person it named in its March email, as well as "multiple U mass Amherst staff and students," would soon be arrested as well, "we believe."

The group said, "We have nothing to apologize for," adding: "As the forefather of Zionism, Ze'ev Jabotinsky said in 1911, No Apologies."

Canary Mission, an expansive website devoted to cataloguing people and groups that supposedly "promote hatred of the USA, Israel and Jews," had also written about Mahdawi.

On Monday morning, Mahdawi filed a petition for writ of habeas corpus in the U.S. District Court of Vermont, the Intercept reported. (Habeas corpus is the legal principle that detention must be legally justified.) Though he was targeted by pro-Israel groups for his activism, those groups often misrepresent criticism of Israel as bigotry against Jews, as the Trump administration has also done in seeking the deportation of certain students.

New York majority against Hochul leadership, reelection

Ajkal Desk

New York residents show low confidence in Governor Kathy Hochul, according to a Marist Poll conducted from April 3 to April 9. Only 39% of surveyed New Yorkers approved of her job performance, while 46% disapproved and 16% couldn't decide. Responses came from just 1,204 New Yorkers (out of roughly 8 million) reached online, by text, or by live phone interview. Voters grappling with low purchasing power, declining living standards, and political extremism had little enthusiasm for Hochul's leadership.

According to the poll, 53% believe the governor is not a good leader, and 57% oppose her bid for re-election in 2026. The survey also broke down some demographics in terms of approval and disapproval of the governor's performance among major cohorts:

Approve	Disapprove
59% of Democrats	47% of registered voters
49% of voters over 60	38% of upstate residents
43% of women	50% of white respondents
	48% respondents making over $50,000

A slim majority—51%—favor Hochul working with President Donald Trump, while 48%, including 70% of Democrats, urge the governor to oppose him.

The poll showed that economic concerns dominate public opinion. Eighty-two percent reported that New York is unaffordable. Sixty-four percent said New York's economy is getting worse, up from 51% in April 2024.

Only 9% of New Yorkers polled predicted that the economy will improve. On personal finances, only 27% expect their family's budget will improve, while 36% predict further decline. Quality of life also worries New Yorkers, with 55% saying life in the state has gotten worse, compared to 10% who think it improved. Thirty-two percent of those polled said they plan to leave the state in the next five years, though that's a decrease from 37% compared to last year. Among those considering a move, 39% cite the high cost of living, 26% point to deteriorating quality of life, and 16% blame high taxes.

Fifty-eight percent of those polled called congestion pricing an unfair tax on working commuters. According to the poll's methodology, two-thirds or more of respondents live outside of the Manhattan congestion zone. Still, even among respondents in New York City, 56% said it should be eliminated.

Gridline woes delay Rooppur Power Plant launch

Ajkal Desk

The commissioning of Bangladesh's first-ever nuclear power plant at Rooppur faces delays due to incomplete gridline work, particularly the crucial 2-km stretch over the mighty Padma river.

The issue was highlighted during an International Atomic Energy Agency (IAEA) inspection in March, which identified 17 areas requiring updates to meet operational standards. The inspection team identified 17 areas that need to be developed to meet the desired standards, including the completion of a 2-kilometre gridline over the Padma river for the operational phase of the first unit of the 2,400-megawatt nuclear power plant, according to a top official of the Rooppur Nuclear Power Plant (RNPP). He said other notable areas needing updates include the internal fire extinguishing system and waste management inside the facility. The rest of the issues are not that serious and can easily be updated, he added.

"The recent visit of the IAEA's team has inspired us, as we have received directions to develop different sectors. We are working to complete the necessary tasks," Dr Zahedul Hasan, project director of the Rooppur Nuclear Power Plant, told The Ajkal.

He said the inspection team expressed satisfaction with 24 areas in their findings. However, for the commissioning of the first unit, completing the gridline work is a major task ahead.

"We need to complete the gridline work, including the 2-km river crossing line in the Padma, for the necessary tests for the physical start-up of Unit-1," said Dr Zahedul. A total of 669 km of grid lines, including 16km of river crossing lines across both the Padma and Jamuna rivers, is required for power transmission to the national grid from the country's first nuclear power plant. Line construction on plain land is almost complete, but major work on the river crossing lines over the Padma and Jamuna rivers has seen slow progress. Dr Hasan said 94 percent of the physical work of Unit-1 has already been completed. Engineer Md Delwar Hossain, project director of the river crossing transmission line for the Rooppur project, said they expect to complete the Padma crossing line by May.

"Ninety percent of the work on the Padma has already been completed. We have completed piling work on two towers in the river, and construction on two towers on the banks of the river has started. We expect to complete the entire river crossing line within May," said Delwar. He said after completing the river crossing line, the Rooppur-Gopalganj grid line will be connected to the power plant. He attributed delays in river-crossing gridline work to funding problems, lack of equipment support, and excessive flooding last year. However, the gridline work on plain land has already been completed.

"We are optimistic about finishing the 144km Rooppur-Gopalganj gridline work by May to June this year," said Delwar.

Dr Zahedul said the physical start-up and pre-inspection by the IAEA's Operational Safety Review Team (OSART) depend on completing the gridline. The IAEA's OSART programme assists member states in strengthening the safety of their nuclear power plants during commissioning and operation by comparing actual practices with IAEA safety standards. "If the gridline work is completed within June, we will need another three to four months to go for the physical start-up of Unit-1 in October," he said. He said they would invite the OSART team for pre-inspection once the gridline is completed. "We

are unable to fix an OSART pre-inspection team due to repeated delays in gridline work," said the RNPP project director. He mentioned running a series of tests through the 400kV Bogura-Rooppur grid line to reach the physical start-up stage. "Recently, we completed a test in the primary circuit of Unit-1 with 24.5-megapixel pressure. This is one of the biggest tests before the physical start-up of the plant," the project director added.

The 2,400MW power plant is being built in the Rooppur area of Pabna district for $12.65 billion, with Russia providing 90 percent of the project's funding as a loan. Russian state-owned Rosatom is constructing the power plant with two VVER-1200 reactors, each having a capacity of 1,200 MW.

Construction of Unit-1 formally began on November 30, 2017, and Unit-2 on July 14, 2018.

According to the original project proposal, Unit-1 was to be operational by December 23, 2022, and Unit-2 by October 8, 2023, with the entire project scheduled for completion by December 31, 2025.

Citizenship and naturalization are under attack in US

Shah Nawaz

The Trump administration is wasting no time making American citizenship harder to access and easier to deny. Just weeks into the new term, the Trump administration has proposed alarming changes to multiple immigration forms, including the naturalization application. These changes include requiring immigrants to disclose all of their social media usernames and provide personal information about family members, even if those relatives are undocumented and the information is irrelevant to the merit of a naturalization application.

The government is also forcing permanent residents to choose between disclosing personal information about people they care about, possibly risking their deportation, and accessing naturalization.

In another blow, the Department of Homeland Security terminated the Citizenship and Integration Grant Program. These essential grants, started in 2009, have enjoyed bipartisan support and allowed trusted local organizations to help lawful permanent residents become U.S. citizens. Community-based nonprofits with long and successful track records have relied on this support to provide legal assistance and civic and English instruction. The decision to cancel the grants — which are funded through congressional appropriations — cuts off critical infrastructure and undermines efforts that have helped thousands of immigrants learn English and complete the naturalization process. When the Asian Counseling and Referral Service, an organization in Seattle that provides naturalization services, learned that their DHS grant had been terminated, they shared that the grant "constitutes 27 percent of the total annual funding for our citizenship program, so this cut will have a significant impact on our community, our programming, and our team. Many lawful permanent residents now feel unsafe and uncertain about their future, leading to an all-time high demand for citizenship and naturalization services." Despite these challenges, organizations like Asian Counseling and Referral Service are committed to promoting naturalization and helping aspiring immigrants achieve their American Dream.

Unfortunately, more barriers are likely coming, such as increased application fees, a revised naturalization test designed to lower the passing rate and potential delays in processing times, especially if the application becomes more burdensome. Even immigrants who meet all the legal requirements for naturalization are being made to jump through unnecessary hoops to slow down their path to U.S. citizenship.

Collecting social media histories and investigating family background are not about public safety but about surveillance. Eliminating funding for citizenship preparation is not about efficiency, it is about dismantling a system that works.

These threats matter because more than 10 million lawful permanent residents in the U.S. are potentially eligible to apply for citizenship. That's 10 million people who are already part of our communities. They are working, raising families and paying taxes. These people are simply trying to complete the final step in the immigration process to become American citizens.

Citizenship provides legal protection, opens doors to better jobs and protects from deportation. According to the Migration Policy Institute , naturalized citizens tend to earn higher incomes and experience lower poverty rates. These contributions benefit U.S. citizens too, by boosting the economy through higher tax revenue, economic growth and increased civic engagement. And yet, instead of supporting lawful permanent residents, the Trump administration is erecting barriers designed to dissuade them from trying. Naturalization is the final step in a long and rigorous process that immigrants approach with seriousness and a deep respect for the law and the Constitution. My organization has worked with countless naturalized citizens who speak powerfully about why they became Americans. Many come from countries where dissent is punished and free speech is curtailed. They don't take democratic freedoms for granted. On the contrary, they value those freedoms precisely because they've seen what happens in their absence.

I know this firsthand. I was born in Venezuela, a country where democracy has been gutted and civil liberties stripped away. I became a proud American citizen because I believe in what this country stands for: the rule of law, freedom of speech and the power of civic participation. The absence of these are at the core of everything that has crumbled in my country of birth.

US reiterates support for Bangladesh's reform agenda

Ajkal Desk

A visiting US delegation called on Chief Adviser Professor Muhammad Yunus here Wednesday and expressed support for the reform agenda of the Interim Government. They also discussed regional issues involving peace, security, and development.

The US delegation included Deputy Assistant Secretaries of State Nicole A. Chulick and Andrew Herrup.

Bangladesh's National Security Adviser Dr. Khalilur Rahman, the head of US mission in Dhaka Tracey Ann Jacobson were present at the meeting.

The meeting was held at the State Guest House Jamuna, Chief Adviser's Deputy Press Secretary Abul Kalam Azad Majumder said.

The US officials expressed deep appreciation for the generosity of Bangladesh in hosting 1.2 million Rohingyas and thanked the leadership of Chief Adviser Prof Yunus for making progress over the issue of their rehabilitation.

The Chief Adviser termed the recent identification of 180,000 Rohingyas by Myanmar government as fit for return to Rakhine as an important progress. "We appreciate your vision of looking at the Rohingya issue not in isolation but in the context of Myanmar as a whole," said Chulick.

The US officials also appreciated the Chief Adviser's approach to enhance regional cooperation, connectivity, and people-to-people contacts.

The Chief Adviser underlined the excellent bilateral relations between the two countries and reaffirmed the commitment of the interim government to work closely with the Trump administration on the entire range of bilateral relations.

He thanked US President Donald J. Trump for resuming aid for the Rohingyas and ninety-day pause in the application of reciprocal tariffs. "We are continuing our work to support his trade agenda," Prof Yunus said.

Trump includes US troop costs in tariff talks with Asian allies

Ajkal Desk

The tens of thousands of US troops stationed in South Korea and Japan appear set to be part of President Donald Trump's tariff negotiations, despite efforts by both countries to separate security talks from trade. In posts on the Truth Social platform, Trump said defence cost-sharing would be part of "one-stop shopping" negotiations with Seoul, and raised the issue of the defence burden during a visit by Japanese officials to Washington this week. Japan hosts about 50,000 US troops and South Korea 28,500. Both nations rely on the US nuclear umbrella for protection against China, Russia and North Korea, and are seen as crucial for the US military's ability to project power and influence around the region. Trump has previously suggested he could withdraw the US forces if the countries don't pay up, and during his first term, demanded billions of dollars more.

On Wednesday, South Korea's first vice foreign minister Kim Hong-kyun told parliament that while Washington had not formally proposed renegotiating their Special Measures Agreement (SMA) under which South Korea supports US troops stationed there, Seoul is preparing for various scenarios. Finance Minister Choi Sang-mok said this week that cost sharing is not up for review. Tokyo views the issue of defence spending as separate from tariffs, a Japanese government official told Reuters. "These originally are separate issues," the official said, suggesting defence costs should not be part of the tariff negotiations. The Pentagon and the State Department referred questions to the White House, which did not respond. Reopening defence talks is a "deliberate pressure tactic" by Trump, said Danny Russel at the Asia Society Policy Institute. "Trump has made clear he sees alliance relationships as transactional and is determined to extract an economic payoff commensurate with the value of the US defence umbrella," he said. Shortly before last year's US election, South Korea and the outgoing administration of then-US President Joe Biden hurried to sign a new, five-year SMA under which Seoul would raise its contribution toward the upkeep of US troops in the country by 8.3% to $1.47 billion in the first year, with later increases linked to the consumer price index. That gamble appears to have failed, however, said one South Korean security official who spoke on condition of anonymity since they were not authorised to discuss the issue.

The official said it was the Biden team that pushed for the early negotiation, and that it sparked a debate within the South Korean government, which ultimately decided it risked alienating Washington if it refused. "Now, if we have to negotiate, we are doing it from a higher amount than if we had waited," the official said, but added that the current South Korean leadership is right to say that cost-sharing is not up for review.

এই সপ্তাহের কবিতা

বৃষ্টির গল্প
ইশতিয়াক রূপু

বৃষ্টি শহর বৃষ্টি ফেরে
কলল কোলাহল
বৃষ্টি ভেজা হৃদয় আজি
আনন্দ মহল।

মেঠোপথে বয় যে বাতাস
দখিন বরাবর
বৃষ্টি পেয়ে চপল শহর
খুশী নিরন্তর।

আলের ধারে সুরু পথে
শব্দ কল কল
বৃষ্টি ছোঁয়ায় মেঘ বালিকার
চোখ ছল ছল।

পথ ভিজে খুশি ভিজে
আরো ভিজে স্মৃতি
দিনের আলো উঠলো হেসে
হতবাক কৃষ্ণ তিথি।

বৃষ্টি নোয়ায় পত্র শাখা
কোকিল ভিজে সারা
মন রাগিনী গান ধরেছে
সুরে পাগল পারা।

শেষ বিকেলের ঝর ঝর
ভিজে সুখ ফসল
নূপুর বাজে বৃষ্টি নাচে
ঝরে ফোঁটা জল।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

রাষ্ট্র নিলে পক্ষ
সুজন দাশ

রাষ্ট্র নিলে পক্ষ,
নয় ডিসিশান দক্ষ।
হয় স্বেচ্ছাচার সমাজ জাতি
বৈষম্যে মন ওঠে তাতি!
যায় ছড়িয়ে হিংসা বিভেদ
ভেঙেই পড়ে ঐক্য,
উন্নয়নের ভাটা নামে
হয়না পূরণ লক্ষ্য।

রয় না তখন আইন ও বিচার
যায় দূরে প্রেম সখ্য,
নেয় সুবিধা চালাক চতুর
একদলে হয় গরিব কতুর
অবিশ্বাসে পরস্পরের
ঠিক ভেঙে যায় ঐক্য,
থমকে দাঁড়ায় চলার গতি
পথটি হারায় লক্ষ্য।

রাষ্ট্র নিলে পক্ষ,
যায় মুছে সব অক্ষ!
মানবতাও নীতির ঘরে
চোর ডাকাতে বসত করে
রাষ্ট্রনেতার আসন নড়ে
কয়না তারে দক্ষ,
রব ওঠে যায় ত্রাহী ত্রাহী
সবাই বলে রক্ষ।

লেখক: কবি, আটলান্টিক সিটি।

দোদুল্য সমর্পণ
সীমু আফরোজা

মনের ডায়রীতে সে নাম সযত্নে লেখা
বার বার শুধু দৌড়ে যাই কাছে পেতে দেখা
নিরাশ হয়ে ফিরি যদিও শুন্য হাতে
তবুও প্রবল আশা ভুল ভেঙে সে ঘাড় ঘুরবে
অপেক্ষার অশান্তি সর্বদাই বিরাজ করে হৃদয়ে
চাপা কস্ট গুলো গুমোট হাহাকারে
ঝাপটে পড়ে ধৈর্যের দেয়ালে
মনের নাম স্মরণ করি প্রতিক্ষণ
অদম্য এই চাওয়ার মাঝে
যদি মরিচিকা হও কেন লোভ হয় জীবন সমর্পনের
জেগে দেখা স্বপ্ন ভেঙে যাক বৃথা প্রনয়ের
অলসতার মাঝে উন্নাসিক প্রিয়তমা
অপসরা ছেয়ে থাক হৃদয় কোন ধমনি
ধিরে ধিরে বিকশিত হবে নিস্তব্দ রজনী
ভ্রম কেটে যায় আধমোরা স্বপ্নের জিবনি
মূল্যহীন ভেবে আর কতটা আঘাতে করবে চূর্ণ
নাজুক ভালবাসা অবহেলা করে হয়েছো কি পূর্ণ?
ধিরে ধিরে ঢেকে গেছে পর্দার অবশিষ্ট
কোন ফাঁক নেই তাতে আর করে অবরুদ্ধ
বাস্তবের পর্দায় সজরে ঢাকা দেয় মনের আঁচল
প্রকৃতির ঝরের বিদ্যুৎ চমকে ওঠে চোখের বাদল
লুটিয়ে দেয় ভালোবাসার স্মৃতির টুকরো
কত আর কঠিন হবে প্রিয় নীজেকে প্রশ্ন করো
আমি না হয় আজীবন রইলাম প্রতীক্ষায়
যদি বেঁচে থাকি হবে মিলন সেই অপেক্ষায়

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

কিন্তু
মো. রহমত আলী

আমি যে.. তুমি না,
তুমি তো.. আপনি না,
তোমার যা.. আমার না,
আমার কিন্তু তোমার না।

আপনি এই.. আপনা না,
আপনা সেই.. আপন না,
আপনার তা.. আবার না,
আপনা আপনি কিন্তু না।

আমার আমার.. আমার না,
জিহ্বা দাঁতের.. মোটেও না,
ছায়া সাথ যদিও.. সময়ে না,
তোমার আমার কিন্তু তবুও না।

আমি আমার.. তাও না,
জগৎ সারা.. আমার না,
বিপদ আমার.. তোমার না,
তবু দাগ কিন্তু মেটে না।

লেখক: কবি, ঢাকা।

অপরাজনীতি
হাফিজুর রহমান

যাদের দরকার, ভালো চায় না তারা এ দেশটার!
গোছাতে ব্যস্ত আখের, হতে চাওয়া ক্ষমতাধর
ভুলের মাশুল গুনালো স্বস্তি আসে না জনতার।
নীতিভ্রষ্টের রাজনীতিতে কেড়ে নেয়ার নেতৃত্ব
হয় না জনকল্যাণমুখী, জন্মগ্রহণ করে ফ্যাসিস্ট
ধাত্রীর সাহায্য ছাড়াই সমাজের নিকৃষ্ট অজন্মা।

নেতৃত্বে আসে না সঠিক মানুষ - নয় রাজনীতির
ভয় পায় লোংরামোর আগ্রহ নেই ময়লা সাফের,
জাতির দুর্ভাগ্যে থামে না, নাগরিকদের হাহাকার।
ক্ষেপে উঠলে জনতা বিগড়ে যাবে ঠিক মেজাজ
ধার-ধারবে না রাজনীতির, না কোন নেতার;
ধৈর্যশীল মানুষগুলোর, সহ্যের বাঁধ হলে চুরমার।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

বন্ধু! তুমি সুখে থেকো!
মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ

বন্ধু! শুভকামনা করি তুমি সুখে থেকো
প্রতিক্ষণ প্রতিদিন তুমি সুখে থেকো
প্রতি সপ্তাহ প্রতি মাস তুমি সুখে থেকো
সারাটি বছরজুড়ে তুমি সুখে থেকো
আর আগামীর পথ ধরে স্বপনের ছবি এঁকো

বৈশাখের ঝড় বাদলে তুমি সুখে থেকো
জ্যৈষ্ঠের মধুগন্ধে তুমি সুখে থেকো
আষাঢ়ের ঘন দেয়া বরষায় সুখে থেকো
শ্রাবণের ধারায় নেয়ে তুমি সুখে থেকো
জুঁই চামেলি হেনার গন্ধে তুমি সুখে থেকো

ভাদরে আদরে আদরে তুমি সুখে থেকো
আশ্বিনে পদ্মদীঘির নিটোল জলে সুখে থেকো
কার্তিকের নীলাকাশের নীলে সুখে থেকো
অগ্রহায়ণে ফসলের ঘ্রাণে তুমি সুখে থেকো
নবান্নের জীবনানন্দেও তুমি সুখে থেকো

পৌষ পার্বণের পিঠাপুলিতে সুখে থেকো
মাঘী পূর্ণিমার মাঘের শীতে সুখে থেকো
ফাগুনের কুহুকেকা ও ফুলে সুখে থেকো
চৈত্রের খরতাপ দহনে তুমি সুখে থেকো
কবির কবিতাগানেও তুমি সুখে থেকো।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

ডাকছে নতুন ভোরে
সুজন সাজু

নতুন বৈশাখ এলো আজি
প্রকৃতির রঙ্গ নায়ার সাজি
সুরের পাখি কুহুন ডাকে
কচি পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

মধুর কণ্ঠে কোকিল নাচে
উঠোন কোণে পাকুড় গাছে
প্রাণ জুড়ে যায় দৃশ্য রূপে
স্বর্ণলতায় সাজন ঝুপে।

ফুল সোনালু দোলনা দোলে
স্নেহের পরশ দুয়ার খোলে
ডাকছে নতুন ভোরের ক্ষণে
ফুল মহুয়ার অশোক বনে।

লেখক: কবি, ওমান প্রবাসী।

বিধানদাতা
এম. আবু বকর সিদ্দিক

যার হুকুমে সূর্য হাসে
পুব আকাশে,
যার হুকুমে বৃষ্টি নামে
শ্রাবণ মাসে।

যার হুকুমে গোলাপ জবা
গন্ধ ছড়ায়,
যার হুকুমে পাখপাখালি
গান গেয়ে যায়।

তিনি হলেন বিধান দাতা
আল্লাহ্ মহান,
আল কুরআনে এঁকে দিলেন
সব সমাধান।

এসো সবাই অর্থ বুঝে
কুরআন পড়ি,
কুরআন দিয়ে শান্তি সুখের
জীবন গড়ি।

লেখক: কবি, ঢাকা।

BEST TAX EXPRESS INC.

ট্যাক্স
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন।

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং,অডিট,ফাইন্যানসিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং , অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স ও পে-রোল,আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ।

Individual And Business Tax, Audit, Financial Statement, Bookkeeping, Non-profit Business Setup, Licensing & Payroll, Specialized In IRS & NYS Tax Problem Resolution

FINANCE, ACCOUNTING, TAX FILING, AUDIT & CONSULTING
(Business & Non profit)

Call Us
+1 (646) 253-4798
+1 (718) 878-6878

Email Us
besttaxexpress@gmail.com

OpenTime
Seven Days in a Week
(07.00 AM - 10.00 PM)

Website
www.besttaxexpress.com

Endicott Branch
103 Washingtone Avenue 2nd Fl, Endicott, NY 13760

Main Branch
168-29 Hillside Ave. 2nd floor, Suit-2 Jamaica, NY 11432

Buffalo Branch
1288 Fillmore Avenue, Buffalo, NY 14211

Jamaica Branch
159-06 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Woodside Branch
69-07 Roosevelt Avenue 2nd Fl, Woodside, NY 11377

পাকিস্তানের কাছে ৪৩২ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি

১ পৃষ্ঠার পর

আহবান জানিয়েছে বাংলাদেশ। এদিকে আগামী ২৭-২৮ এপ্রিল ঢাকা সফর করবেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
পররাষ্ট্র সচিব জসীম উদ্দিন বলেন, বৈঠকে পাকিস্তানের সঙ্গে বিদ্যমান ঐতিহাসিকভাবে অমীমাংসিত বিষয়গুলো উত্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের সম্পদ হিসেবে ৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার ফেরত দিতে ও ১৯৭১ সালে গণহত্যার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া বৈঠকে শিগগির বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি ফ্লাইট চালু, পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়া, বাণিজ্য-জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, আটকেপড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন ও পরিবহন যোগাযোগ উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে দু'দেশের যোগাযোগ বাড়িয়ে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে আলোচনাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে উভয়পক্ষ।

বাংলাদেশ ডে প্যারেডে মানুষের ঢল

১ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ'। প্যারেড উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটির আনন্দ আর উল্লাসের বহিঃপ্রকাশই ছিল না, ছিল এদেশের মূল ধারার মানুষের কাছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার এক উজ্জ্বল প্রয়াস।
এবারের প্যারেডে গ্র্যান্ড মার্শাল ছিলেন সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। প্যারেডের চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন আতাউর রহমান সেলিম, চিফ এডভাইজার গিয়াস আহমেদ, কনভেনর মোহাম্মদ আলী, মেয়র সেক্রেটারি ফাহাদ সোলায়মান, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি একাউন্টস রফি, চিফ ম্যানেজমেন্ট ডিরেক্টর জে মোল্লা নাসি, চিফ কো-অর্ডিনেটর আহসান হাবিব, চিফ ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। প্যারেডের কো-চেয়ারম্যান মো. কামরুজ্জামান কামরুল, কাজী শাখাওয়াত আজম, রিয়েলটর নুরুল আজিম, হারুন ভূঁইয়া, ফিরোজ আহমেদ, শাহ শহীদুল হক, তরিকুল ইসলাম বাদল, কো-কনভেনর শাকিল মিয়া, শাহ জে. চৌধুরী, তারেক হাসান খান, নুরুল আমিন ও আখতার হোসেন।
দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত বাংলাদেশ ডে প্যারেডে প্রবাসী বাংলাদেশি আমেরিকানদের পাশাপাশি অংশ নেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসসহ শহরের নির্বাচিত কর্মকর্তারাসহ বেশ কয়েকজন সিনেটর ও কাউন্সিলর। অ্যাডামস ছিলেন প্যারেডের প্রধান অতিথির পাশাপাশি স্পেশাল মার্শাল। পুরো সময় তিনি প্যারেডের আয়োজনে ছিলেন।
মেয়রের পাশাপাশি সিটি কাউন্সিলের সদস্যসহ অন্যান্য নির্বাচিত কর্মকর্তারাও প্যারেডে অংশ নিয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি তাদের উষ্ণ সমর্থন জানান। তারা তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশি আমেরিকানদের কর্মঠ জীবন এবং নিউ ইয়র্কের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেয়র এরিক অ্যাডামস, গ্র্যান্ড মার্শাল শাহ নেওয়াজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, চিফ এডভাইজার গিয়াস আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, রানো নেওয়াজ, ফাহাদ সোলায়মান, মেয়র অফিসের প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কর্মকর্তা মীর বাশার, আজিজুর রহমান সুরুজ, সিনেটর জন লু, স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান জেনিফার রাজকুমার, জেসিকা গন্জালেস, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড, মুনতাহা শাহীন অনুপ্রমুখ।
প্যারেডে অংশ নিয়ে মেয়র অ্যাডামস বাংলাদেশের পতাকা উঁচিয়ে ধরেন। তিনি বলেন, নিউ ইয়র্কের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো বাংলাদেশি কমিউনিটি। এই প্যারেড তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার এক চমৎকার সুযোগ। নিউ ইয়র্ক সিটি বাংলাদেশি আমেরিকানদের পাশে সবসময় থাকবে এবং তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।
প্যারেড উপলক্ষ্যে জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউয়ের ৬৯ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে ৮৭ স্ট্রিট পর্যন্ত প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ পথজুড়ে এই প্যারেড বিস্তৃত ছিল। নানা রঙে, নানা ভিজ্যুয়ালে, নানা সাজে সজ্জিত শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও প্রবীণদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। ঢোল, তাল আর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বাজনায় মেতে উঠে চারপাশ। প্রত্যেকের পতাকা হাতে, বুকে ও মাথায় পতাকার ব্যাজের পাশাপাশি পোশাকে ছিল সবুজের ছোঁয়া। ৬০টিরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের পাশা পাশি সাধারণ মানুষজন প্যারেডে যোগ দেয়। প্যারেডের পুরো আয়োজনে সাথে ছিল বাংলাদেশ সোসাইটি। সহ আয়োজক ছিল ইউনিভার্সাল এন্টারটেইনমেন্ট।
বাংলাদেশি আমেরিকানদের দ্বিতীয় প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল এই প্যারেডের একটি বিশেষ দিক। তারা তাদের উচ্ছ্বাস এবং ভালোবাসার কথা জানান। তাদের মতে, এই ধরনের আয়োজন তাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আরও জানতে ও বুঝতে উৎসাহিত করে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের মাতৃভূমির সঙ্গে একটি আত্মিক যোগসূত্র তৈরি হয়, তেমনি অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার সংস্কৃতিতে নিজেদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আয়োজকরা মনে করেন, এই প্রজন্মের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে যে আগামীতেও নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য টিকে থাকবে এবং প্রসার লাভ করবে।
বেলা ১২টায় ৬৯ স্ট্রিটের পার্কিং এলাকা থেকে যাত্রা শুরু করে এই প্যারেড শেষ হয় ৮৬ স্ট্রিটে। প্যারেডের সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেন বাংলাদেশি জনপ্রিয় শিল্পীরা। এই প্যারেডে ছিল ৫টি ফ্লোট ট্রাক, ৫টি পিকআপ এবং ৫টি এক্সোটিক কার। প্যারেডে শোভা পায় একটি গাড়িতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ছবি ও বাংলাদেশের উন্নয়ন চিত্র। প্যারেডের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) ঢেড় শতাধিক অফিসারের অংশগ্রহণ। তাদের সুশৃঙ্খল উপস্থিতি প্যারেডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং একটি ইতিবাচক বার্তা প্রদান করে।
ছিল নিউইয়র্ক সিটির অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্য, পুলিশের গাড়ি, এনওয়াইপিডির ব্যান্ড দল, নিউইয়র্ক সিটি পুলিশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংগঠন বাপা, নিউইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অব স্যানিটেশন, নিউইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশন, নিউইয়র্ক সিটির পোস্ট অফিসে কর্মরত সংগঠনসহ নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা। এছাড়াও, এবারের আয়োজনে প্রথমবারের মতো অংশ নেন ইউএস আর্মিতে কর্মরত তিন জন বাংলাদেশি আমেরিকান।
নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ অ্যাভিনিউ ৬৯ স্ট্রিট থেকে ৮৭ স্ট্রিট পর্যন্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ৬৯ স্ট্রিটের মঞ্চে আয়োজকেরা বক্তৃতা করেন। প্যারেড শেষে মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের সব জনপ্রিয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। মঞ্চ থেকে ভেসে আসে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, বাজে তাকধুম তাকধুম বাজে, আজ এলরে এল বৈশাখ। সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেন বাংলাদেশের শিল্পী নকুলীন, রিচি সোলায়মান, এহসান রিপন, নাদিয়া লিখন, জয়েল খান, প্রতীক হাসান, বেলো, দেবাশীষ বিশ্বাসসহ প্রবাসের শিল্পী রানো নেওয়াজসহ অনেক খ্যাতনামা শিল্পী।
প্যারেডে অংশ নেয় বাংলাদেশ সোসাইটি, বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটি, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটি, প্রবাসী নরসিংদী জেলা অ্যাসোসিয়েশন, পোস্টাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, প্রবাসী মতলব জেলা অ্যাসোসিয়েশন, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক, বাংলাদেশ ল' সোসাইটি, সেক, এ্যাপ্ওয়ারমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ অর্ধশতাধিক সংগঠন।

'জিএসপি' সুবিধা পেতে তৎপর বাংলাদেশ

১ পৃষ্ঠার পর

বলে জানা গেছে। ড. খলিল উদ্দিন সাংবাদিকদের কাছে বলেন, আমরা চাচ্ছি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের যেন স্বাভাবিক বাণিজ্য হয়। বিশেষ করে জিএসপি (অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা) আবার চালু করা যায় কি-না। কারণ জিএসপি আমেরিকার বাজারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তা আবার পেতে চাই।' রপ্তানি বহুমুখীকরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার চেষ্টা থাকবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ১৭ এপ্রিল বিকেলে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এমন তথ্য জানান।
শুল্ক আরোপ নিয়ে আলোচনা করতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে কী প্রস্তাব দেওয়া হবে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সেখানে আমাদের যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট সাপোর্ট ও কতগুলো প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড বিষয়ে বিশ্বব্যাংক, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং ওপেক ফান্ড আছে, তাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। অর্থায়ন নিয়ে সেখানে আমাদের বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে দুটি চুক্তি হতে পারে এবং ওপেক ফান্ডের সঙ্গেও হতে পারে।
তিনি আরও বলেন, আমরা ওখানে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব মাইগ্রেশনের সঙ্গেও আলাপ করব। তারা কক্সবাজারে কাজ করছে। এ ছাড়া ইউএসএ ট্রেজারির সঙ্গে কুপণ্য প্রকল্পে পেমেন্টের বিষয়ে আলোচনা হবে। এরইমধ্যে আমরা আলাপ করেছি। নিবেধাজ্ঞা আছে, তারপরও এ প্রকল্প নিয়ে বিশেষ কিছু করা যায় কি না সে বিষয়ে আলোচনা হবে।
অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমরা ইউএসএয়ের সঙ্গে যতটুকু সম্ভব সরকারের লেভেল, মন্ত্রিপর্যায়ের লেভেলে বা বাইলেটারাল লেভেলে ছাড়াও প্রাইভেট খাতের সঙ্গে যোগাযোগ করব। যেমন এনার্জি খাতের দু-একজন বিনিয়োগকারীর সঙ্গে আলাপ হতে পারে। আমরা এনার্জি আনব কি না সে বিষয়ে। কারণ ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ফলে তো আমাদের ইউএসএ থেকে আমদানির বিষয়ে একটু প্রণোদনা দিতে হবে। কারণ আমরা রপ্তানি যা করি তার থেকে কম আমদানি করি। এজন্য বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।
বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা যদি তাদের কাছ থেকে এনার্জি, মেশিনারিজ আমদানি করি, আমদানি বেশি করলেই গ্যাপটি কমবে। আমরা বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানি বহুমুখীকরণ করে রপ্তানি করতে পারি। একই সঙ্গে তাদের দিক থেকেও যদি আমদানি করে, তবে গ্যাপ পূরণের কোটায় আনা সম্ভব না।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসন ৯০ দিনের জন্য শুল্ক আরোপ স্থগিত করেছে, এরপর ভালো কিছু প্রত্যাশা করা যায় কি না- এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, নিশ্চয়ই আমরা বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করব। তবে একসঙ্গে তো সব কিছু আনবে না। ইউএসএয়ের বাণিজ্য প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে আসছে। তারাও এসব বিষয়ে আলাপ করবেন।

ইইউ'র 'নিরাপদ' দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

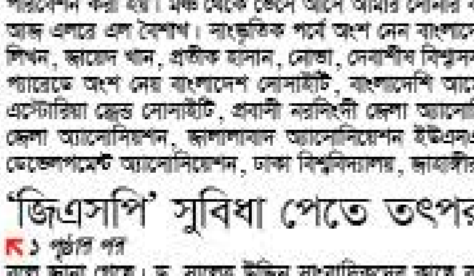

১ পৃষ্ঠার পর

দেশগুলোতে আশ্রয় পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। এছাড়া এর মাধ্যমে ঐ দেশগুলোতে আশ্রয়ে থাকা প্রবাসীদের ফেরানোর পথটিও সহজ করা হবে। ইউরোপীয় কমিশন জানিয়েছে, তারা বাংলাদেশ, কসোভো, কলম্বিয়া, মিসর, ভারত, মরক্কো এবং তিউনিশিয়াকে 'নিরাপদ' দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তাব দিয়েছে।
ইইউর এ উদ্যোগের সমালোচনা করেছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। কারণ ইউরোপীয় দেশগুলোর সরকার এখন আশ্রয় আবেদনগুলো দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে পারবে। শরণার্থী বিষয়ক ইইউ কমিশনার ম্যাগনাস ব্রুনার বলেছেন, 'অনেক সদস্য রাষ্ট্রের অসংখ্য আশ্রয় আবেদন জমা পড়ে গেছে। এগুলো নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়াকে আমরা এখন সমর্থন করতে পারি।' অবৈধ অভিবাসন বন্ধ এবং অভিবাসীদের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ইইউর ওপর গত কয়েক বছর ধরেই চাপ বাড়ছে। সেখানকার মানুষের মতে, অভিবাসনের কারণে তাদের দেশে কট্টর ডান রাজনীতি প্রভাবিত হচ্ছে। গত বুধবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানায়, তাদের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করা দেশগুলোও নীতিগতভাবে 'নিরাপদ' দেশ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশসহ যেসব দেশকে নিরাপদ দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটি সময়ে সময়ে পর্যবেক্ষণ এবং বাড়ানো যাবে। এই দেশগুলোর বাইরে ইইউর সদস্য রাষ্ট্রগুলো অন্য আরও দেশকেও নিরাপদ হিসেবে ঘোষণা দিতে পারে। তবে এ সাতটি দেশকে বাদ দেওয়া যাবে না।

অধ্যাপক সিরাজুল হক গুরুতর অসুস্থ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নিয়ম মাফিক ডায়ালেসিস শেষ করে বাসায় ফেরার পর হঠাৎ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর তাঁকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।
বর্তমানে তিনি হাসপাতালের ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আই সি ইউ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
তিনি বেশকিছু জটিল রোগে আক্রান্ত এবং তাঁর অবস্থা এখনও অপরিবর্তিত।
অধ্যাপক সিরাজুল হকের কন্যা সাইদা আখতার রেজভীন এবং জামাতা কবি ও কলামিস্ট এবিএম সালেহ উদ্দীন তাঁর রোগমুক্তির জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেছেন।
অনইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারন সম্পাদক মমিন মজুমদার এক বিবৃতিতে ক্লাবের প্রবীন সদস্য অধ্যাপক সিরাজুল হকের আশু রোগমুক্তি কামনা করেছেন।

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় ড. ইউনূস

৬২ পৃষ্ঠার পর

নিজস্ব ব্যবসা শুরু, তাদের পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে এবং তাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছে। এই ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা নেওয়া ৯৭ শতাংশই নারী।'
এরপর ড. ইউনূসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত ও তার সঙ্গে কাজ করা নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন হিলারি ক্লিনটন। তিনি বলেন, আমি ড. ইউনূসের সঙ্গে প্রথম দেখা করি যখন তিনি তার ক্ষুদ্র ঋণের মতো একইরকম প্রোগ্রাম চালু করতে তৎকালীন গভর্নর বিল ক্লিনটন (সাবেক প্রেসিডেন্ট) এবং আমাকে সহায়তা করতে আরকানসাসে আসেন। এরপর থেকে আমি বিশ্বের যেখানেই গেছি। সেখানেই তার কাজের অসাধারণ প্রভাব দেখেছি।
তিনি আরও বলেন, এখন ড. ইউনূস তার দেশের ডাকে আরেকবার সাড়া দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশকে নিপীড়নের ছায়া থেকে মুক্ত করতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছেন, জবাবদিহিতার দাবি জানাচ্ছেন এবং একটি ন্যায়বিচার ও মুক্ত সমাজের ভিত্তি স্থাপন করছেন।
গণঅভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে দিল্লি চলে যান শেখ হাসিনা। এর ফলে দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। এরপর গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে নির্বাচন

১ পৃষ্ঠার পর

অধিক নিশ্চয়তা দিতে পারে।
রাজনৈতিক অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বিএনপি'র একটি প্রতিনিধি দল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। তারা দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা করেন। বিএনপি'র তরফে বলা হচ্ছে যে, তারা অর্ন্তবর্তি সরকারের কাজের স্টাইল ও গতিতে বিএনপি অসন্তুষ্ট। তারা এই মুহূর্তে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার প্রতি জোর দেন। দ্রুত নির্বাচন করার দাবির বিষয়ে বিএনপি আগ্রহী। তারা নির্বাচনের রোডম্যাপ চেয়েছেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে চলছে নানা সমীকরণ। এর মধ্যে সম্প্রতি লন্ডনে বিএনপি'র দুই শীর্ষ নেতার সঙ্গে জামায়াতের দুই শীর্ষ নেতার বৈঠক নিয়ে জনমনে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে, যা এখন রাজনীতির আলোচিত ইস্যু। বিশেষ করে নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে হঠাৎ জামায়াতের অবস্থান বদল ও বিএনপি'র দাবির কাছাকাছি আসা-এ বৈঠকের ফল কিনা তা নিয়েও চলছে বিশ্লেষণ। তবে লন্ডনের বৈঠকে দুদলের সম্পর্কে যে বরফ গলছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে জামায়াত নেতাদের বক্তব্য থেকেই। কিন্তু সেই সম্পর্ক সামনের দিনে কোনো নির্বাচনি 'সমঝোতা' বা ফের 'জোট' গঠনের দিকে যাবে কিনা-তা নিয়েও নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিষয়টি ধারণা ও গুঞ্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।
বিএনপিসহ মিত্র রাজনৈতিক দলগুলো প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অনড়। বুধবারও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকেও একই দাবি জানিয়েছে বিএনপি। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী বলে আসছে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে স্থানীয় সরকার নির্বাচন, তারপর জাতীয় সংসদ নির্বাচন। অবশ্য এখন দলটি বলছে, তারা আগামী রমজানের আগেই সংসদ নির্বাচন চায়। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দলটির দাবিতে কিছুটা হলেও পরিবর্তনের আভাস মিলেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করে, এখন নির্বাচন ইস্যুতে বিএনপি'র অবস্থান থেকে জামায়াতের দূরত্ব কমতে শুরু করেছে। বলা যায়, এক সময়ের জোটমিত্র জামায়াত শিগগির আরও কাছাকাছি পৌঁছে সরল রেখায় চলে আসতে পারে।
আগামী বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারির (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে) পর রমজান শুরু হবে। তার আগেই নির্বাচনের পক্ষে জামায়াত। বৃহস্পতিবার জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় নির্বাচনের আগে দৃশ্যমান গ্রহণযোগ্য মৌলিক সংস্কার, গণহত্যাকারীদের দৃশ্যমান বিচার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ-এই তিনটি শর্ত পূরণের কথা জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিএনপি'র নেতারা বলেন, এটি বিএনপিসহ মিত্ররাও চায়। অর্থাৎ তাদের দাবি প্রায় একই।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ৫ আগস্ট পটপরিবর্তনের পর সংস্কার ও নির্বাচন ইস্যুতে বিএনপি'র অবস্থানের সঙ্গে মিল ছিল না জামায়াতের অবস্থান। তবে নির্বাচন ইস্যুতে দুদলের অবস্থান এখন কাছাকাছি চলে আসার বিষয়টি হওয়া লন্ডনে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠকের ফল হতে পারে। এই বৈঠক যদি ফলপ্রসূ হয় আগামী দিনে আরও কিছু তৎপরতা দেখা যেতে পারে, যা দুদলকে আরও কাছাকাছি এনে দেবে। এতে করে সংস্কার ও জাতীয় নির্বাচন রাজনৈতিক দলের চাওয়া অনুযায়ী হবে। দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী বলেন, বিএনপি ও জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে কি কথা হয়েছে জানি না। তবে মনে হচ্ছে, বিএনপি'র শীর্ষ পর্যায়ের সঙ্গে আলোচনার ফলেই এ দুদলের মধ্যে দূরত্বটা কমে যাচ্ছে। মূলত খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সঙ্গে আলোচনার পরই বিষয়টি স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, এই দুদলের দূরত্বের ফলে বাংলাদেশ একটি গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির দিকে চলে যাচ্ছিল। এখন বিএনপি আর জামায়াতের মধ্যে যদি দূরত্ব কমে আসে, তাহলে সংসদ নির্বাচনও এগিয়ে আসবে। একই সঙ্গে দেশে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিএনপি ও জামায়াতের জোট গঠনের বিষয়টি এখনো বলা যায় না। কোন ধরনের জোট হবে বা হবে না, তার অনেক কিছু নির্ভর করবে সামনে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনীতি কোন দিকে যাবে সেই পরিস্থিতির ওপর। কারণ বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর বহু বিদেশি শক্তির প্রভাব আছে। তাই জোট গঠনের বিষয়ে এখনই কোনো স্বচ্ছ ধারণা করা সম্ভব নয়।
সোমবার লন্ডনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ও নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের বৈঠককে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলছে দুদল। এ নিয়ে জামায়াতের আমির কথা বললেও এখন পর্যন্ত বিএনপি'র কোনো নেতা কথা বলেননি। বিএনপি'র একটি সূত্র বলছে, বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে রাজনীতি, সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে কথা হয়েছে। তবে জামায়াতের সঙ্গে জোট গঠন নিয়ে আলোচনা হয়নি। দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়েও এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় পক্ষ যেন কোনো ধরনের সুযোগ নিতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক অবস্থানের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিএনপি নেতাকর্মীরা নানা অপকর্মে যুক্ত এমন অপপ্রচার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণার জন্য জামায়াতের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে অভিযোগ করা হয়। যদিও জামায়াতের পক্ষ থেকে বিএনপি'র শীর্ষ নেতৃত্বকে বলা হয়, এগুলো তাদের নিয়ন্ত্রিত নয়। ২২ বছর বিএনপি'র সঙ্গে রাজনীতি করেছে জামায়াত। দলটি বিএনপি'র শত্রু নয়।
বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে নয়, বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ আলোচনা হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর মতো বিএনপিও জুলুমের শিকার হয়েছে। এই দেখা করার মূল উদ্দেশ্য তার (খালেদা জিয়া) খোঁজখবর নেওয়া। উনারা তাদের অতি সম্মান ও ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি তার ছেলে ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বাসায় অবস্থান করছেন, কাজেই তিনিও (তারেক রহমান) সেখানে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। তিনিও ছিলেন। দুদলের দায়িত্বশীল ব্যক্তি এক জায়গায় বসলে সেখানে রাজনীতির কথা হবে না, এটা কি বাস্তব? বাস্তব নয়। কথা তো হয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি। নির্বাচন কখন হবে, কীভাবে হবে, বিচার প্রক্রিয়া কীভাবে হবে, না হবে-বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাধারণ আলোচনা হয়েছে।
জামায়াতের আমির বলেন, রাজনীতিতে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সেটা যেন মতবিরোধে রূপ না নেয়। আমরা চাই মতপার্থক্য থাকুক, নয়তো রাজনীতিবিদরা অন্ধ হয়ে যাবেন। কিন্তু এও প্রত্যাশা করি, এটি যাতে মতবিরোধে রূপ না নেয়। ওটা পার্থক্য পর্যন্ত থাকুক। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের রাজনীতিবিদরা অনেক সময় বিষয়গুলো খেয়াল করেন না বা করি না। এটা করতে হবে। যদি আমরা দেশকে ভালোবাসি, তাহলে এই ভালোবাসার, শ্রদ্ধার জায়গায়, মিউচুয়াল রেসপেক্টের জায়গায় আসতে হবে।
বিএনপি'র একাধিক সিনিয়র নেতা বলেন, কারও সঙ্গে জোট গঠন বিষয়ে সাধারণত আলোচনা শুরু হয় নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর। এবার পরিস্থিতি আরও ভিন্ন। এবার জোট গঠন নির্ভর করবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি মাঠে থাকা না থাকার ওপরও। এছাড়া বিএনপি'র হাইকমান্ড আগেই ঘোষণা দিয়েছেন জনগণের ভোটে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিল এমন সব রাজনৈতিক দল নিয়ে 'জাতীয় সরকার' গঠন করা হবে। সেজন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই কাজ করছে বিএনপি।
শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়া ও অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই এক সময়ের মিত্র বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি'র প্রধান নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বী হতে জামায়াত ভোটের মাঠে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। দল দুটির নেতারা পরস্পরের কড়া সমালোচনা করছেন। প্রায় সব ইস্যুতে দল দুটির অবস্থান বিপরীতমুখী। শুধু কথার লড়াই আর বাহাস নয়, দল দুটির নেতাকর্মী বিভিন্ন স্থানে সংঘাতেও জড়িয়েছেন। বিএনপি'র সিনিয়র নেতারাও জামায়াতকে ব্যাংক দখলকারী, মোনাফেক বলে আখ্যা দেন। এর প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াত নেতারা বিএনপি নেতাকর্মীকে চাঁদাবাজ, দখলদার আখ্যা দিচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে সোমবার খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান ও নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু মনে করেন, নির্বাচন ইস্যুতে জামায়াতের আমিরের বক্তব্যের পেছনে লন্ডনের বৈঠকের একটা প্রভাব তো থাকতেই পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে তারা গণতন্ত্রের পক্ষে ভূমিকা নেওয়ায় তাদের রাজনীতি, সংগঠন ও সংগ্রামকে দেশবাসী ইতিবাচকভাবেই নেবে।
১৯৯৯ সালে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দেয় জামায়াত। একসঙ্গে সরকার পরিচালনা করা দল দুটি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে জোট থেকে বেরিয়ে আসে। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে যুগপৎ আন্দোলন করে। শেখ হাসিনার পতন ঘটানো ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দুটি দলের নেতাকর্মীদেরই সর্বাত্মক অংশগ্রহণ ছিল। ৬ আগস্ট খালেদা জিয়া কারামুক্ত হওয়ার পর জামায়াত নেতারা তাকে দেখতে যান হাসপাতালে।

হ্যান্ডস অন
ফিজিক্যাল থেরাপি
রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা
জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020
জ্যাকসন হাইট্স অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মেঘনা আলমকে আটক কেন জাতীয় ইস্যু হলো

৬ পৃষ্ঠার পর

বিভাগের (ডিবি) প্রধানের পদ থেকে রেজাউল করিম মল্লিককে সরিয়ে দেওয়ার খবর পাওয়া যায়। এরপর দুপুরের দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল জানান, মেঘনা আলমকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে যে প্রক্রিয়ায় আটক করা হয়েছে, সেটা সঠিক হয়নি। (প্রথম আলো অনলাইন, ১৩ এপ্রিল ২০২৫)

আইন উপদেষ্টার এ বক্তব্যের পর যে প্রশ্নগুলো সামনে আসে তা হলো, যে প্রক্রিয়ায় আটক করা হয়েছে, সেটা সঠিক না হলে মেঘনা আলমকে আটক রাখা হচ্ছে কেন? এ আটকাদেশ কি বেআইনি বা অবৈধ নয়? তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে সেই অভিযোগে কেন মামলা করা হয়নি?

মেঘনা আলমকে আটকের প্রক্রিয়া ও আটকাদেশের বৈধতা নিয়ে তাঁর বাবা বদরুল আলম হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মেঘনা আলমকে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার, কারণ উল্লেখ না করে গ্রেপ্তার, ২৪ ঘণ্টার বেশি গোয়েন্দা কার্যালয়ে হেফাজতে রাখা এবং তাঁর মুক্তি প্রশ্নে রুল দেন হাইকোর্ট। বিশেষ ক্ষমতা আইনে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মেঘনা আলমকে দেওয়া আটকাদেশ কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা রুলে জানতে চাওয়া হয়। (মডেল মেঘনা আলমের আটকাদেশ কেন অবৈধ নয়: হাইকোর্ট, প্রথম আলো অনলাইন, ১৩ এপ্রিল ২০২৫)

৪.

মেঘনা আলমের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ থাকলে সুনির্দিষ্ট সেই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা যেত এবং ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসরণ করে ব্যবস্থা নেওয়া যেত। কিন্তু তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক করে কারাগারে পাঠানোর ফলে এটি 'জাতীয় ইস্যু'তে পরিণত হয়েছে। এর কারণ, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত ও সমালোচিত আইনগুলোর একটি হলো বিশেষ ক্ষমতা আইন।

একটি বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৭৪ সালে এ আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ আইনের বড় সমস্যা হলো, এ আইনে আটক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পান না; আইনের পরিধি এতটাই বিস্তৃত, সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়াই যে কাউকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে রাখা যায়। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দমনের জন্য বিভিন্ন সময়ে এ আইনটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এ রকম বহু অভিযোগ রয়েছে।

অতীতে বিশেষ ক্ষমতা আইন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে; সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ছিল বিরল। তা ছাড়া নানা রকম সমালোচনার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে এ আইন প্রায় 'অব্যবহৃত' ছিল। এ রকম অবস্থায় একজন নারীর বিরুদ্ধে এ আইনের প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার হিসেবেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

বিশেষ ক্ষমতা আইন ব্যবহার করে মেঘনা আলমকে আটকের পর কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অফিস নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে বলেছে, 'এ কালো আইন ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে অভিযোগ ও বিচারিক তত্ত্বাবধান ছাড়াই নির্বিচার আটকের জন্য ব্যবহার করা হয়ে আসছে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মান ও প্রয়োগ গুরুতরভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।' (প্রথম আলো অনলাইন, ১২ এপ্রিল ২০২৫)

মেঘনা আলমকে যেভাবে বা যে প্রক্রিয়ায় আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, তা নাগরিক অধিকার হরণে আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির চরম অভাবকে স্পষ্ট করেছে। একই সঙ্গে তা আমাদের আইনি কাঠামোর বিশ্বাসযোগ্যতা, মানসিকতা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতিকে ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে মেঘনা আলমের আটকাদেশকে ফ্যাসিবাদী তৎপরতা ও স্বৈরাচারী আচরণের প্রকাশ বলে অভিহিত করেছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। তারা বলেছে, বিশেষ ক্ষমতা আইন একটি ফ্যাসিবাদী আইন। গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী রাষ্ট্রে বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ নিপীড়নমূলক কোনো আইন থাকতে পারে না। জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার বিপুল রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর যখন জনগণের আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে, তখন এ রকম আইনের ব্যবহার আবার ফ্যাসিবাদী তৎপরতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। (প্রথম আলো অনলাইন, ১২ এপ্রিল ২০২৫)

৫.

বিশেষ ক্ষমতা আইনে মেঘনা আলমকে আটক করা নিয়ে মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বখশ চৌধুরী বলেন, 'মেঘনা আলমের সঙ্গে এই আইন প্রথম ব্যবহৃত হচ্ছে, বিষয়টা তা নয়।' (প্রথম আলো অনলাইন, ১৫ এপ্রিল ২০২৫)। তাঁর এ বক্তব্যের পর প্রশ্ন ওঠে, একটি বিতর্কিত আইন আগে ব্যবহৃত হয়েছে, শুধু এই যুক্তিতেই কি সেটা বৈধ বা গ্রহণযোগ্য হতে পারে? এ রকম হলে বিগত স্বৈরাচারী আমলের অনেক কিছুই এখন বৈধ বা গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিতে হবে!

গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পতনের মধ্য দিয়ে আট মাসের বেশি সময় আগে দায়িত্ব নিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। এ সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা হলো, তারা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর বা সংস্কার করবে। এ রকম অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো একটি 'স্বৈরাচারী' আইনের প্রয়োগ অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আইন-আদালতসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সংস্কৃতি যে এখনো বহাল রয়েছে, এটা খুবই স্পষ্ট।

লক্ষণীয় হলো, দেশ কয়েকজন মানবাধিকারকর্মী অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁরা দায়িত্বে থাকা অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের এ রকম প্রয়োগ খুবই হতাশাজনক।

এ আইন গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি হুমকিস্বরূপ, এটা তাঁদের অজানা নয়। এই আইন বাতিল না করলে মানবাধিকার নিয়ে তাঁদের অঙ্গীকার প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং জনমনে এমন ধারণাই পোক্ত হবে, 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'।

মনোজ্বরুল ইসলাম: প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে মিয়ানমারের 'ফাঁকা বুলি'

১০ পৃষ্ঠার পর

মাথায় রাখতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কিছুটা জটিল আকার ধারণ করেছে। এসব বিবেচনায় নিয়েই বাংলাদেশকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। অথচ কয়েক বছর আগেও রোহিঙ্গাদের প্রতি আরাকান আর্মির মনোভাব ছিল পক্ষিতিক। সে সময় আরাকান আর্মি প্রধান মেজর জেনারেল তোয়াই ম্রা নাইং ঢাকার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে রোহিঙ্গাদের স্বীকৃতি ও পূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। রাখাইন তখন জান্তা সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে রাখাইন আর্মি প্রধান বলেছিলেন, ধর্ম বিবেচ্য নয়, জন্মসূত্রেই রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক। রোহিঙ্গারা যদি আসতে চায়, আসুক। আমরা এ প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে নই। তাদের দিক থেকে ফিরে আসতে চাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, শরণার্থী শিবিরে তাদের অবস্থা ভালো নয়। রোহিঙ্গাদের জন্মভূমিতে ফিরিয়ে এনে যত দ্রুত সম্ভব নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা উচিত। ১৯৮২ সালের যে আইনের বলে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব হরণ করেছিল; তারা সেই আইন সংশোধন/বিলোপের অঙ্গীকারও করেছিল। মিয়ানমার জান্তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরাকান আর্মি তখন অনানুষ্ঠানিকভাবে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সহায়তা কামনা করেছিল। শেখ হাসিনা সরকার তাদের সে অনুরোধে কর্ণপাত করেননি। এ বিষয়ে আরাকান আর্মিপ্রধানকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা কাজ করতে আগ্রহী। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আরাকান আর্মির কোনো যোগাযোগ ঘটেছে কিনা, জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা চেষ্টা করেছি নানা সময়ে। প্রত্যাশিত সাড়া পেয়েছি বলতে পারব না। আমাদের দিক থেকে সিদ্ধান্ত রয়েছে, বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার। আমরা যথাযথ সাড়ার অপেক্ষা করছি।' এরপর অবশ্য বাংলাদেশের গোয়েন্দা সদস্য পর্যায়ে কিছুটা যোগাযোগের চেষ্টা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কারণ গোয়েন্দা সদস্যরা তো বাংলাদেশের কোনো অথরিটি নয়। এভাবে কয়েক বছর যোগাযোগ রক্ষা করা হলেও শেখ হাসিনা সরকারের আন্তরিকতার অভাবে এ বিষয়ে আর অগ্রগতি হয়নি।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও ভারত কিন্তু আরাকান আর্মির সঙ্গে ঠিকই যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছে। বাংলাদেশের অনেক বিশেষজ্ঞকেই প্রশ্ন করতে শোনা যায়, আরাকান আর্মির সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ কি সরাসরি হবে? নাকি জটিলতা এড়াতে পরোক্ষভাবে হবে? ফরমালি যোগাযোগ আমরা আগেও করেছি। এখনো করতে হবে। ফরমাল যোগাযোগ করলে মিয়ানমার সরকার তাতে ক্ষেপে যেতে পারে। এ ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। রোহিঙ্গাদের রাখাইনে ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমার জান্তা সরকার এখন প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ নয়; আরাকান আর্মির সঙ্গেও আলোচনা করতে হবে। শুধু তাই নয়, চিরাচরিত রোহিঙ্গাবিদ্বেষী রাখাইন জনগণের (বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী) মনোভাব পরিবর্তনের জন্য রাখাইনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। এদিক দিয়ে ভারত অনেকটাই এগিয়ে আছে। রাখাইনের সিটুয়েতে কালাদান নদীর তীরে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রজেক্ট রয়েছে। এখান থেকেই কালেটাও, জরিনপুর, লংলাই হয়ে মিজোরামের রাজধানী আইজল পর্যন্ত রোড নেটওয়ার্ক সংযুক্ত হয়েছে। ভারত এরইমধ্যে আরাকান আর্মির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের অনেক অর্থ ব্যয়ের কালাদান প্রজেক্ট রক্ষার অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছে। এ প্রজেক্ট বাস্তবায়নে ভারত আরাকান আর্মিকে নানাভাবে সহযোগিতা করছে। রাখাইনের অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে সহায়তা এবং মিজোরাম থেকে রাখাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রস্তাব অন্যতম। আরাকান আর্মির অনেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার অনেকেই মিজোরামে সপরিবারে বসবাস করছেন বলে জানা যায়। তাদের অনেকেই বৈধ কিংবা অবৈধ উপায়ে ভারতীয় পাসপোর্ট ম্যানেজ করে বৈদেশিক যোগাযোগ রক্ষা করছে বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশকে এখন আরও বেশি কৌশলী হতে হবে। রাখাইনে এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে এ কথা বলা যায়, জান্তা বাহিনী রাখাইনে যে ভূমি হারিয়েছে তা সহজেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। এ কারণে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আরাকান আর্মি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হয়ে উঠেছে। রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে হলে ওই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ আরাকান আর্মির পাশে দাঁড়াতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপও তাদের এক প্রতিবেদনে একই মনোভাব প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ তার নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার্থে আরাকান আর্মিকে একটি স্থিতিশীল ও অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ অঞ্চল গঠনে সাহায্য করতে পারে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ, আরাকান আর্মির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সহযোগিতা করতে পারে। বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান আরাকান আর্মির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক। সীমান্তবর্তী দেশ হওয়ায় আরাকান আর্মির জন্য বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারও বটে। এ কারণে আরাকান আর্মিরও ভেবে দেখা উচিত, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক ও লজিস্টিক সুবিধা পেতে পারে। তাতে তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে সহজ হবে এবং প্রয়োজনীয় রসদ ও সমর্থন পাওয়া যাবে। ড. খলিলুর রহমান রাখাইনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরাতে জাতিসংঘের উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন, যা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের সহায়ক হবে। এজন্য বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও আরাকান আর্মির মধ্যে পরোক্ষভাবে আলোচনা চলছে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন। তাদের প্রস্তাব, জান্তা ও আরাকান আর্মি উভয় পক্ষ যদি যুদ্ধ পরিহার করে, তাহলে এ স্থিতিশীলতা ফেরানো সম্ভব। যদি তা করা যায় অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থা থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হলে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়াটি সহজতর হবে। তবে সবকিছু নির্ভর করবে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতার ওপর। এ জন্য মিয়ানমার সরকার ও আরাকান আর্মি উভয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে, বাংলাদেশকে আরও ও কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কলাম লেখক।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Brooklyn Office
345 Broadway
Brooklyn, NY 11211
Tel: 718-384-1671

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (11Am to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

হিজরতে তাওহিদের বার্তা

দীদার মাহদী

নবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় মানব জাতির জন্য পথনির্দেশক। রাসুল (সা.)-এর প্রতিটি কাজে কোনো না কোনো শিক্ষা থাকেই উম্মতের জন্য। মক্কার জীবনে কাফেররা তার ওপর বহু নির্যাতন করে। তিনি নীরবে তা সহ্য করে যান। এক পর্যায়ে আল্লাহতায়ালা তাকে মদিনায় হিজরতের আদেশ দেন। আল্লাহর আদেশ পেয়ে তিনি আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের শুরু-শেষ এমন কিছু ঘটনা রয়েছে, যা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন ও তাওহিদের আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

নবীজিকে হত্যার পরিকল্পনা : নীতি-আদর্শে যখন মানুষ ঝুলিয়ে উঠতে পারে না, তখন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন কলা-কৌশলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। মক্কার কাফেররা এর ব্যতিক্রম ছিল না। রাসুল (সা.) মক্কাবাসীকে মূর্তির পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আহ্বান করতেন। পূজারিরা তা মেনে নিতে পারেনি। তাই এক পর্যায়ে তারা মহানবীকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আর এ জঘন্যতম কাজটা সম্পন্ন করতে প্রত্যেক গোত্রের শক্তিশালী যুবকদের নির্বাচন করল তারা, যাতে হত্যা-পরবর্তীকালে নবীর গোত্রের লোকেরা সব গোত্রের বিপক্ষে হত্যার প্রতিশোধ নিতে না পারে। সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা ঘোষণা করল, মুহাম্মদ (সা.)-কে যে জীবিত অথবা মৃত 'নদওয়া' গৃহে হাজির করতে পারবে, তাকে ১০০ উট পুরস্কার দেওয়া হবে। মক্কার সব গোত্রের শক্তিশালী যুবকরা একত্রিত হয়ে শপথ নেয়, সেদিন রাতেই মুহাম্মদ (সা.)-এর বাড়ি ঘেরাও করা হবে এবং তাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়া হবে। তাদের সব পরিকল্পনা আল্লাহ নস্যাৎ করে দিলেন। রাতেই আল্লাহ তায়ালা ওহির মাধ্যমে এই চক্রান্তের কথা তাঁর রাসুলকে জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী, আপনি ওই সময়টি স্মরণ করুন, যখন কাফেররা চক্রান্ত আঁটছিল যে, তারা আপনাকে বন্দি করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা করবে দেশান্তর। তারা তাদের ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহ আপন কৌশল করছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী।' (সুরা আনফাল : ৩০)।

শত্রুবেষ্টিত গৃহত্যাগ : শত্রুরা রাসুল (সা.)-এর গৃহ বেষ্টন করে আছে। অপেক্ষায় আছে রাসুল (সা.) ঘর থেকে বের হলেই তারা তাঁকে হত্যা করবে। এদিকে আল্লাহতায়ালা ওহির মাধ্যমে সবকিছু জানিয়ে দিলেন নবী (সা.)-কে। আল্লাহ নবীজিকে নির্দেশ দিলেন, রাতে স্বীয় গৃহে শয়ন না করে তাঁর স্থানে হজরত আলী (রা.)-কে রাখতে। প্রিয়নবী (সা.) হজরত আলী (রা.)-কে বললেন, 'তুমি আমার এই সবুজ হাদরামি চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো। ওদের হাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।' প্রিয়নবী (সা.) এই চাদর গায়ে জড়িয়ে রাতে ঘুমাতেন। (ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃ.৪৮২, ৪৮৩)। নবীজি হিজরতের জন্য আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। যে রাতে শত্রুরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল, সে রাতেই হিজরতের নির্দেশ পান। জিবরিল (আ.) হিজরতের নির্দেশ সংবলিত আসমানি বার্তা নিয়ে এলেন। আয়াত নাজিল হলো, 'আর হে নবী! আপনি বলুন, হে আমার রব! আমাকে প্রবেশ করান কল্যাণের সঙ্গে এবং আমাকে বের করান কল্যাণের সঙ্গে। আর আমাকে আপনার পক্ষ থেকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।' (সুরা বনি ইসরাইল : ৮০)। এর পর রাসুলুল্লাহ (সা.) এক মুঠো ধুলো নিয়ে বাইরে এলেন এবং কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। ধুলো গিয়ে পড়ল সবার চোখে-মুখে। এতেই আল্লাহতায়ালা তাদের অন্ধ করে দিলেন। ফলে তারা আল্লাহর রাসুলকে দেখতে পেল না। সে সময় নবীজি (সা.) এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন যে, 'আমি ওদের সামনে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করছি এবং ওদেরকে আবৃত করছি। ফলে ওরা দেখতে পায় না।' *(সুরা ইয়াসিন : ৯)*। এর পর তাদের ওই অন্ধ অবস্থায় তিনি ধীর পায়ে এগিয়ে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)

আবু নাঈম ফয়জুল্লাহ

সবাই শান্তি চায়। সে শান্তির বার্তা নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার মহানায়ক ছিলেন তিনি। মহানবীর আগমন না হলে পৃথিবীর ইতিহাস হতো ভয়ংকর। এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী গ্রাস করে রাখত আমাদের। অজ্ঞতা ও অশান্তির আঁধার ঘনীভূত হতে হতে পাশবিকতায় ছেয়ে যেত পৃথিবী। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, পৃথিবী নবী যুগ থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছে, ততই অশান্ত হয়ে উঠছে। বস্তুতান্ত্রিক উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করেও ধীরে ধীরে মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে পৃথিবী। মানুষের সমাজগুলোতে পাশবিকতা ছেয়ে যাচ্ছে। ভালো মানুষরা আস্তে আস্তে বেঁচে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

থেকে দেড় হাজার বছর আগের পৃথিবী এর চেয়েও ভয়াবহ ছিল। কোথাও কোনো আলোর ছিটেফোঁটা ছিল না। প্রকৃত সত্য দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্র অশান্তির ছায়া নেমে এসেছিল।

সেই অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির আবে হায়াত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আমাদের মহানবী মুহাম্মদ (সা.)। এ জন্যই আল্লাহতায়ালা বলেছেন- 'আমি আপনাকে জগতগুলোর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।' (সুরা আম্বিয়া : ১০৭)।

নবুওয়াতপূর্ব জীবনে শান্তি প্রচেষ্টা : তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন আরব সমাজের নানা অরাজকতা বাল্যকাল থেকেই নবীজিকে ব্যথিত করে তুলেছিল। মানুষের জানমালের নিরাপত্তাহীনতা, ইজ্জত-সম্মানের ওপর মারাত্মক আঘাত নবীজিকে অস্থির করে তুলেছিল। তাই কিশোর বয়সেই তিনি সমমনা চিন্তাশীল মানুষদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামক সামাজিক সংঘ। এর মাধ্যমে তিনি বহিরাগতদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, মা-বোনদের ইজ্জত আবরুর হেফাজত, ঋণগ্রস্ত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোসহ সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নানামুখী অবদান রেখেছেন।

মক্কি জীবনে শান্তি প্রচেষ্টা : তৎকালীন বিশ্ব আদর্শিকভাবে একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। অনুকরণীয় কোনো মতাদর্শ তখন পৃথিবীতে ছিল না। ফলে আদর্শ মানুষও তখন বিদ্যমান ছিল না। তাই আল্লাহতায়ালা মানবতার মুক্তির দিশা দিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে নবুয়ত দান করেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ আল- কোরআন অবতীর্ণ করার মাধ্যমে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

পিতামাতার অধিকার

মুফতি শাহাদাত হোসাইন

পিতামাতার সেবা ও আনুগত্য একটি বড় নেয়ামত। এ নেয়ামতের মাধ্যমে বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করে। পিতামাতার গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহতায়ালা তাঁর ইবাদতের প্রতি বান্দাকে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার আনুগত্যের আদেশ জুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমরা তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহ কর *(সুরা নিসা : ১৩৫)*।

কোমল আচরণ : আল্লাহতায়ালা পিতামাতার সঙ্গে ধমকের স্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে কোমল আচরণের হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'যদি তাদের দুইজনে অথবা একজন বার্ধক্যে পৌঁছে তাহলে তাদের সঙ্গে চিৎকার করে ধমকের স্বরে কথা বলো না এবং তাদের সঙ্গে নরম স্বরে কথা বলো। *(সুরা ইসরা : ২৩)*। নবীজি তাঁর উম্মতের সন্তানদের পিতামাতার প্রতি যত্নশীল হতে আদেশ দিয়েছেন এবং তাদের অধিকারের প্রতি কঠোরভাবে খেয়াল রাখতে বলেছেন। পিতামাতার অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে সদাসর্বদা। পিতামাতা কষ্ট পাবেন এমন আচরণ করা যাবে না। তাদেরকে ধমক দিয়ে কথা বলা কবিরা গোনাহ। একজন আদর্শ সন্তান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি Prayer Times For New York City এপ্রিল ২০২৫

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১৯	৪:৫০	৬:১১	১২:৫৫	৪:৪১	৭:৪০	০৯:০১
২০	৪:৪৮	৬:০৯	১২:৫৫	৪:৪১	৭:৪১	০৯:০৩
২১	৪:৪৬	৬:০৮	১২:৫৫	৪:৪২	৭:৪২	০৯:০৪
২২	৪:৪৪	৬:০৬	১২:৫৪	৪:৪২	৭:৪৩	০৯:০৫
২৩	৪:৪৩	৬:০৫	১২:৫৪	৪:৪২	৭:৪৪	০৯:০৭
২৪	৪:৪১	৬:০৪	১২:৫৪	৪:৪২	৭:৪৫	০৯:০৮
২৫	৪:৩৯	৬:০২	১২:৫৪	৪:৪৩	৭:৪৬	০৯:১০

source: salahtimes.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

Abdullah Sweets & Restaurant

দেশি ও হালাল খাবারের নিশ্চয়তা নিয়ে জ্যাকসন হাইটস ও ব্রুকলিনে আব্দুল্লাহ সুইটস এন্ড রেস্টুরেন্টে সবাইকে স্বাগত

সুলভ মূল্যে সকল অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং সরবরাহ করা হয় বন্ধু বান্ধব ও পরিবারসহ আমাদের খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করুন

পিকনিকের ক্যাটারিং এর বুকিং চলছেঃ বুকিং এর জন্য কল করুন

JACKSON HEIGHTS
73-06 37 th AVE, NY-11372
TEL : 718-406-9657

BROOKLYN
91 CHURCH AVE, NY -11218
TEL : 718-766-5381

BUY - SALE - RENT

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS REALTY

List your House with me
I will Sell within a short time
বাড়ী দ্রুত ক্রয়- বিক্রয় ও
ভাড়ার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

MOHAMMED SALIM
Licensed Real Estate Salesperson
(917) 691-7721
(347) 846-1200
EACH OFFICE IS INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

75-35 31ST AVENUE, SUITE 202
JACKSON HEIGHTS, NY 11370
msalim@kw.com
msalim.kw.com

বৈশাখের মালিকানা যেন ফিরেছে জনগণের কাছে

৬ পৃষ্ঠার পর

বার্তা দিয়েছে। বার্তা দিয়েছে যে সাংস্কৃতিক মালিকানা ফিরে যাচ্ছে জনগণের হাতে। এই ধারা যেন অব্যাহত থাকে। বৈশাখ হবে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ, আরও অংশগ্রহণমূলক অর্থাৎ সব ধরনের রুচি, চিন্তা ও সংস্কৃতিকে ধারণক্ষম। এই সমাজচিত্রই হোক আগামীর বাংলাদেশ, যেখানে উৎসব মানে বিভাজন নয়, বরং মিলনের সেতুবন্ধন।

শাহরিয়ার মোহাম্মদ ইয়ামিন: যুগ্ম সদস্য সচিব, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অপসংস্কৃতির কবলে বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতি

৭ পৃষ্ঠার পর

সুগম করতে। প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল কৃষকদের থেকে নিয়মিত খাজনা আদায়। মোগল সম্রাটদের রাজ্য দখল, লুণ্ঠনপ্রক্রিয়ার পাশাপাশি বাৎসরিক নিয়মিত খাজনাপ্রাপ্তির স্থায়ী আর্থিক বনিয়াদের অভিপ্রায়ে ভূমিব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়েছিলেন সম্রাট আকবর। ব্যবস্থাটি কালক্রমে পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত হয়ে স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। রাজা-নবাবদের রাজস্বের দাবি মেটাতে স্থানীয় জমিদারেরা নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বনে দ্বিধা করত না। আদায়কৃত বাৎসরিক খাজনার নিজেদের ভাগের অংশ রেখে বাকি সমস্ত অংশ স্থানীয় রাজা-নবাবদের কাছে পাঠাতেন। রাজা-নবাবেরাও অনুরূপ প্রাপ্ত খাজনা থেকে নিজেদের অংশ রেখে অবশিষ্ট অর্থ সম্রাটের দরবারে পাঠাতেন। বাৎসরিক খাজনা প্রদানের সময় জমিদার-জায়গিরদার স্বয়ং কিংবা তাদের প্রতিনিধিকে রাজা-নবাবদের দরবারে উপস্থিত হতে হতো। একইভাবে রাজা-নবাব কিংবা তাদের প্রতিনিধি সম্রাটের দরবারে উপস্থিত থেকে খাজনার অর্থ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেওয়ার প্রচলন ছিল।

রাজা-নবাবদের ধার্য করা বাৎসরিক খাজনা প্রদানে অসমর্থ জমিদারদের জমিদারির অধিকার রাজা-নবাবেরা কেড়ে তার স্থলে অন্য জমিদার নিয়োগ দিতেন। জমিদারি রক্ষার তাগিদে জমিদারদের চরম নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হতে হতো হতভাগ্য কৃষকদের। খাজনা পরিশোধের শেষ সময়সীমা ছিল চৈত্রসংক্রান্তির দিনটি। ওই দিনের মধ্যে খাজনা পরিশোধ করা না-করার ওপর কৃষকের ভাগ্য নির্ধারিত হতো। সে কারণে পহেলা বৈশাখের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্রাট, নবাব, জমিদার এবং অসহায় প্রজা-কৃষক সবার কাছেই ছিল, তবে চরম বৈপরীত্যে।

ইংরেজ কোম্পানির শাসনাধীনে বঙ্গদেশে পহেলা বৈশাখে খাজনা আদায়কে কেন্দ্র করে পুণ্যাহ উৎসবের প্রবর্তন হয়েছিল। লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত পুণ্যাহ হচ্ছে পহেলা বৈশাখে ভূমি রাজস্ব বিভাগের শুভ নববর্ষ। লর্ড ক্লাইভ শুরুতে নবাবি আমলের জমিদারদের পরিবর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের উদ্যোগ নিলেও আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ায় পুনরায় স্থানীয় নিয়োগকৃত জমিদারদের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। ক্লাইভের আমলে জমিদারমাত্রই ছিল খাজনা সংগ্রাহক। নবাবের আমলের মতো তাদের সম্মান-মর্যাদা বলে কিছু ছিল না। তবে শাসক সহযোগী ভূমিকায় ইংরেজ শাসনের আনুগত্যে জমিদার শ্রেণি কৃষক-প্রজা নিপীড়নে লিপ্ত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার প্রবর্তনে খাজনা আদায়ের অর্থনৈতিক শোষণমূলক ব্যবস্থাটি চতুর ইংরেজ কোম্পানি স্থায়ী করেছিল।

লর্ড ক্লাইভের পুণ্যাহ সূচনাই প্রকৃতপক্ষে বাংলা নববর্ষের বর্ষবরণের জন্মকথা। ইংরেজ বিদায়ের পর বাঙালির নব ক্রিয়াকর্মের মূলে দিনটির গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে ম্লান হয়ে যায়নি। নানা উপায়ে সেটি টিকে আছে। আজও দেখা যায়, দেশের সমস্ত তহশিল অফিসসমূহে বঙ্গাব্দের অনুসরণে বাৎসরিক খাজনা আদায়ের চিরায়ত নিয়ম-ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। পহেলা বৈশাখের দিনটি ছাড়া দ্বিতীয় একটি দিনও নেই, যেটি বঙ্গাব্দের সন-তারিখের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয়ভাবে পালিত হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সীমিত আকারে বাংলা নববর্ষ পালনের আনুষ্ঠানিকতা শহরকেন্দ্রিক শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে মাত্রাটি দেশের সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের মিডিয়া, করপোরেট পুঁজি, উৎপাদকেরা পণ্য বিপণনে দিনটিকে চরম ভোগবাদিতার অভিমুখে নিয়ে গেছে।

ঈদ বা শারদীয় পূজার কেনাকাটার থেকেও দিনটি ক্রমেই আরও অধিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। জাতীয় দৈনিকে পহেলা বৈশাখের নানা আয়োজন-বিজ্ঞাপনের ফাঁদে নববর্ষকেন্দ্রিক খাদ্য, পোশাক, ভোগ-বিলাসিতার এবং নানা পণ্যের প্রচারণার আধিক্য দেখা যায়। টিভি মিডিয়ায় বর্ণিল বৈশাখের ফ্যাশন শোর সম্প্রচারও চলে। এগুলোকে সরলভাবে দেখার কোনো কারণ নেই। মানুষকে সুকৌশলে ভোগবাদিতার অভিমুখে ঠেলে দেওয়ার নানা মতলব এতে আমরা প্রত্যক্ষ করি। পণ্যের পসরা সাজিয়ে ভোগবাদিতার অভিমুখে মানুষকে ঠেলে দেওয়ার নানা তৎপরতা নববর্ষ উদ্‌যাপনের ক্রম বিস্তারে এখন অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছে। দিনটি নারী নিপীড়নের ক্ষেত্রেও পরিণত হয়েছে। বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতির বিপরীতে উগ্র অপসংস্কৃতির আধিক্য আমাদের কোন পথে ঠেলে দিচ্ছে, সেটা কি আমরা বিবেচনা করি? খাঁটি বাঙালির উগ্রতা পহেলা বৈশাখে ভর করেছে, এই সত্য অস্বীকার করি কীভাবে?

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, নতুন দিগন্ত।

নরেন্দ্র মোদির নতুন চাল

৫ পৃষ্ঠার পর

অবস্থান নিচ্ছে। আদালতগুলোও এখন কিছুটা সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রের স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাকে প্রশ্ন করছেন। যেমন সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের আইন পাস আটকে রাখাকে 'অবৈধ' বলেছেন।

তা ছাড়া বিজেপি যেসব রাজ্যে জিতেছে, সেখানেও তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের হাল ভালো নয়। মহারাষ্ট্রে 'লাড়কি বাহেন' প্রকল্প এখনো কাগজেই রয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে মোদির এই রাজনৈতিক প্রতিচিত্র নির্মাণের চেষ্টাগুলো যেন পুরোনো কৌশলেরই আধুনিক পুনরাবৃত্তি: হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব, জাতীয়তাবাদের ঢাকঢোল, বিরোধীদের দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা এবং নিজেকে অবিকল্প হিসেবে জাহির করা। এই পুরো প্রচেষ্টা যেন সেই পুরোনো বার্তাটিকেই আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চায়–মোদি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। যাকে বলে দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ (টিআইএনএ)।

কিন্তু এই কৌশল কত দিন চলবে? মোদি কি সত্যিই সব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারবেন? বৈশ্বিক পরিস্থিতি, দেশীয় বাস্তবতা আর তাঁর জনপ্রিয়তার ধস কি শেষ পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে?

বিরোধী দলগুলোর বিভাজন মোদিকে সহায়তা করছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু ভারতের গণতন্ত্রের জন্য তা আশঙ্কাজনক। ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর 'ইন্ডিয়া' জোট প্রথম যৌথ বৈঠক করে শক্তিশালী বিরোধী জোট গঠনের ইঙ্গিত দেয়। তখন অনেকে আশা করেছিলেন যে এই মোদিবিরোধী শক্তি এবার নতুন বার্তা নিয়ে আসবে। কিন্তু এরপর তারা আর একবারও একসঙ্গে বসেনি। ব্যতিক্রম শুধু ডিএমকে, যারা দ্রাবিড় জাতীয়তাবাদের অবস্থান বজায় রেখেছে। ওয়াকফ বিল নিয়ে প্রতিবাদের সময় কিছুটা ঐক্য দেখা গেছে। কিন্তু সেটা ছিল যেন পরিকল্পনাহীন প্রতিক্রিয়া।

এই অস্থির বিরোধিতার ফাঁকে মোদি তাঁর পুরোনো কৌশলে আবারও সফল। তিনি বিরোধীদের সাংবিধানিক জাতীয়তাবাদের বক্তব্যকে ব্যাহত করে দিয়েছেন। অথচ গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য সেই কথাগুলোরই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

তবু বড় প্রশ্ন থেকেই যায়: কত দিন মোদি এই চালগুলো খেলতে পারবেন? কত দিন তিনি দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলো থেকে মানুষের চোখ ঘুরিয়ে রাখতে পারবেন?

সময়ের পালাবদলে সেই উত্তরও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বিরাজনীতিকরণের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ?

১২ পৃষ্ঠার পর

রাজনীতির কেন্দ্রে প্রোথিত। উদ্দেশ্য একটাই-পুঁজির স্বার্থরক্ষা করা, আর সেজন্য দরকার জনগণকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা। অন্যদিকে দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীরা তাদের স্বার্থরক্ষায় এমন একটি সমাজ কাঠামো গড়তে চায়, যেখানে জনগণ কখনো রাজনীতিসচেতন হয়ে উঠবে না; বরং রাজনীতিকে ঘৃণার বস্তু হিসাবে দেখবে। কারণ, রাজনীতিসচেতন জনগণ দাবি তোলে-ন্যায্য মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা, দুর্নীতির জবাবদিহি, সম্পদের সুষম বণ্টন ইত্যাদির। আর এগুলোই স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তাই শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম, এনজিও, সুশীলসমাজের ছদ্মবেশে দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি 'অরাজনৈতিক চেতনা' গড়ে তোলা হয়েছে, যা রাজনীতিকে ঘৃণার বস্তু হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, এমনকি স্কুল পর্যায়েও রাজনীতিকে ঘৃণার বিষয় হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। ছাত্ররা যাতে রাজনৈতিক আলোচনায় না আসে, মত প্রকাশ না করে, সংগঠিত না হয়-এ উদ্দেশ্যেই পাঠ্যবই থেকে ইতিহাস ও রাজনৈতিক শিক্ষার জায়গা সংকুচিত করা হয়েছে। মিডিয়াতে ছাত্ররাজনীতির শুধু নেতিবাচক দিকগুলোই বারবার করে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রথম শ্রেণির কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এমন একটি 'অরাজনৈতিক আধুনিকতা' সৃষ্টি করেছে, যা রাজনীতিকে এড়িয়ে চলাকেই 'ভদ্রতা' মনে করে।

সুশীলসমাজ ও এনজিওদের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সচেতনতার পরিবর্তে 'সুশাসন' ও 'উন্নয়ন'-এর মোড়কে একটি 'রাজনৈতিক নির্বাক সমাজ' গঠনের কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৭ সালের ১/১১ সরকারের সময়ে এ প্রবণতা প্রকট আকার ধারণ করে। তখন 'রাজনীতিমুক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার' চালু করে 'দুই নেত্রীকে মাইনাস তত্ত্ব' দিয়ে রাজনীতির মূলধারাকে কলুষিত ও দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়। সেনাসমর্থিত সেই সরকার এনজিও, মিডিয়া ও সুশীলসমাজকে পাশে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এরপর দীর্ঘদিন এর রেশ থেকে যায়; যা এখন আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দেশের প্রধান কিছু মিডিয়া বিরাজনীতিকরণের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছে। তারা রাজনীতিকে 'ঝামেলা' বানায়, প্রকৃত রাজনীতিকদের মঞ্চ থেকে সরিয়ে তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞ' দিয়ে জাতীয় প্রশ্নের জবাব খোঁজে। এনজিওদের একাংশ রাজনীতি না করে 'উন্নয়ন' করার নামে একটি তথাকথিত নিরপেক্ষ বৃত্ত গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন মহল থেকে 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা'র নামে জনগণকে রাজনীতির বাইরের অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে-যেমন প্রযুক্তি, ক্রিকেট, ব্যবসা বা বিনোদন। অথচ জনগণের জীবনের মৌলিক প্রশ্ন-ভোটাধিকার, মত প্রকাশ, আইনের শাসন, দুর্নীতি, মানবাধিকার-এসবই মূলত রাজনৈতিক, যা জীবনের অবিচ্ছেদ্য বিষয়।

বৈশ্বিক পরাশক্তিরাও চায় একটি 'পরনির্ভরশীল' বাংলাদেশ-যেখানে গণতন্ত্র থাকবে কাগজে-কলমে, কিন্তু নীতিনির্ধারণ হবে কিছু গোষ্ঠীর ইচ্ছামতো। এজন্য তারা রাজনীতিকে দুর্বল রাখে, নেতৃত্বহীন সমাজ চায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা বা একদলীয় শাসনের সুযোগে তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত স্বার্থে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। একটি দুর্বল গণতন্ত্র ও দুর্বল বিরোধী দল মানে, বিদেশি সিদ্ধান্ত ও প্রভাব সহজে কার্যকর করা সম্ভব।

বাংলাদেশের ১৯৭২ থেকে ২০২৪ সালের রাজনৈতিক ইতিহাস শুধু উত্থান-পতনের গল্প নয়, বরং এটি সংগ্রাম, প্রত্যাশা এবং শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য কাহিনি। এ দীর্ঘ যাত্রাপথ একদিকে যেমন উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাক্ষী, অন্যদিকে তেমনি ভুলের মিশেলে জর্জরিত রাজনীতি। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে দেশের গণতন্ত্র, অর্থনীতি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বারবার গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ এক ধারাবাহিক চক্র, যা কখনোই থামছে না, তবুও এ জাতি প্রতিটি সংকট মোকাবিলা করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

জাতীয় নির্বাচনের তারিখ দ্রুত ঘোষণা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং সময়মতো নির্বাচন, যা জনগণের মতামত প্রতিফলিত করে। জাতীয় নির্বাচন কেবল ভোটগ্রহণ নয়, এটি জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের সুযোগ এবং গণতন্ত্রে জনগণের আস্থা পুনর্বহাল করবে। সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের উচিত দায়িত্বশীলভাবে দ্রুত একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করা। জনগণ তাদের অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত-এখন প্রয়োজন সরকারের উদ্যোগ। নির্বাচনের বিকল্প নেই, এটি অবশ্যই জরুরি। যেখানে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং গণতন্ত্রই শেষ কথা।

সাঈদ খান: সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাংগঠনিক সম্পাদক, ডিইউজে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

সাপ্তাহিক আজকাল
বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা
বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।
Email: ajkalnews@gmail.com
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন >> ৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী?

৫ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতি শেখ হাসিনার জন্য কোনো অবস্থাতেই অনুকূলে নেই। একদিকে মামলা-মোকদ্দমা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক চাপ তাকে আরও কোণঠাসা করেছে। পুলিশের একজন শীর্ষ কর্মকর্তার ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে আরও জটিল করে তুলেছে।

দল পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াও ঝুলে গেছে। তিনি আসলে কারও কাছে নেতৃত্ব ছাড়তে রাজি নন, এমনকি পরিবারের কাছেও। রাজনৈতিক পণ্ডিতরা বলছেন, শেখ হাসিনার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, দল হিসেবে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় চ্যালেঞ্জের মুখে।

স্বেচ্ছায় ডিপোর্টিরা অর্থ ও টিকিট পাবেন

৩ পৃষ্ঠার পর

একজন মেক্সিকান ব্যক্তির একটি ক্লিপ বাজিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, ২০ বছরেরও আগে তিনি অবৈধভাবে এসেছিলেন এবং তার সন্তান রয়েছে যারা এখন আমেরিকান নাগরিক।

লোকটির এখন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার আইনি অনুমতি আছে কি-না তা স্পষ্ট নয়। তবে ক্যাম্পেইন-ভাষ্যি বলেছেন যে, লোকটি বলেছিল সে ভোট দিতে না পারলেও সে ট্রাম্পকে সমর্থন করত। সে লোকটির একটি ক্লিপ বাজিয়ে বলে যে, সে একমত যে কেউ যদি কোনও অপরাধ করে তবে তাকে তার নিজেরসহ তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

তারপরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, লোকটিকে নির্বাসিত করার কথা ছিল কিনা এবং তার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, 'না, সে তা বলেনি। ভালোই হয়েছে'। এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি না তিনি কোনো বিপদের মধ্যে রয়েছেন'। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, হোটেল ও খামারগুলিকে তাদের প্রয়োজনীয় শ্রমিক পেতে সহায়তা করতে চান এবং প্রয়োজনীয় পদ পূরণের জন্য লোকদের সুপারিশ করতে চান।

তিনি বলেন এটি কৃষকদের জন্য 'খুব প্রশান্তিদায়ক' হবে এবং বলেছিলেন যে তিনি শেষ পর্যন্ত চান যে অবৈধভাবে থাকা শ্রমিকরা চলে যান এবং আইনি অনুমতি নিয়ে ফিরে আসুন। তবে তিনি এটি করার জন্য কোনও পদক্ষেপের রূপরেখা দেননি। তিনি বলেন, 'আমরা একটি 'স্বেচ্ছা নির্বাসন' পরিকল্পনা করছি এবং যা আমরা মানুষের জন্য আরামদায়ক করতে যাচ্ছি। আমরা সেই লোকদের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি যাতে তারা আমাদের দেশে বৈধভাবে ফিরে আসতে পারে। ফক্স সেন্টিনিয়াল জানিয়েছে, গত সোমবার ট্রাম্পের সাক্ষাৎকারটি রেকর্ড করা হয়।

ন্যাশনাল একাডেমিস কমিটিতে বাংলাদেশের বাহাউদ্দিন

৩ পৃষ্ঠার পর

অ্যাট আর্বানা-শ্যাম্পেইনের (ইউআইইউসি) দ্য গ্রেঞ্জার কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিউক্লিয়ার, প্লাজমা অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। ইউআইইউসির ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, তিনি বিভাগটির দ্বিতীয় শিক্ষক, যিনি এ কমিটিতে নির্বাচিত ও নিযুক্ত হয়েছেন।

বাহাউদ্দিনের ঝুলিতে এ বছর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যোগ হয়েছে। তিনি ইউআইইউসির দ্য গ্রেঞ্জার কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ২০২৫ সালের 'ডিন অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইন রিসার্চ' লাভ করেছেন।

গত জানুয়ারিতে এনএএসইএমের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) 'ফাউন্ডেশন মডেলস ফর সায়েন্টিফিক ডিসকভারি অ্যান্ড ইনোভেশন: অপরচুনিটিস অ্যাক্রস দ্য ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জির ১১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন বাহাউদ্দিন। নির্বাচিত ও নিযুক্ত হওয়ার তথ্য গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নিজের ফেসবুকে জানান তিনি। একই দিন ইউআইইউসির ওয়েবসাইটে এই নিযুক্তির খবর প্রকাশ করা হয়েছে। এনএএসইএমের ওয়েবসাইটে এ কমিটির তালিকায় ইতিমধ্যে বাহাউদ্দিনের নাম উঠেছে।

ন্যাশনাল একাডেমিসের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, এ কমিটির দায়িত্ব হলো, জ্বালানিবিষয়ক গবেষণায় এআইভিত্তিক ফাউন্ডেশন মডেলের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অন্বেষণ করা। বিশেষ করে মার্কিন সরকারের জ্বালানি দপ্তরের (ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জি) জন্য এই প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিয়ে কাজ করা। কমিটি এ বিষয়ে মার্কিন জ্বালানি দপ্তরের পরামর্শক হিসেবে কাজ করে।

কমিটিতে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া, ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়াসহ শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ-গবেষকেরা রয়েছেন।

বাহাউদ্দিনের ঝুলিতে এ বছর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যোগ হয়েছে। তিনি ইউআইইউসির দ্য গ্রেঞ্জার কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ২০২৫ সালের 'ডিন অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইন রিসার্চ ফর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর' লাভ করেছেন

বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজের অনেক সুযোগ আছে বলে মনে করেন বাহাউদ্দিন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জ্বালানি খাতে এআই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

বাংলাদেশ ডে প্যারেডে মানুষের ঢল

বাংলাদেশ ডে প্যারেডে মানুষের ঢল

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনি

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillside
Jamaica, NY 11
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
ঃ স্কুল আছে
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
om | www.goldenagehomecare.com

ফিলিস্তিনি শিশুদের গণহত্যা ও বিশ্ব বিবেকের ইচ্ছাঘুম

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রশংসা করে গান গাইবে না। পূর্বসূরিদের মতো তারাও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে-সেই দখলদারত্ব, যা তাদের সৈন্যদের ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা করে প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। সেখানে 'মুক্ত বিশ্ব'-এর আত্মতুষ্ট নেতারা নিয়মিতভাবে ইউক্রেনীয় শিশুদের হত্যার নিন্দা জানাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান, তাঁদের প্রশ্ন করা উচিত-আপনারা কি ফিলিস্তিনি শিশুদের দখলকৃত ভূমিতে সংঘটিত গণহত্যা দেখেননি বা শোনেননি? তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? একজন ইসরায়েলি বাবা ইৎজাক ফ্রাঙ্কেনথালের মতে, 'এটি বিকৃত তত্ত্বমিতি, যা ফিলিস্তিনিদের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ঠেলে দেয়। এটা হলো আমাদের সেই দ্বিমুখী নীতি, যা আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সামরিক নৈতিকতা নিয়ে গর্ব করার সুযোগ দেয়, অথচ সেই একই সেনাবাহিনী নির্দোষ শিশুদের হত্যা করে।'

ড. দাউদ আবদুল্লাহ: পরিচালক, মিডল ইস্ট মনিটর (মিডল ইস্ট মনিটরে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে অনূদিত)

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!
SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$
Resdential, Commercial, Foreclosure HUD Sale, Short Sale Specialist.
BUY - SELL - RENT
আপনার বাড়ীর Free Market Analysis and Consultation এর জন্য যোগাযোগ করুন
মোহাম্মদ সেলিম রেজা
Lic. Real Estate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফোন: 929-393-7331
Mohammad Salim Reza (MBA)
NYC Licensed Realtor, Professional/ Couteous!
Tel. 929-393-7331
Email: mrezarealtor@gmail.com
EXIT REALTY PRIME

সাতকানিয়া সমিতির ঈদ আনন্দ সন্ধ্যা

৩ পৃষ্ঠার পর

উদ্ভাসিত। কেউ গান গাইছেন, কেউ স্মৃতিচারণ করছেন, আবার কেউ প্রিয়জনদের সঙ্গে ক্যামেরাবন্দি হচ্ছেন -ঈদের রেশ যেন নতুন করে ফিরে আসে। দেশীয় সংগীতের ছন্দ, নিজস্ব কণ্ঠে পরিবেশনা ও খোশগল্পে আয়োজনে যোগ হয় আন্তরিকতা ও আবেগ। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে প্রবাসে থেকেও যেন অনুভূত হচ্ছিল শিকড়ের গন্ধ।

এতে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক আহমদ নবী চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. নূর মোহাম্মদ, সদস্য সচিব মো. সফিউল্লাহ, যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ মুসা ও মো. সামসুদ্দোহা। সংগঠনের সভাপতি আবুল কাশেম এবং সাধারণ সম্পাদক আমিন উল্লাহ বলেন, এটি শুধুই একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠান নয়, এটি ছিল প্রবাসে থেকেও একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধন দৃঢ় করার উদ্যোগ। আমরা চাই, ভবিষ্যতেও এই ধারা আরও প্রসারিত হোক।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে সমিতির পরবর্তী পরিকল্পনা তুলে ধরেন সংশ্লিষ্টরা। শিশুদের উপস্থিতি এবং পরিবারের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই আয়োজনকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত।

ভোজন রসিক ও খাদ্য পিপাসুদের জন্য সুখবর!
নিউইয়র্ক ও আন্তর্জাতিক জগতে স্বনামধন্য ও বাংলাদেশি মুখরোচক ১০০% হালাল খাবারের জন্য আপনার বন্ধুবান্ধব ও পরিবারসহ নিকটবর্তী ও পছন্দের যে কোন শাখায় আসুন। আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Khalil Biryani House
* KHALIL BIRYANI HOUSE BRONX – 718-409-6840
* KHALIL HALAL CHINESE BRONX – 347-621-2884
* KHALIL SWEETS BRONX – 646-763-5073
* KHALIL BIRYANI HOUSE JAMAICA – 718-374-3225
* KHALIL BIRYANI HOUSE JACKSON HEIGHTS – 929-328-0680

VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA
• Canada Visa Processing
• UK Visa Processing
• USA Visa Processing
• India Visa Processing
• Dubai Visa Processing
• Saudia Visa Processing
• Australia Visa Processing
• Thailand Visa Processing
• Schengen Visa Processing
• সৌদি ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা
আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা এপ্লিকেশন প্রসেস করি
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
* Visa Issued by Consulate General

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি

সৌদি আরবের ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

ইন্ডিয়া মাল্টিপল / মেডিকেল ভিসা

১০ বছরের কানাডিয়ান মাল্টিপল ভিসা

USA 5 YEARS MULTIPLE TOURIST VISA

দ্রুত ভিসা প্রসেস করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

SCHENGEN TOURIST VISA

এক ভিসাতে ভ্রমণ হবে ২৭টি দেশ

BANGLA TRAVELS · JACKSON HEIGHTS, NEW YORK

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

*Visa Issued by Consulate General

NEW YORK OFFICE
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS
NY 11372. কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়
PHONE : 917-396-4140, 917-592-7828
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com

DHAKA OFFICE
NAGAR SHEFALI, FLOOR # 03, HOUSE # 09
ROAD # 17, BLOCK-E, BANANI, DHAKA-1213
PHONE : +88 01711256871, +88 01711256872
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.banglatravel.net

প্যারালিগ্যাল সার্টিফিকেট নিলেন মনজুরুল হক

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন প্যারালিগ্যাল বুটক্যাম্প প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন করে প্যারালিগ্যাল সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক প্রথম আলো'র নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক। তিনি আট সপ্তাহব্যাপী এই বুটক্যাম্প কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।
মনজুরুল হক দীর্ঘদিন ধরে সংবাদ পত্রের সঙ্গে থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নানা সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের বিভিন্ন আইনী সমস্যার সমাধানে প্রাথমিক সাপোর্ট প্রদানে সক্ষম হবেন।
প্যারালিগ্যাল বুটক্যাম্প এমন একটি কোর্স যা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন ভিসা আবেদন, গ্রিন কার্ড, নাগরিকত্ব, রাজনৈতিক আশ্রয় ও মধ্যস্থতা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা আইনী সহায়তার বিভিন্ন পর্যায়ে পেশাদারভাবে কাজ করার উপযোগী হয়ে উঠেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক ছাড়াও মনজুরুল হক আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি টানা দুই মেয়াদে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। প্রথম আলোর সাথে যুক্ত হওয়ার আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সাপ্তাহিক আজকাল, ঠিকানা, টিবিএন টুয়েন্টিফোরসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকায় সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে থাককালীন সময়েও দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ভোরের কাগজ প্রতিনিধি, চট্টগ্রামের জনপ্রিয় দৈনিক পূর্বকোণসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিকে কাজ করেছেন। এছাড়া দিশা প্রকাশনী থেকে 'অপেক্ষা' ও 'রহস্যময় প্রেম' নামে তার দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট প্রায় ৫০ শতাংশ কমতে পারে

৬২ পৃষ্ঠার পর

এরও বেশি বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এই পরিকল্পনার সঙ্গে একমত কি না, তা স্পষ্ট নয়।
সূত্রগুলো জানিয়েছে, প্রস্তাবটি নিশ্চিত করা হয়েছে, তবে অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসে জমা দেওয়ার আগে এটিকে একাধিক দফা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তবে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাজেট রূপরেখাকে ব্যয়-কমানোর লক্ষ্যে 'আক্রমণাত্মক' বলে অভিহিত করেছেন বলে জানা গেছে।
ন্যাটোর তহবিল হ্রাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস জোর দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোটের প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, ওয়াশিংটন ন্যাটোকে 'যুদ্ধ চালানোর হাতিয়ার' হিসেবে দেখে না, বরং একটি 'প্রতিরোধক' হিসেবে দেখে।
তিনি বলেন, আমরা নিশ্চিত করতে চাই, দেশগুলো আসলে ন্যাটোর লক্ষ্য পূরণ করতে পারে, যা একটি প্রতিরোধক। এটি যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বা অন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করার জন্য নয়। ন্যাটো এমন কিছু সত্তার সমষ্টি হওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল, যারা খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখবে।
ট্রাম্প প্রশাসন বারবার ন্যাটো সদস্য দেশগুলোকে জোটের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোর জন্য চাপ দিয়েছে। যুক্তি দিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র 'এই বোঝার একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বহন করছে'।
গত সোমবার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের 'স্থায়ী নিরাপত্তার আওতাভুক্ত' থাকতে পারে না। তিনি যুক্তি দেন, বর্তমান পরিস্থিতি আমেরিকা বা ইউরোপীয় দেশগুলোর কোনোটিরই উপকারে আসবে না।

বাইডেন প্রকাশ্য সভায় ট্রাম্পের সমালোচনায় মুখর

৬২ পৃষ্ঠার পর

ফলে, অনেকেরই আশঙ্কা, এই ক্ষেত্রে ব্যয় কমালে বিপদে পড়বেন সাধারণ মানুষ। আমেরিকাতে প্রায় সাত কোটি ৩০ লক্ষ মানুষকে বাৎসরিক ভাতা দেওয়া হয়। তার জন্য খরচ হয় বছরে এক লাখ ৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার।
বাইডেন বলেন, ১০০ দিনেরও কম সময়ে এই নতুন প্রশাসন অকল্পনীয় ক্ষতি করেছে। সামাজিক সুরক্ষার উপর কোপ বসিয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কেবল একটি সরকারের নীতি নয়, বরং সামগ্রিকভাবে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা।
ট্রাম্পের নাম না করে তিনি প্রেসিডেন্টকে 'দিস গাই' বলে সম্বোধন করেন। তার বক্তব্য চলাকালীন একাধিকবার তাকে থামতে দেখা যায়। বার্ধক্যজনিত কারণে বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড় থেকে অব্যাহতি নেন।
অন্যদিকে, সামাজিক সুরক্ষা খর্ব করার বিষয়টি অস্বীকার করেছে হোয়াইট হাউস। ট্রাম্পের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লিভিট বলেন, আমেরিকার করদাতা নাগরিকদের প্রতি ট্রাম্প দায়বদ্ধ। তাদের সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। রিপাবলিকানরা সাবেক প্রেসিডেন্টের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। অপরদিকে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো কমেন্ট ছাড়াই ডোনাল্ড ট্রাম্প বাইডেনের ওই অসংলগ্ন বক্তব্যের ভিডিও পোস্ট করেছেন।

নিউ জার্সিতে সড়কে নিহত বাংলাদেশি বাবা-মেয়ে

৩ পৃষ্ঠার পর

তার স্ত্রী ও মেয়ে ছিলেন প্যাসেঞ্জার আসনে। একই পথ ধরে চলা একটি হুন্দাই সান্তা ফে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রচণ্ড বেগে রাস্তার পাশের গার্ডরেইলে ধাক্কা খেয়ে কের মাকানড়কে উঠে আসে এবং শরফুর গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দেয়। এরপর দুটো গাড়িই রাস্তা থেকে বেরিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। হুন্দাই সান্তা ফে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন ২৯ বছর বয়সী এক তরুণী, তিনি থাকেন ফ্লোরিডায়। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থাও ভালো নয়। নিউ জার্সির বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যরা জানান, অভিবাসন ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে এসে নিউ জার্সিতে থাকতে শুরু করেন শরফু উদ্দিন। একটি ফাস্টফুডের দোকানের ম্যানেজার ছিলেন তিনি।

মিশিগানে ১৬ ও ১৭ আগস্ট 'বিশ্ব সিলেট সম্মেলন'

৬২ পৃষ্ঠার পর

আয়োজকদের একজন সাহাব আহমেদ মুমিন জানান, এ সম্মেলনে বৃহত্তর সিলেট জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে। এতে সেমিনার, গান, নৃত্য, কবিতা, সিলেটি সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন জিনিসের সাথে নতুন প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। থাকবে সিলেটের রকমারি স্বাদের খাবারের বিভিন্ন স্টল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সিলেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করা হচ্ছে।
আয়োজকরা জানান, এ সম্মেলন প্রবাসে চিরাচরিত যে মেলা হয়, সে ধরনের কোন মেলা নয়। এতে দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের তথা সিলেটের মানুষের জীবনধারা, সংস্কৃতি, কিংবদন্তি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকাচার, ভাষা, গান, হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন জিনিস তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। এ আয়োজনে সকলকে সমবেত হয়ে সাহায্য, সহযোগিতা, পরামর্শ দিয়ে অনুষ্ঠানটি সফল করতে আয়োজকরা আহ্বান জানিয়েছেন।

সৃজিতের ভাবনায় এখন স্বস্তিকা!

৪৪ পৃষ্ঠার পর

সে কথায় অনুপ্রাণিত হয়েই নতুন সিনেমাটি বানাতে চাই।
নতুন সিনেমায় স্বস্তিকাকেই কেন প্রথম পছন্দ এর কারণ জানাতে গিয়ে সৃজিত বলেন, স্বস্তিকা একজন প্রতিভা অভিনেত্রী। পরিচালক হিসেবে তার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করা যায়।
বর্তমানে 'উইন্ডো টুইস্ট' সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন সৃজিত মুখার্জি। ব্যস্ত রয়েছেন 'শহ গৌরাঙ্গের নাম রে' সিনেমার কাজ নিয়ে। তাই কবে নাগাদ নারী সিরিয়াল কিলারকে কেন্দ্র করে নতুন সিনেমা নির্মাণের কাজ শুরু করবেন, সে সময় এখন সঠিকভাবে এখনও কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বলতে পারছেন না টালিউডের এ জনপ্রিয় পরিচালক।

ওটিটিতে ফারিণের প্রথম সিনেমা

৪৪ পৃষ্ঠার পর

উৎসব ও প্রেক্ষাগৃহ ঘুরে সেই সিনেমাটি এবার মুক্তি পাচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। ১৭ এপ্রিল বঙ্গতে মুক্তির খবর নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা ব্রুন হাসান নিজেই।
এই আবেগঘন ও ভাবনার উদ্রেককারী সিনেমাটিতে একজন নারীর অতীত-বর্তমান, স্বপ্ন ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এক হৃদয়স্পর্শী গল্প। শুরুতে এই সিনেমার নাম ঠিক করা হয় 'দাহকাল'। এই নামেই শুটিং শুরু হয়। পরবর্তীতে নাম পাল্টে রাখা হয় 'ফাতিমা'। তাসনিয়া ফারিণ ছাড়াও এখানে অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান, তারিক আনাম খান, শাহ কানাই, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়সহ অনেকে।
সিনেমাটি নির্মাণে সময় লেগেছে টানা ৮ বছর। আট বছর পর ২০২৪ সালে এটি মুক্তি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে তাসনিয়া ফারিণ বলেন, "প্রায় আট বছর পর যখন পরিচালক হঠাৎ ফোন করে বললেন, সিনেমাটি শেষ করবেন, তখন আমি অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু 'ফাতিমা' শেষ করা, মুক্তি পাওয়া এবং এটা থেকে সেরা অভিনেত্রীর স্বীকৃতি পাওয়া ছিল অসম্ভব সুন্দর অভিজ্ঞতা। এবার সেটি মুক্তি পাচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এটিও সুন্দর একটি খবর আমার জন্য।"
বলা দরকার, সিনেমাটি লন্ডনের রেইনবো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অর্জন করেছিল সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার।
এদিকে ওটিটিতে মুক্তি প্রসঙ্গে নির্মাতা ব্রুন হাসান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'ওটিটিতে অবশেষে মুক্তি পাচ্ছে। ভালো লাগছে এ জন্য যে এতে আমার অনেক বন্ধুরা যারা দেশের বাইরে থাকে, তাদের দেখার সুযোগ হবে। এছাড়া একটা বড় দর্শক ওটিটির মাধ্যমে দেখতে পাবে, আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো, এতে আমি আনন্দিত।'
বলা দরকার, এর আগে ২০ ফেব্রুয়ারি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সিনেমাটি মুক্তির ঘোষণা এলেও অজানা কারণে তখন সেটি হয়নি।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা ভিসা বাতিল জটিলতায়

৬২ পৃষ্ঠার পর

ছাড়াই পাঠানো বার্তা। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই হঠাৎ করে জানতেন না, কেন তাদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনও অস্পষ্ট ছিল। কারণ তারা কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা পাননি। আইনজীবীরা জানান, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকার পাওয়ার সুযোগও তাদের দেওয়া হয়নি। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একরকম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।
বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩ এপ্রিল শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফিসের দরজায় প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে প্রতিবাদ জানায়। তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি রাখে যেন প্রতিষ্ঠানটি একটি 'সাংকচুয়ারি ক্যাম্পাস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যা তাদের অভিবাসন স্থিতি নির্বিশেষে ফেডারেল সরকারের হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা প্রদান করবে। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কোনো প্রেসিডেন্টকে এমন এক আদর্শিক পরীক্ষা নির্ধারণের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, যার মাধ্যমে তিনি মতপার্থক্যের কারণে মানুষকে দেশ থেকে বের করে দেবেন। তারা আরো জানায়, এটি শুধু রাজনৈতিক মতবাদের কারণে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার একটি কৌশল হতে পারে, যা সরকারের আদর্শিক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের প্রতি আক্রমণ।
ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা দাবি করেছেন যে, এসব ভিসা বাতিল করা হয়েছে, এমন শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে যারা এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন, যা 'জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে' ছিল। বিশেষত, প্যালেস্টাইনের সমর্থনে সংগঠিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কারণে ভিসা বাতিল করা হয়েছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান মার্কো রুবিও গত মাসে বলেছিলেন, তিন শতাধিক ভিসা বাতিল করা হয়েছে এবং এসব শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ড জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
এছাড়াও ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ঘোষণা দিয়েছে, যেসব অভিবাসী দেশ থেকে বের হতে চাইবে না, তাদের জোরপূর্বক বিতাড়িত করা হবে এবং তাদের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার সুযোগ থাকবে না। এই ধরনের শাস্তির কারণে অনেক শিক্ষার্থী শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এবং অনেকে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এ পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছে এবং তাদের বক্তব্যে বলা হয়েছে, সরকারের এ পরিকল্পনা শুধু অভিবাসীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি করবে না বরং দেশের অভ্যন্তরে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে। কেয়ার জানিয়েছে, এ পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের অধিকার ও তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করছে। সংগঠনটি দাবি করেছে, এ ধরনের অস্থিরতা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এক নতুন ধরনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে এবং এটি একেবারে সরকারি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের একটি পন্থা হতে পারে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ এবং ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, তারা অভিবাসীদের সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্ট মনিটর করতে শুরু করেছে। তারা দাবি করছে, যারা 'অ্যান্টি-সেমেটিক' কার্যকলাপে জড়িত, তাদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সুযোগ দেওয়া হবে না।
এই বিতর্কিত পদক্ষেপগুলো দেশব্যাপী ও আন্তর্জাতিকভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের এ পদক্ষেপ দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো একযোগে দাবি করছে, এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক স্বাধীনতার প্রতি গুরুতর হুমকি।

রেমিট্যান্স মেলায় গভর্নরের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে

৬২ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিরা অত্যন্ত উদ্বেগ ও সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করছি যে, চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দেশ ও প্রবাসে পতিত স্বৈরাচারের দোসররা এখনো দেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে সক্রিয়। এরই অংশ হিসেবে নিউইয়র্ক ভিত্তিক দেশের অর্থ পাচারকারী একটি সিন্ডিকেট আগামী ১৯ ও ২০ এপ্রিল জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে রেমিট্যান্স মেলা আয়োজন করছে।
পতিত ফ্যাসিবাদের চিহ্নিত দোসর, নামসর্বস্ব ফুইফোড় সংগঠনের বিতর্কিত ব্যক্তিদের উদ্যোগে আয়োজিত তথাকথিত এই রেমিট্যান্স মেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান ও পরিচালক মনোয়ার উদ্দীন আহমেদ অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে। গভর্নর প্রধান অতিথি হিসেবে এই মেলা উদ্বোধন করতে ১৮ এপ্রিল নিউইয়র্ক পৌঁছাবেন। এছাড়া মেলায় উপস্থিত থাকবেন, বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একঝাঁক চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও শীর্ষ কর্মকর্তা। এমন সংবাদে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে প্রবাসীদের মাঝে। অনুষ্ঠানে ১২ এপ্রিল জ্যাকসন হাইটস সানাই রেস্টুরেন্টে, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট গিয়াস আহমেদ, প্রধান সমন্বয়ক ও সঞ্চালক আবদুল কাদের কাজী মো: হাসান সিদ্দিক, তানজিম আহমেদ, নাসির হোসেন, মাহবুব রশিদ, ফাহাদ হোসেন, দেলোয়ার হোসেন শিপন, মনির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।
তারা বলেন, আমরা মনে করি, বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর এদের খপ্পরে পড়েছেন। হাঁটছেন ফ্যাসিবাদী আমলের বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর আতিউর রহমানের পথে। নিউইয়র্কে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় এক ডজন রেমিট্যান্স হাউজ রয়েছে। তাদের একটি সংগঠনও সক্রিয়। এই সংগঠনকে পাশ কাটিয়ে আয়োজকদের সম্পর্কে অবহিত না হয়ে নিজেদেরকে বিতর্কিত করছেন বাংলাদেশের ব্যাংক কর্মকর্তাগণ।
আওয়ামী দুঃশাসনামলে সুবিধাভোগী বিশ্বজিৎ সাহার ইউএনএ বাংলাদেশ বিজনেস লিংক ও মুক্তধারা নিউইয়র্ক এই মেলার মূল আয়োজক। যদিও বাংলাদেশ-ইউএসএ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিইউসিসিআই) এবং ইউএনএ বাংলাদেশ বিজনেস লিংকের নামে নিউইয়র্কের অখ্যাত দুটি সংগঠনকে
আয়োজক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মেলা আয়োজনকে কেন্দ্র করে বিশ্বজিৎ সাহা প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামী ঘরানার সক্রিয় কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও অ্যাক্টিভিস্টদের ব্যবহার করেন ঢাল হিসেবে নিজের অসদুদ্দেশ্যকে আড়াল করার জন্য। এই মেলার মূল আয়োজক বিশ্বজিৎ সাহার সিন্ডিকেটের সাথে বিগত দেড় দশক জড়িয়ে পড়েন দেশের এক শ্রেণির লুটেরা ও অসৎ ব্যাংক কর্মকর্তা।
তৎকালীন গভর্নর আতিউর রহমান বরাবরই ছিলেন মেলার প্রধান অতিথি। এবারো একই কায়দায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরকে করা হয়েছে প্রধান অতিথি। সাধারণ প্রবাসীদের সাথে ন্যূনতম কোন সম্পর্ক নেই এমন ব্যক্তি বিশ্বজিৎ সাহার মেলায় তাদের অংশগ্রহণ কার স্বার্থে প্রশ্ন উঠেছে।
সাবেক সরকার প্রধানকে খুশী করতে "শেখ মুজিব হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেন বিশ্বজিৎ। এর মাধ্যমে আওয়ামী সরকারের সান্নিধ্যে চলে যান তিনি। রেমিট্যান্স মেলার উছিলায় বিশ্বজিৎ সখ্যতা গড়ে তুলেন শেখ হাসিনার অর্থ উপদেষ্টা মশিউর রহমান ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সাথে।

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Long Island: 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAM ZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
HOTEL
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR
এয়ার লাইন সমূহ
السعودية
SAUDIA
QATAR AIRWAYS
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

শোটাইম মিউজিকের বাংলা বর্ষবরণ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আজম, আহসান হাবীব, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন, ফাতেমা নাজনীন স্নিগ্ধা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের গ্র্যান্ড স্পন্সর এনওয়াইএনএফিনি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী, খলিল বিরিয়ানি হাউজের কর্ণধার মো. খলিলুর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলায়মান, মোহাম্মদ কাদের, মোহাম্মদ খালেক, হাসান জিলানী, পিটু চৌধুরী, ইশতিয়াক রুমি, মো. সুমন, আহসান হাবীব, মোহাম্মদ আব্দুল কাশেম, বারী হোম কেয়ার, ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ার, বাংলা ট্রাভেলস, মাহওয়ালা ও এমএস গ্রোনাল।

অনুষ্ঠানে রানু নেওয়াজ, প্রতীক হাসান, শামীম সিদ্দিকী, শাহ মাহবুব, কৃষ্ণা তিথী, অনিক রাজ, কামরুল ইসলামসহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন শারমিনা সিরাজ সোনিয়া।

এদিকে অনুষ্ঠান সফল করায় ঢাকা থেকে অনলাইনে যুক্ত থেকে শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম নিউইয়র্কবাসী এবং পৃষ্ঠপোষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

বিশ্বের শক্তিশালী মুদ্রায় রুশ রুবল

৬২ পৃষ্ঠার পর

ভূমিকা রেখেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। রুবলের বিনিয়োগ-রিটার্ন সুইডিশ ক্রোনার ও সুইস ফ্রাঙ্ককে ছাড়িয়ে গেছে। এই দুই মুদ্রার মান বেড়েছে যথাক্রমে ১৩ ও ১১ শতাংশ। ব্রিটিশ পাউন্ডও পিছিয়ে নেই। বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এই মুদ্রার মান বেড়েছে প্রায় ৬ শতাংশ। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধু অন্যান্য মুদ্রা নয়, রুবল পারফরম্যান্সের দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছে মূল্যবান ধাতুগুলোকেও। সাধারণত অর্থনৈতিক অস্থিরতার সময় যেসব সম্পদকে 'নিরাপদ আশ্রয়' হিসেবে দেখা হয়, সেই সোনা ও রুপার দাম বেড়েছে যথাক্রমে ২৩ ও ১২ শতাংশ। তবে রুশ মুদ্রার এমন উত্থানের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে উচ্চ সুদের হার। বর্তমানে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিনির্ধারক হার ২১ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও যুদ্ধকালীন অর্থনীতি শক্তিশালী করতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে রুশ কর্তৃপক্ষ।

এ ছাড়া, রুবলের মান নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে ক্রেমলিন। বিদেশি কোম্পানিগুলোকে দেশ থেকে তাদের অর্থ বা সম্পদ সরিয়ে নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিশেষ অ্যাকাউন্টে নগদ অর্থ রাখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করায়, মুদ্রা বাজারে রুবলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের অন্যান্য অর্থনীতি যখন অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে, তখন রুবলের এই উত্থান বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'লিবারেশন ডে' ট্যারিফের কারণে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় সব দেশের ওপর আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে, যার প্রভাব পড়েছে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের ওপর। এতে আরও বলা হয়, এই শুল্কনীতি নিয়ে বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেতারাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জেপি মর্গানের প্রধান নির্বাহী জেমি ডাইমন বলেছেন, 'এই শুল্কনীতির ফলাফল হিসেবে মন্দা দেখা দেওয়া সম্ভব।

এ নিয়ে ব্ল্যাকরকের প্রধান নির্বাহী ল্যারি ফিঙ্কের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ইতিমধ্যেই সংকোচনের মুখে পড়েছে।

তবে ওয়াল স্ট্রিটে ডলারের এই পতনকে খুব একটা গুরুতর মনে করছেন না সিটিগ্রুপের প্রধান নির্বাহী জেন ফ্রেজার। তিনি বলেন, সবকিছু শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাক হলে, দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য ভারসাম্য ও কাঠামোগত পরিবর্তনের পরও যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতি থাকবে এবং ডলার রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবেই অবস্থান ধরে রাখবে।

টাইম স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বাংলা নতুন বছর ১৪৩২-কে বরণ করে নিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

দুই দিনের এ আয়োজনের ছিল 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' ও শতকণ্ঠে 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' পরিবেশনা। ১৩ এপ্রিল জ্যাকসন হাইটসে পঞ্চাশ হাজার মানুষের জমায়েত মঙ্গলশোভাযাত্রাকে করে তুলেছিল নীল আকাশে সাদা মেঘের পেখম তুলে ধাবমান বলাকার প্রাণিত আলোকশিখা। তবে আগের দিন বৃষ্টিস্নাত দিনে টাইমস স্কয়ারও হয়ে উঠেছিল বৈশাখের রঙিন দিবসের গীতাঞ্জলি। ১২ এপ্রিল বৈশাখের প্রথমদিনের অনুষ্ঠান হয় টাইমস স্কয়ারে। সেখানে সহস্র প্রাণ একত্রিত হয়ে সুরে-সঙ্গীতে-নৃত্যে বৈশাখ পালন করেছে। ওইদিন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটানের কনসাল জেনারেলবৃন্দ। এই তিন দেশেও একই দিনে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব পালন করে।

বৈশাখী অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল মহীতোষ তালুকদার তাপসের নেতৃত্বে 'সহস্র কণ্ঠে বর্ষবরণ'। ১০০০-এরও বেশি শিল্পী একসঙ্গে মিলিত হয়ে সম্প্রীতি, আনন্দ এবং মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার গান গেয়েছেন নিউইয়র্কের মাটিতে। এছাড়াও, এই বছর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল - 'হাজার বছরের বাংলা গানের গল্প'। কল্লোল বসুর পরিকল্পনায় এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চলের ১০০ জন শিল্পী হাজার বছর ধরে বিস্তৃত এবং বহুবিধ সাংস্কৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত বাংলা গানের ৩২টি ধারাকে তুলে ধরেন। পরিবেশনায় ছিল- ভায়োস্পোরা ইনক, কল্লোল, মৈত্রী, সিংগিং বার্ডস, সৃষ্টি একাডেমি, অনুপ দাস ডান্স একাডেমি প্রভৃতি। নৃত্যে ছিলেন- চন্দ্রা ব্যানার্জি ও সম্প্রদায়। এছাড়া, তাজরি, কৃষ্ণা তিথি, রেশমি প্রতীক, শাহ মাহবুব এবং মণিপুরি নৃত্যে জগন্নাথ ও সম্প্রদায় সংযুক্ত পরিবেশনায় মুখরিত ছিল টাইমস স্কয়ার।

১৪৩২ বঙ্গাব্দের বর্ষবরণের বিশেষত্ব হলো বহুমাত্রিকতা। সহস্রকণ্ঠের পরিবেশনায় ছিল সতুলকু সঙ্গে নিউইয়র্ক রাজ্যসরকারের ক্যালেন্ডারে ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখের স্বীকৃতি এবং এশিয়ার কৃষিপ্রধান নয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকার কনসাল জেনারেল ও তাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য এনেছে প্রবাসী বাঙালিদের সর্ববৃহৎ এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে। নিউইয়র্ক টাইমস স্কয়ারে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজক প্রতিষ্ঠান এনআরবি ওয়ার্ল্ডওয়াইডের পক্ষ থেকে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আজীবন সম্মাননা দেয়া হয়। এরা হলেন-বিশিষ্ট পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা এবং সমাজসেবী ড. পরিতোষ এম. চক্রবর্তী এবং মানব সেবা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষমতায়নে নিবেদিতপ্রাণ ডা. মুহাম্মদ এন. চৌধুরী, এমডি।

উদ্যোক্তাদের দাবি, ১৩ এপ্রিল কেবল জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় প্রায় ৫০ হাজার বাঙালি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এই উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য বৃহত্তর প্রবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতির প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরেও টিউলিপ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সিদ্দিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশি আদালত থেকে জারি করা হয়েছে। অনুগ্রহ, আপনি যেসব বিষয়ে কথা বললেন- নিষেধাজ্ঞাসহ অন্যান্য বিষয়- সবই বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের দেখার বিষয়। তবে এ নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছি। প্রতিটি দেশের নাগরিকদেরই উত্থান ও সহিংসতা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন বাংলাদেশিরাই। প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনি যা বর্ণনা করছেন তাদেরও এসবের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমরা প্রতিবেদনগুলোও দেখেছি। আমি এগুলোকে তুচ্ছ করতে চাই না। তবে এগুলো সত্য। কিন্তু এগুলোর মোকাবিলায় জনগণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের কর্মকাণ্ডই ঠিক করবে তারা কোন পথে এগোবে।

সিলেট ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্
SYLHET TRAVELS & TOURS

জবহেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আপনি আপনার টিকেট সংগ্রহ করতে পারেন।

Emirates · QATAR AIRWAYS · ETIHAD AIRWAYS · SAUDIA · American Airlines

ওমরাহ্ ভিসা ও টিকেটের জন্য বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

আমেরিকার যেকোন জায়গায় ট্যুরের জন্য আপনার টিকেট সংগ্রহ করুনঃ
(৫০০ এর অধিক স্থানে)

১) নায়াগ্রা ফলস্ .... ২ দিন/৩ দিন/৫ দিন
২) ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লুজম) .... ১ দিন
৩) পেনসিলভেনিয়া (আমিষ গ্রাম) .... ১ দিন
৪) নিউইয়র্ক সাইটসিং .... ১ দিন
৫) মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম .... ১ দিন

Call: 862-262-6116

জবহেল্প ট্রেনিং প্রোগ্রাম

পোস্টাল জব (USPS) একটি ফেডারেল জব
ট্রেনিংঃ রবিবার-বৃহস্পতিবারঃ সকাল ১০টা-বিকাল ৩টা

ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট (NYPD)
ট্রেনিংঃ প্রতি রবিবার, দুপুর ১২টা-বিকাল ২টা

৬ ঘন্টা ডি.ডি.সি ক্লাস (Defensive Driving Course)
ট্রেনিংঃ শনিবার-বৃহস্পতিবারঃ দুপুর ১২টা-সন্ধ্যা ৬টা

বেসিক কম্পিউটার কোর্স
প্রতি শনিবার বেলা ১:০০ থেকে ২:০০ পর্যন্ত

গ্রীষ্মকালীন ট্যুর / ট্রাভেলস ২০২৪
(১) ১ দিনের ট্যুর - ম্যানহাটন সিটিবাস (২) ফেলাডেলফিয়া চেরিব্লজম
(৩) ওয়াসিংটন ডিসি চেরিব্লজম (৪) নায়াগ্রাফলস / ওয়াসিংটন ডিসি ২ দিনের ট্যুর

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১. কাস্টমার সার্ভিস	১. নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২. অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশীপ
৩. সিভিল সার্ভিস জব	৩. ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩. পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ইউ.এস.এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫. এম.টি.এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫. NYC হাউজিং/এফোর্ডেবল
৬. আই.টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. রেজুমি/কভার লেটার

MD. ALI B.Sc., LL.B.
Rtd. Govt. Officer Bangladesh

Cell: 917-500-3937 | Phone/Fax: 917-300-6160
148-45 Hillside Ave, Suite # 203A, Jamaica, NY 11435
'F' Train or Bus: Q20A, Q20B, Q40, Q43, Q44 to Sutphin Blvd

NY INSURANCE
BROKEAGE INC.
NY I
NY INSURANCE BROKERAGE
TLC INSURANCE SPECIALIST
718 476-2025

NY CAR & LIMO
SERVICES INC
NY
CAR & LIMO
SERVICES INC
BO2902
BLACK & GREEN CAR BASE
718 727 4444

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY
929 244-7730

DMV EXPRESS
ABC-1234
PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER
TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST
REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER
929-244-7730
EXCELSIOR

পিতামাতার অধিকার

২৫ পৃষ্ঠার পর

রাখা মোমিন বান্দার বৈশিষ্ট্য। পিতামাতা আল্লাহর কাছে প্রার্থনীয় ব্যক্তিত্ব। তাদের কষ্ট ও খুশির বিবেচনায় আল্লাহতায়ালা বান্দার জীবনের অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বান্দার সুখ্যাতি বা দুর্ভাগ্য নির্ভর করে পিতামাতার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ওপর। এ প্রসঙ্গে নবীজি বলেছেন, পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি। পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টি। (তিরমিজি : ১৮৯৯)।

অবাধ্য হওয়া যাবে না : কোনো অবস্থাতেই পিতামাতার অবাধ্য হওয়া যাবে না। যদি আল্লাহর অবাধ্যতা হয়- এমন আদেশ না করে থাকেন পিতামাতা। ব্যক্তিজীবনে ক্ষতির সম্মুখীন হলেও পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। তাদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা যাবে না। এমনকি পিতামাতা কোনো সন্তানকে যদি তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিতও করেন, তার পরও সন্তানের উচিত নয় তাদের অবাধ্য হওয়া। সাহাবি মোয়াজ ইবনে জাবাল বলেন, রাসুলুল্লাহ আমাকে অসিয়ত করেছেন পিতামাতার অবাধ্য হয়ো না যদিও তারা তোমাকে পরিবার ও সম্পদ থেকে বের হয়ে যেতে বলে। (মাজমাউজ্জ জাওয়ায়েদ : ৮/১৪১)।

পিতামাতা যদি ন্যায়সংগত কারণে এবং দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিয়ে সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় ছেলেকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেন, তাহলে সেক্ষেত্রেও তাদের আদেশ মানা আদব ও জরুরি। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, আমার বিবাহে একজন নারী ছিল যাকে আমি পছন্দ করতাম কিন্তু ওমর (রা.) (তার পিতা) তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি বললেন, তাকে তালাক দাও। আমি তালাক দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। তখন তিনি নবীজির কাছে এলেন এবং ঘটনা বললেন। নবীজি আমাকে বললেন, পিতার অনুসরণ কর। অর্থাৎ তাকে তালাক দাও। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৪২৬, ৩৫৪)।

পিতামাতার গুরুত্ব : নবীজি (সা.) ক্ষেত্রবিশেষে পিতামাতার অধিকার ও সন্তুষ্টিকে আল্লাহতায়ালার রাস্তায় জিহাদ করার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে, ইবনে ওমর বলেন, একজন ব্যক্তি এসে নবীজির কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। নবীজি বললেন, তোমার পিতামাতা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবার নবীজি বললেন, তুমি তাদের মধ্যেই জিহাদ কর (অর্থাৎ তাদের সেবা করার মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত রেখে তাদের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কর)। (বোখারি : ৫৯৭২)।

পিতামাতার খেদমত ও অভিভাবককে নবীজি হিজরতের মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। সাহাবি ইবনে ওমর বলেন, একজন ব্যক্তি নবীজির কাছে এসে বাইয়াত হলেন এবং বললেন, আমি আমার পিতামাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে আপনার কাছে হিজরতের জন্য বাইয়াত হতে এসেছি। তার এই কথা শুনে নবীজি বললেন, তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে হাসাও যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ। (আবু দাউদ : ২৫২৮)।

আবু দাউদ শরিফে এসেছে, একজন ব্যক্তি সুদূর ইয়ামেন থেকে হিজরত করে নবীজির কাছে এলে, নবীজি তাকে প্রশ্ন করলেন, ইয়ামেনে কি তোমার পিতামাতা আছে? তিনি বললেন, আছে। এবার নবীজি বললেন, তুমি কি তাদের অনুমতি নিয়ে এসেছ? তিনি বললেন, না। নবীজি তাকে আদেশ করলেন, পিতামাতার কাছে ফিরে গিয়ে অনুমতি চাও। তারা আসতে দিলে এসো নচেৎ তাদের সঙ্গে সদাচারণ কর। (আবু দাউদ : ২৫৩০)।

পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে নয়, নিজের ঘরে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে রাখা সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব। ইসলাম বলে মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। পিতার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি। হাদিসের এ দুটি কথা মনে রাখলে কোনো সন্তান তার পিতামাতাকে অবহেলার পাত্র বানিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে নিজে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি লাভ হতে বঞ্চিত হতে পারে না।

শাহরুখ-গৌরির রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ

৪৪ পৃষ্ঠার পর

অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবগুলোতে সার্থক পনির পরীক্ষা করে দেখেন। তবে তাদের কারও রেস্তোরাঁয় পনিরের রঙ পরিবর্তন হয়নি। শুধুমাত্র শাহরুখ-গৌরির 'তরী'র পনিরের রঙই পরিবর্তন হয়েছে।

ভিডিওটি এরিমধ্যে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এরপর রেস্তোরাঁ থেকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে যে, পনির মোটেই নকল ছিল না।

ভিডিওটিতে মন্তব্য করে রেস্তোরাঁটি থেকে লেখা হয়েছে, "যে থালায় পনির পরিবেশন করা হয়, থালাটিতে সয়া-ভিত্তিক উপাদান ছিল। তাই পনিরের রঙ পরিবর্তন হয়েছে। আমরা আমাদের পনিরের বিশুদ্ধতা এবং 'তরী'তে আমাদের খাবারের মানের বিশুদ্ধতার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।" সূত্র: এনডিটিভি

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)

২৫ পৃষ্ঠার পর

মানব জাতিকে এক মহাদীক্ষাতে ভূষিত করেন। মহানবী (সা.) সেই সুমহান আদর্শের ধারকবাহক হয়ে প্রথমেই ব্যক্তি গঠনে মনোনিবেশ করেন। কারণ, একটি শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হলো আদর্শ মানুষ। আদর্শ মানুষ না থাকলে কখনও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই মক্কি জীবনের ১৩ বছর নবীজি (সা.) ব্যক্তি ও পরিবার গঠনে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেন। সর্বপ্রথম তিনি মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে এক আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত করেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে দেন।

মানুষের মন থেকে জাহেলি সমাজের নানা কুসংস্কার ও অনাচার দূর করে ইসলামের সুমহান আদর্শের বীজবপন করেন। এভাবে তিলে তিলে তিনি অন্ধকার পৃথিবীকে নতুন রূপে আলোকিত পৃথিবী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একদল আদর্শ মানুষ গড়ে তোলেন, যাদের নিয়ে তিনি পরবর্তীকালে একটি আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন। মক্কি জীবনে তিনি যে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা জাফর বিন আবু তালেব (রা.) এর ভাষণ থেকে স্পষ্টতই বুঝে আসে। তিনি আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশির সামনে নবীজির দাওয়াতি কার্যক্রমের যে বিবরণ তুলে ধরেছিলেন তা সংক্ষেপে নবীজির সংস্কার কাজের অসাধারণ বিবরণ ছিল। তার বক্তব্যের কিছু অংশ ছিল এমন-

'হে বাদশাহ, আমরা মূর্খ ছিলাম। মূর্তি পূজা করতাম। মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতাম। অশ্লীলতায় লিপ্ত ছিলাম। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করতাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করত। এমতাবস্থায়, আমাদের কাছে আল্লাহ পাক একজন রাসুল পাঠালেন। আমরা তার বংশ পরিচয়, সততা, আমানতদারি ও উঁচু ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলাম। তিনি আমাদের দাওয়াত দিলেন, আমরা যেন এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তার ইবাদত করি। আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা যেসব মূর্তি ও পাথরের পূজা করতাম তা যেন ছেড়ে দিই।

তিনি আমাদের আদেশ দিলেন, 'যেন আমরা সত্য কথা বলি, আমানত রক্ষা করি, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো আচরণ করি, রক্তপাত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকি। তিনি আমাদের নিষেধ করলেন, অশ্লীলতা থেকে, মিথ্যা থেকে, মৃতপ্রাণী ভক্ষণ করা থেকে, সতী নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করা থেকে।' (মুসনাদে আহমাদ : ১৭৪০)। মহানবী (সা.) অশান্ত পৃথিবীতে এসে শান্তির পৃথিবীর ভিত গড়েছিলেন, তা আমরা ওপরের বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি।

মদিনায় শান্তি প্রচেষ্টা ও মদিনা সনদ : পৃথিবীতে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। তাই তিনি মদিনায় একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ ছিল রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জানমাল ও ইজ্জত আবরুর নিরাপত্তা বিধান করা। তাই তিনি মদিনার সব গোত্র ও ধর্মের লোকদের সমন্বয়ে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা ইতিহাসে মদিনা-সনদ হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম লিখিত ও কার্যকর সংবিধান। রাষ্ট্রীয়ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি ছিল প্রথম ও অনন্য দৃষ্টান্ত। মদিনাকেন্দ্রীক নতুন রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে তা বিস্তারিতভাবে ৫৩টি ধারায় বিবৃত হয়েছে এই সংবিধানে। মদিনার ঐতিহাসিক দুই গোত্র আওস ও খাজরাজদের মাঝে প্রায় ১২০ বছর ধরে চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল মহানবী (সা.)-এর হাত ধরে। যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা এ যুদ্ধের অবসান ঘটা ছিল এক ঐতিহাসিক যুগান্তকারী ঘটনা এবং তৎকালীন আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনন্য নজির।

হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তি : পৃথিবীর ইতিহাসে শান্তি চুক্তির অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে জ্বলজ্বল করছে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি। ১০ বছরের জন্য কুরাইশদের সঙ্গে যে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি নবীজি স্বাক্ষর করেছিলেন, তা তখনকার আরব সমাজে এক ধরনের অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কারণ এ চুক্তির ধারাগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জন্য এতটাই অসম ও অপমানজনক ছিল, কোনো সাহাবিই এ চুক্তিতে রাজি হতে চাননি। এমনকি ওমর (রা.) এক পর্যায়ে বলে উঠেছিলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা কি সত্যের ওপর নেই? এবং আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার ওপর নয়? তাহলে কেন আমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে এ অপমান সহ্য করব?' (বোখারি : ২৭৩১)। কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ হিসেবে পরে সবাই এ চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহপাক এ চুক্তিকে সুস্পষ্ট বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।' (সুরা ফাতহ : ১)। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে আরবের গোত্রীয় অহং, মানুষের স্বভাবজাত ক্রোধ, মানব মনের আকাঙ্ক্ষা সবকিছুকে একমাত্র আল্লাহর আদেশে বিসর্জন দেয়ার নজির স্থাপিত হয়েছে। ইসলাম যে কোনোভাবেই রক্তপাত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, বরং শুধু সত্য প্রতিষ্ঠা এবং সবাই মিলে সত্যকে আঁকড়ে ধরে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে।

সম্মিলিত মঙ্গল শোভাযাত্রা শনিবার

৬৪ পৃষ্ঠার পর

দশজন শিশু কিশোর ও অংশগ্রহণকারী সংগঠনকে এবার পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

সম্মিলিত বর্ষবরণ মঙ্গল শোভাযাত্রা উদযাপন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ : উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি-সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ। উপদেষ্টা: আকরাম উল্লাহ, খোরশেদুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, জীবন চৌধুরী, বেলাল বেগ, মাহমুদুর রহমান, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, শরাফ সরকার, শামসুল আলম বকুল, নঈম চৌধুরী, সুব্রত বিশ্বাস। কার্যকরী পরিষদ : আহ্বায়ক : রবীন্দ্রনাথ রায়, যুগ্ম আহবায়ক : সাগর লোহানী, সদস্য সচিব : মুজাহিদ আনসারী, যুগ্ম সদস্য সচিব : সনজীবন কুমার, প্রধান ব্যবস্থাপক : রাশেদ আহমেদ, কার্যকরী কমিটির সদস্য : অর্ঘ্য সারথী সিকদার, আব্দুল কাদের,আলপনা গুহ,আব্দুল হামিদ, আশীষ রায়, আসলাম আহমেদ খান,আল আমিন বাবু, আলী হাসান কিবরিয়া অনু,আহসান আলী ভূঁইয়া, উৎপল চৌধুরী, এএফএম আকতারুজ্জামান,এম এ মতিন মিন্টু,ওবায়দুল্লাহ মামুন, ওয়াহেদুজ্জামান লিটন, কাজল মাহমুদ, কাবেরী দাশ, কামাল হোসেন মিন্টু, ক্লারা রোজারিও, কল্লোল দাশ, গোপাল স্যানাল,গোলাম মর্তুজা, গোলাম হোসেন কুটি, জলি কর, জাকির আহমেদ রনি, জাকির হোসেন বাচ্চু, জয়নুল মুহিত খান, ডাকুয়া রুমা, তানিয়া চৌধুরী, তপন মোদক, দীলিপ মোদক, নীরা কাদরী, নুরুল আমিন বাবু, ফরিদা ইয়াসমিন, ফারুক হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, মিজানুর রহমান মিজান, মিথুন সেন, মনিকা রায়, মিনা ইসলাম, মাহফুজ মুহিন, মোশাররফ হোসেন, মিলন রায়, রামদাস ঘরামী, লাভলু আনসার, শ্যামল চন্দ্র রায়, সবিতা দাশ, সাবিনা হাই উর্বি, সুরাইয়া আকতার শাকী, সুরিত বড়ুয়া, রাজিব আহমেদ, রেজা রহমান, হাফিজুল হক, হিরো চৌধুরী, হুসনে আরা বেগম, শ্যামল চন্দ্র কর, শাহ ফারুক,শিশির শীল, সাগর লোহানী, সৈয়দ মিজানুর রহমান, সাবিনা হাই উর্বি,সুকান্ত ঘোষ, সুরিত বড়ুয়া, সুলেখা পাল, সুশীল সিনহা, সুমন আলম, সনজীবন কুমার। অনুষ্ঠান ও অভ্যর্থনা উপ-পরিষদ : আহ্বায়ক -কাবেরী দাশ, সদস্য সচিব- সাবিনা হাই উর্বি,সদস্য-সুরাইয়া আকতার শাকী, শিখা আচার্য, মিনা ইসলাম। প্রচার-প্রকাশনা উপ-পরিষদ: আহ্বায়ক- জাকির হোসেন বাচ্চু। সদস্য সচিব- হিরো চৌধুরী সদস্য-সুমন আলম, মাহফুজ মুহিন, দীলিপ মোদক, শোভাযাত্রা উপ-পরিষদ : আহ্বায়ক - রামদাস ঘরামী, সদস্য সচিব- বিপুল কে. সাহা, সদস্য- কাজী সৌমিক, ইকবাল হোসাইন, প্রশান্ত সরকার, পুষ্পেন গোস্বামী। শৃঙ্খলা উপ-পরিষদ : আহ্বায়ক -কাজল মাহমুদ। সদস্য সচিব-নিখিল কুমার মণ্ডল, সদস্য- আলী বাবু, নিতাই বাগচী, ইসলাম লিটন,সুব্রত তালুকদার, দেলোয়ার হোসাইন, পলাশ নন্দী, রাহুল বড়ুয়া, কাজী সৌমিক, ইকবাল হোসাইন।

গভর্নরের উপস্থিতি অনিশ্চিত

১ পৃষ্ঠার পর

গভর্নরের এই মেলা উদ্বোধন করার কথা ছিল। সেখানে না গিয়ে তিনি বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে রেমিট্যান্স ও অন্যান্য ইস্যুতে মত বিনিময় করবেন ১৯ এপ্রিল বিকেলে। এই 'রেমিট্যান্স মেলায়' বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ও একাধিক ব্যাংকের চেয়ারম্যানের যোগদানকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কমিউনিটি বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গত ২ মাস ধরে নিউইয়র্কের বই ব্যবসায়ী, বাণিজ্যিক বইমেলা ও বৈশাখী উৎসবের আয়োজক বিশ্বজিৎ সাহা ১৯-২০এপ্রিল রেমিট্যান্স মেলার আয়োজনের জানান দিচ্ছেন। তিনি এই মেলার কনভেনর হয়েছেন ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ। প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন বিশ্বজিৎ সাহা। জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন রেস্টুরেন্টে শনিবার এই মেলা উদ্বোধন হবে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন এই মেলার। যাতে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর প্রধান অতিথি হিসেবে মেলা উদ্বোধন করবেন। তার এই উদ্যোগে ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের সমর্থকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অনেকে প্রকাশ্যে বলতে থাকেন, মেলার আয়োজক গত ১৭টি বছর ফ্যাসিবাদের দোসর ছিলেন। ঢাকায় গিয়ে শেখ মুজিবের উপর একাধিক ডকুমেন্টারি তৈরি করে শেখ হাসিনার নজরে আসার চেষ্টা করেছেন। মন্ত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করেছেন। তাছাড়া রেমিট্যান্স ব্যবসার সাথেও তিনি জড়িত নন।

বিতর্কিত বিশ্বজিৎ সাহার এই মেলায় গভর্নরের যোগদানের খবরে যুক্তরাষ্ট্র বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গত ১২ এপ্রিল এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। তারা ঘোষণা দেন, ফ্যাসিবাদের দোসর বিশ্বজিৎ সাহার মেলায় গভর্নর ও বিভিন্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান যোগ দিলে লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেল ও নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিয়াম আহমেদ, ডা ওয়াহেদ আলী খান, আবু তাহের, জাকারিয়া মাসুদ জিকু, দেলোয়ার হোসেন শিপন,আব্দুল কাদের, কাজি মোহাম্মদ হাসান সিদ্দিক, মামুনুর রশীদ,কলিম আলম, মমিন মজুমদার, মুশফিকুর রহমান ও আল আমিন রাসেল। বুধবার ১৬ এপ্রিল রাতে প্রতিবেদক দায়িত্বশীল সূত্রে জানতে পারেন, গভর্নর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 'রেমিট্যান্স ফেয়ারে' যাবেন না। শুক্রবার ১৮ ফেব্রুয়ারি গভর্নর নিউইয়র্কে আসবেন। এদিন রাতেই রেমিট্যান্স মেলার উদ্যোগে লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে 'ওয়েলকাম ডিনারের' আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেও গভর্নর আমন্ত্রিত। এক্ষেত্রেও তার যোগদান অনিশ্চিত। তবে দু-একটি প্রাইভেট ব্যাংকের চেয়ারম্যান এই ডিনার ও মেলায় যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে ১৬ এপ্রিল বিশ্বজিৎ সাহা 'রেমিট্যান্স মেলায়' যোগদানের জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও বিভিন্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান তার ১৯-২০ এপ্রিলের রেমিট্যান্স মেলায় উপস্থিত থাকবেন। ১৯ এপ্রিল বিকেল ৩টায় উদ্বোধন করা হবে। চলবে রাত ৮টা পর্যন্ত। বিশ্বজিৎ সাহার প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই মেলায় ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ওবায়েদ উল্লাহ মাসুদ, ডেপুটি গভর্নর হাবিবুর রহমান,এনসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান নুরুন নেওয়াজ ও ব্যাংকস এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আব্দুল হাই সরকারেরও এই মেলায় যোগ দেবার কথা।

এদিকে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে প্রায় একই সময়ে গভর্নরের কর্মসূচি রয়েছে। ১৯ এপ্রিল বিকেল ৫টায় তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে মত বিনিময় করবেন। রেমিট্যান্স ব্যবসায়ীদের সাথেও গভর্নর আলাদাভাবে কনস্যুলেটে বসবেন। এই মতবিনিময় সভায় প্রবাসীদের যোগদানের জন্য কনস্যুলেট অফিস থেকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা প্রতিবেদককে গত বুধবার জানান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আইএমএফ এর সভায় যোগ দিতে ২০ এপ্রিল ওয়াশিংটনে আসছেন। এর আগে তিনি ১৮ এপ্রিল যাবেন নিউইয়র্কে। ১৯ এপ্রিল নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে রেমিট্যান্স ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে কমিউনিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করবেন। অন্য কোন প্রোগ্রামে তার যাবার কথা আমাদের জানা নেই।

নিউইয়র্কে রিহ্যাব মেলা শুরু ২২ আগস্ট

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেতুবন্ধন তৈরি করবে বলে প্রত্যাশা করছেন আয়োজকরা।

এক্সপো উপলক্ষে সম্প্রতি ভেন্যু পরিদর্শন করেন রিহ্যাব ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি (আন্তর্জাতিক) চেয়ারম্যান মোঃ আলিম উল্লাহ, রিহ্যাব ডিরেক্টর ও কো-চেয়ারম্যান ইমদাদুল হক। তাদের সঙ্গে ছিলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান রাহিন আর্ট কম্যুন এলএলসি-র প্রতিনিধিরাও। তারা অনুষ্ঠানের স্থান পরিদর্শনের পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব, নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, সাংবাদিক ও বাংলাদেশি প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন।

পরিদর্শন শেষে পরিচালক ইমদাদুল হক বলেন, "এই এক্সপোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশীয় সম্পত্তি খাতে যুক্ত করা, যেন তারা বিনিয়োগ করতে পারেন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়।"

নিউইয়র্ক রিহ্যাব এক্সপো ২০২৫-এ অংশ নেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন নামকরা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি, যারা তাদের প্রকল্প ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা তুলে ধরবেন। এছাড়া এক্সপোতে থাকবে সেমিনার, আইনি পরামর্শ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং সংস্কৃতিক পরিবেশনা-যা প্রবাসী জীবন ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি আবেগঘন সংযোগ তৈরি করবে।

কমিউনিটির একজন প্রবীণ সদস্য বলেন, "অনেকেই মনে মনে দেশে ফিরে যাওয়ার বা বিনিয়োগ করার কথা ভাবেন, কিন্তু উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মের অভাবে পিছিয়ে থাকেন। এই এক্সপো সেই অভাব পূরণ করবে।"

আগামী আগস্ট মাসের এই তিনদিন ব্যাপী আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলার আশা করছেন আয়োজকেরা। খুব শিগগিরই অংশগ্রহণ ও নিবন্ধনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ ও প্রবাস-এই দুই জগতকে এক সুতোয় গেঁথে দিতে প্রস্তুত হচ্ছে নিউইয়র্ক। আর সেই গল্পের অন্যতম মঞ্চ হতে চলেছে লা গার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেল।

হিজরতে তাওহিদের বার্তা

২৫ পৃষ্ঠার পর

গেলেন। ওতপেতে থাকাদের কেউ কিছুই দেখতে পেল না। নবীজি তখন হজরত আবু বকরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেই ঘরের একটি জানালা পথে বেরিয়ে উভয়ে মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত সওর পাহাড়ের একটি গুহায় তাঁরা যাত্রাবিরতি করলেন। (ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃ.৪৮৩; জাদুল মাআদ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৫২)। রাসুল (সা.) তাদের সামনে দিয়েই চলে গেলেন; অথচ তারা তাঁকে দেখতে পেল না। এটা ছিল আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ। তাওহিদের নিদর্শন।

আসমা (রা.)-এর সাহায্য : বিশ্বনবী যে তাঁর ঘরে নেই কাফেররা তা জানতে পারল সূর্যোদয়ের পরে। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু কুবুদ্ধির স্বামীর আবু জাহেল আবু বকর (রা.)-এর ঘরের দিকে ছুটল। তখনো সে জানত না আবু বকর (রা.) ও আল্লাহর রাসুল (সা.) একসঙ্গে হিজরত করেছেন। তবে এতটুকু সে বুঝেছে নবীজির কথা আবু বকর জেনে থাকবে। বাড়ি পৌঁছেই আবু জাহেল প্রচণ্ডভাবে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকল। আসমা (রা.) দরজা খুললেন। সে জানতে চাইল আবু বকর (রা.) কোথায়? আসমা (রা.) খুব শান্তভাবে উত্তর দিলেন- 'আমি কী করে জানব?' আবু জাহেল এতে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আসমা বিনতে আবু বকরকে এক জোরে চড় মারল যে, তার কানের দুল ছিটকে পড়ে গেল। মক্কায় তখন থমথমে। সেই সময় বিশ্বনবীর হিজরতের খবর লুকোনোই না বরং তিন দিন পর্যন্ত আসমা (রা.) এমনভাবে তাদের কাছে খাবার পৌঁছে দিতেন যেন কেউ টের না পায়। পুরো বিশ্বের মুসলিমদের জন্য তিনি আল্লাহর ওপর নির্ভরতার, সাহসিকতার এক মূর্ত প্রতীক। একজন নারী দ্বীন ধর্মের জন্য, আল্লাহর নবীর মহব্বতে কতটা ত্যাগ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা অভাবনীয়। সে মুহূর্তটা ছিল খুবই ভয়ংকর। আসমা (রা.) এই সময় ভড়কে গেলে কিংবা ভেঙে পড়লে বিশ্বনবীর হিজরত বাধার মুখে পড়ে যেতে পারত। এই বিপন্ন মুহূর্তে ঠিক বাবার মতোই শক্ত ভূমিকা পালন করলেন তিনি। আর আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী আসমা বিনতে আবু বকর মক্কার সব থেকে প্রতাপশালী নেতার মুখোমুখি হয়েছিলেন দৃঢ়তার সঙ্গে। নবীপত্নী আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরতের উদ্দেশে রওয়ানা করার সময় আমরা তাড়াতাড়ি করে কিছু খাবার পাকিয়ে একটি থলেতে করে রেখে দিলাম। কিন্তু থলেটি বাঁধার জন্য রশি-দড়ি জাতীয় কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বড় বোন আসমা (রা.) কোমরবন্দ খুলে দুই টুকরো করে এক টুকরা দিয়ে থলেটির মুখ বাঁধলেন। এ কাজটি তাঁর এত সম্মান বয়ে এনেছে যে, ইতিহাসে তাকে জাতুন-নিতাকাইন বলে স্মরণ করা হয়। (বোখারি : ৩৯০৫)।

সাওর গুহায় আত্মগোপন : মক্কা থেকে উল্টো পথ ধরলেন নবীজি (সা.)। যাতে শত্রুরা আঁচ করতে না পারে। প্রায় পাঁচ মাইল পথ দক্ষিণে ইয়েমেনের দিকে হেঁটে সাওর নামক পর্বতের গুহায় এসে যাত্রাবিরতি করেন। পাহাড়টি ছিল খুব উঁচু, পর্বত শীর্ষে আরোহণের পথ ছিল আঁকাবাঁকা ও পাঁক জড়ানো। আরোহণের ব্যাপারটিও ছিল অত্যন্ত কষ্ট ও আয়াস-সাধ্য। নবীজি উঠতে গিয়ে আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছিলেন। পদচিহ্ন মুছে দিতে আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটে আসায় যাত্রা ছিল আরও কষ্টসাধ্য। গুহায় আবু বকর (রা.) আগে প্রবেশ করলেন। পরিষ্কার করে গুছিয়ে নিলেন। কাপড় ছিঁড়ে গর্তগুলো আটকে দিলেন। কাপড়ের টুকরোর ঘাটতির কারণে দুটো ছিদ্রমুখ বন্ধ করা সম্ভব হলো না। সে দুটো গর্তমুখ নিজের পা দিয়ে বন্ধ করে রাখলেন।

আবদুল্লাহ ও আমির ইবনে ফুহাইরা : আবু বকর (রা.) এর পুত্র আবদুল্লাহও তাদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করতেন। তবে সুবহে সাদিকের আগেই মক্কায় এসে সবার সঙ্গে মিশে যেতেন। মুশরিকরা নবীজি (সা.) এর বিরুদ্ধে কী ষড়যন্ত্র করত সে তথ্য অত্যন্ত সংগোপনে তিনি সরবরাহ করতেন। অন্যদিকে আবু বকর (রা.) এর গোলাম আমির ইবনে ফুহাইরা পাহাড়ের পাদদেশে ছাগল চরাত এবং যখন রাতের একাংশ অতিবাহিত হয়ে যেত তখন সে ছাগল নিয়ে গারে সওরের কাছে যেত এবং নবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবিকে (রা.) দুগ্ধপান করাত। আবার প্রভাত হওয়ার প্রাক্কালে সে ছাগলের পাল নিয়ে দূরে চলে যেত। পরপর তিন রাতেই সে এরূপ করল। অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের গমনাগমন পথে তাঁর পদচিহ্নগুলো যাতে মিশে যায় তার জন্য আমির বিন ফুহাইরা সেই পথে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে যেত। ভালো কাজে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে। সার্বিক বিবেচনায় কাজটি নির্খুঁত হয়। এটি আল্লাহর কুদরতের একটি নিদর্শন।

গুহামুখে এসেও ফিরে গেল : মক্কার কাফেররা থেমে নেই। হন্যে হয়ে খুঁজছে নবীজিকে। একশত উট প্রাপ্তির নেশা তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারা এমন ক্ষুরধার মেধা ও পদচিহ্ন বিশারদ ছিল যে, খুঁজতে খুঁজতে সাওর পর্বতের মুখে এসে উপস্থিত হলো। নবীজির জীবন শঙ্কায় আবু বকর (রা.) আঁতকে উঠলেন। এই বুঝি নিচে তাকাল। আর দেখে ফেলল! কী হবে প্রাণপ্রিয় নবীর? শত প্রশ্ন মনে। এ সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন 'চিন্তা করবেন না। অবশ্যই আল্লাহতায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন।' বিষয়টির বর্ণনা আল্লাহ দিয়েছেন এভাবে, 'যদি তোমরা তাকে (রাসুলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাঁকে বের করেছিল, যখন তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল। যখন সে তার সাথিকে বলেছিল, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। আর আল্লাহতায়ালা কাফেরদের শিরকি কালেমা নিচু করে দিলেন। বস্তুত আল্লাহর তাওহিদের কালিমা সদা উঁচুত আছেই। আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।' (সুরা তাওবা : ৪০)।

রক্তপিপাসু শত্রুকে সামনে রেখে ওই সময়ের নাজুক অবস্থায় 'চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'- এই ছোট্ট কথাটি মুখ দিয়ে বের হওয়া শুধু তখনই সম্ভব, যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহর ওপরে সোপর্দ করে দেন। বিশ্বনবী জানতেন আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন। শক্তিতে ওদের সঙ্গে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। শুধু আল্লাহর কুদরত ছাড়া। আর আল্লাহই সাহায্য করেছেন। মোমিন বান্দার বিপদে আল্লাহ তার সঙ্গে থাকেন যদি বান্দা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন। গুহামুখ থেকে শত্রুরা ফিরে যাওয়া এ যে সাক্ষাৎ রবের কুদরতের প্রকাশ।

অশুভের দুয়ারে শুনি জনতার রণধ্বনি

মঙ্গল শোভাযাত্রা

১৯ এপ্রিল ২০২৫, শনিবার, বিকাল ৪টা
ডাইভারসিটি প্লাজা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

সম্মিলিত বর্ষবরণ মঙ্গল শোভাযাত্রা উদযাপন পরিষদ, নিউইয়র্ক কমিটি

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টা মন্ডলীর সভাপতি : সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ
উপদেষ্টা : আহকাম উল্লাহ, খোরশেদুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, জীবন চৌধুরী, প্রদীপ রঞ্জন কর, বাশীরুল হক, বেলাল বেগ, মাহবুবর রহমান, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, শরাফ সরকার, শামসুল আলম বকুল, সউদ চৌধুরী, সুব্রত বিশ্বাস।

কার্যকরী পরিষদ

আহ্বায়ক : রবীন্দ্রনাথ রায়
যুগ্ম-আহবায়ক : সাগর লোহানী
সদস্য সচিব : মুজাহিদ আনসারী
যুগ্ম-সদস্য সচিব : সনজীবন কুমার
প্রধান ব্যবস্থাপক : রাশেদ আহমেদ
কার্যকরী কমিটির সদস্য : অর্ঘ্য সারথী সিকদার, আব্দুল কাদের, আব্দুল হামিদ, আলপনা গুহ, আশীষ রায়, আসলাম আহমেদ খান,আল আমিন বাবু, আলী হাসান কিবরিয়া অনু, আহসান আলী ভূঁইয়া, উৎপল চৌধুরী, এএফএম আফতাবুজ্জামান, এম.এ মতিন মিঠু, ওয়ায়দুল্লাহ মামুন, ওয়াহেদুজ্জামান লিটন, কাজল মাহমুদ, কাবেরী দাশ, কামাল হোসেন মিঠু, ক্লারা রোজারিও, কল্লোল দাশ, গোপাল স্যানাল, গোলাম মর্তুজা, গোলাম হোসেন কুটি, জলি কর, জাকির আহমেদ রনি, জাকির হোসেন বাচ্চু, জায়েদুল মুহিত খান, তাজার রুমা, তানিয়া চৌধুরী, তপন মোদক, দীলিপ মোদক, নীরা কাদরী, নুরুল আমিন বাবু, প্যাট্রিক রোজারিও, ফরিদা ইয়াসমিন, ফারুক হোসাইন, মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, মিজানুর রহমান মিজান, মিথান দেব, মনিকা রায়, মিনা ইসলাম, মাহফুজ তুহিন, মোশাররফ হোসেন, মিলন কুমার রায়, রামদাস ঘরামী, লাভলু আনসার, সবিতা দাশ, সাবিনা হাই উর্বি, সুরাইয়া আকতার লাকী, সুবিত বড়ুয়া, রাজিব আহসান, রেজা রহমান, হাফিজুল হক, হিরো চৌধুরী, হুসনে আরা বেগম, শ্যামল চন্দ্র কর, শাহ ফারুক, শিশির শীল, সাগর লোহানী, সৈয়দ মিজানুর রহমান, সুকান্ত হরে, সুলেখা পাল, সুশিল সিনহা, সুমন আলম।

অনুষ্ঠান ও অভ্যর্থনা উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক : কাবেরী দাশ
সদস্য সচিব : সাবিনা হাই উর্বি
সদস্য : সুরাইয়া আকতার লাকী, শিল্পা আচার্য্য, মিনা ইসলাম।

প্রচার-প্রকাশনা উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক : জাকির হোসেন বাচ্চু
সদস্য সচিব : হিরো চৌধুরী
সদস্য : সুমন আলম, মাহফুজ তুহিন, দীলিপ মোদক।

শোভাযাত্রা উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক : রামদাস ঘরামী
সদস্য সচিব : বিপুল কে. সাহা
সদস্য : কাজী সৌমিক, ইকবাল হোসাইন, প্রশান্ত সরকার, পুস্পেন গোয়ালা।

শৃঙ্খলা উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক : কাজল মাহমুদ
সদস্য সচিব : নিখিল কুমার মন্ডল
সদস্য : আলী বাবু, নীতাই বাগচী, ইসলাম লিটন, সুব্রত তালুকদার, দেলোয়ার হোসাইন, পলাশ নন্দী, রাহুল বড়ুয়া, কাজী সৌমিক, ইকবাল হোসাইন।

শোভাযাত্রায় অংশগ্রহনকারী সংগঠন

অনুপ ড্যান্স একাডেমি (আড্ডা), আনন্দধ্বনী নিউইয়র্ক, আমেরিকা বাংলাদেশ কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এবিসিডিআই), আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র শাখা, উদীচী জামাইকা শাখা, একুশে চেতনা পরিষদ, গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা, তারার আলো ইউএসএ, প্রকৃতি নিউইয়র্ক, প্রগ্রেসিভ ফোরাম, পন্ডিত কৃষাণ মহারাজ তাল তরঙ্গ ইনিস্টিটিউট নিউইয়র্ক, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র, বহ্নীশিখা একাডেমী, বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা), বাংলাদেশ ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র, বাঙালীয়ানা ইউএসএ, বাঙালীয়ানা ফাউন্ডেশন ইউএসএ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পুলিশ এসোশিয়েশন (এনওয়াইপিডি), বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটেরান্স ১৯৭১ ইউএসএ, ভয়েস অব ওমেন ইমপাওয়ারমেন্ট ইউএসএ, মিথান ড্যান্স একাডেমি, রবীন্দ্র একাডেমী ইউএসএ, লালন পরিষদ ইউএসএ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, শিল্পকলা একাডেমী, সঙ্গীত পরিষদ,সাহিত্য একাডেমী নিউইয়র্ক, হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারী কলেজ এলামনাই এসোশিয়েশন।

সম্মিলিত বর্ষবরণ মঙ্গল শোভাযাত্রা উদযাপন পরিষদ, নিউইয়র্ক

মিডিয়া পার্টনার: CHANNEL i

এপ্রিলে বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে জংলি

৪৪ পৃষ্ঠার পর

প্রিন্স মাহমুদ।
এপ্রিলে বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে জংলি : চলচ্চিত্রে জুটি হয়ে আসছেন সিয়াম আহমেদ ও প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। তাদের সঙ্গে আছেন শবনম বুবলীও। তিন তারকাকে দেখা যাবে 'জংলি' নামের সিনেমায়। এরইমধ্যে সিনেমাটির লুক নজর কেড়েছে দর্শকের। সেখানে অ্যাকশন লুকে সিয়াম বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। বলা চলে বছরের মোস্ট ওয়ান্টেড সিনেমা হতে যাচ্ছে এম রাহিম পরিচালিত সিনেমাটি। সবকিছু ঠিক থাকলে সিনেমাটি আসছে রোজা ঈদেই মুক্তি পাবে। এই তথ্য শতভাগ নিশ্চিত। এদিকে জানা গেল নতুন খবর। ছবিটি দেশের পাশাপাশি বিদেশেও বড় পরিসরে মুক্তি পাবে। ২৫ এপ্রিল বিশ্বের নানা দেশে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
'জংলি' সিনেমার নতুন পোস্টার প্রকাশ করে দেশের বাইরে মুক্তির এই তথ্য জানানো হয়েছে। সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী পরিবেশনার দায়িত্বে আছে দ্য আর্ট কথাচিত্র। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার জাহিদ হাসান অভি জানান, এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, ইউকে, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, মালয়েশিয়া, আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং ওমানে সিনেমাটির মুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে।
ঈদে মুক্তি উপলক্ষে চলছে 'জংলি' সিনেমার প্রচারণা। ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সিনেমার 'জনম জনম' শিরোনামের গান। প্রিন্স মাহমুদের কথা ও সুরে গানটির সংগীতায়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। গেয়েছেন তাহসান খান ও আতিয়া আনিসা। ভিডিওতে দেখা গেল সিয়াম ও দীঘির রোমান্স। সিনেমার ট্রেলার মুক্তির আগে প্রি-টিজেও দেখা গেছে এই যুগলকে। তবে পোস্টার ছাড়া এখনো দেখা মেলেনি এ সিনেমার আরেক নায়িকা শবনম বুবলীর।

ফ্লোরিডার বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিতে নিহত ২

১ পৃষ্ঠার পর

দেখা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ঘটনার বিস্তারিত অবগত হয়েছেন বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান। ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির পুলিশ প্রধান জেসন ট্রামবাওয়ার বলেছেন, গুলিতে দুজন নিহত এবং অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। নিহত দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন বলে জানা যায়। তবে বন্দুকধারী একজন ছাত্র বলে মনে করা হচ্ছে। আহত পাঁচজনকে তালাহাসি মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং শ্যুটারকেও চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
ভবনের বাইরে গুলির শব্দ শুনে আতঙ্কিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা একটি বোলিং অ্যালেতে লুকিয়ে পড়েন এবং ছাত্র ইউনিয়নের ভিতরে একটি মালবাহী লিফটে আটকে পড়েন। তালাহাসি মেমোরিয়াল হেলথকেয়ারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গুরুতর অবস্থায় থাকা এক ব্যক্তি সহ কমপক্ষে ছয়জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। মুখপাত্রের মতে, অন্যান্য রোগীদের অবস্থা গুরুতর ছিল। একাধিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ট্রাক এবং টহল যানবাহন ফ্লোরিডার রাজধানীর ঠিক পশ্চিমে ক্যাম্পাসের দিকে ছুটে যায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে একটি শ্যুটার সতর্কতা জারি করে। পুলিশ ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে সাড়া দিচ্ছে।

হার্ভার্ডে বিদেশী শিক্ষার্থীদের নিষিদ্ধ করতে চান ট্রাম্প

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এই বছর হার্ভার্ডের ভর্তির ২৭% এরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেডারেল তহবিলের প্রায় ২.২ বিলিয়ন ডলার স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ট্রাম্প বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নতুন করে আক্রমণ শুরু করে বলেছেন , হার্ভার্ড আর শিক্ষার একটি উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। হার্ভার্ডের উপর প্রশাসনের আক্রমণ বিচ্ছিন্ন নয়। সরকারের ইহুদি-বিদ্বেষী টাস্ক ফোর্স পর্যালোচনার জন্য কমপক্ষে ৬০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে চিহ্নিত করেছে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সম্প্রসারণে উদ্যোগ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মাঝে গড়ে উঠেছে আবাসিক এলাকা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ নানা ব্যবসা কেন্দ্র। একাজ সম্পন্ন করতে ব্যয় হবে আনুমানিক তিন মিলিয়ন ডলার। আগামী ২৭ এপ্রিল, রোববার সকাল ১১টায় সম্প্রসারণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। ভবন সম্প্রসারণ কাজ শুরুর ঐতিহাসিক এ অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী কমিটি ও ট্রাস্টিবোর্ডের কর্মকর্তাগণ। এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তারা।
সাম্প্রতিক সময়ে জুমার নামাজ এবং রমজানে তারাবিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় স্থান সংকুলান হচ্ছে না মুসল্লিদের। ফলে জেএমসির মূল ভবনটির সম্প্রসারণ জরুরী হয়ে পড়ে। সাধারণ মুসল্লিদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান পরিচালনা কমিটি গ্রহণ করেছে যুগান্তকারী একটি সিদ্ধান্ত। মুসল্লিদের সহযোগিতায় উদ্যোগ নিয়েছে ভবনটি সম্প্রসারণের। বর্তমান দ্বিতল ভবনটি চার তলায় উন্নীত করা হবে।
উল্লেখ্য, দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত এই সম্প্রসারণ সম্পন্ন হলে মুসল্লিদের ধারণ ক্ষমতা যেমন বাড়বে তেমনি হাফেজী স্কুল, উইক এন্ড ইসলামী শিক্ষা, মহিলা ও বয়স্কদের জন্য অধিকতর সুবিধা হবে । জেএমসির এই সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য ইতোমধ্যেই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে। গত ১৪ এপ্রিল সকালে জেএমসি কর্তৃপক্ষের সাথে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসময় জেএমসি পরিচালনা কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ডের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের প্রাথমিক কাজে আনুমানিক ৬ মাস এবং অঙ্গসজ্জাসহ পূর্ণাঙ্গ কাজ সম্পন্ন হতে আরো ৬ মাস লাগতে পারে বলে জানান জেএমসি পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী আফতাব মান্নান। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ নাজমুল এইচ খান মুসল্লিদেরকে সম্প্রসারণ কাজের উদ্বোধনীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

নোমান সাবিতের ভুয়া সংবাদের প্রতিবাদ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশিত সংবাদ পরিবেশন এর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি। আমরা অতীব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে, বিগত ৪০ বছর যাবত ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউ.এস আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত। ১৯৯৭ সনের ডিবি ফেলোশিপে ৬৩ জন বাঙালি মিশিগানের ডেট্রয়েটের জেলে বন্দি হলে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউ.এস এর সভাপতি শাহ শহিদুল হক প্রবাসী বাঙালি আইনেরকে প্রখ্যাত আইনজীবী এডওয়ার্ড কডুয়া এর মাধ্যমে জেল বন্দীদের জামিন পেতে সহায়তা করেন। ২০০১ এর ৯/১১ এর সময়ে এফ বি আই কর্তৃক মোহাম্মদ বা আহমেদ নামধারী প্রবাসী বাঙালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গণহারে গ্রেফতার শুরু করে। রাতের অন্ধকারে প্রায় ১০ হাজার প্রবাসী বাঙালি কানাডা পলায়ন করে। সেই ক্রান্তিলগ্নে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট ডেভেলপমেন্ট ইউএসএ কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলি এর সহায়তায়, এম আজিজুল্লাহ, আক্তার হোসেন, অধ্যাপিকা মারেনা গোমেজ, গোলাম মোস্তফা প্রমুখসহ অনেক নেতৃবৃন্দ এর উপস্থিতিতে এফ.বি.আই এর এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর জোনাথন পি কেভিন প্রায় ৮/১০ জন আইনজীবির সমন্বয়ে প্যানেল ডিসকাশন এর মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালীদের সহায়তা প্রদানে নিয়োজিত ছিল। স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন এর সময়ে বাঙালীদের জন্য আমরাই বিশেষ ব্যবস্থা করে দেশপ্রেমে নিয়োজিত ছিলাম। সিডরের প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময়ে, বাংলাদেশের পুরাতন ঢাকার নিমতলীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় আমরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। সাভারের রানা প্লাজায় ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের জন্য ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউএসএ একমাত্র নগদ অর্থ প্রদান করে দেশ মাতৃকার পাশে আবদ্ধ ছিল। আমেরিকার লুজিয়ানা শহরে আমরাই বন্যা পীড়িত মানুষের জন্য ট্রাক ভর্তি করে বিপুল পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী সহায়তা প্রেরণ করেছি। এছাড়া এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক টাউন হল সেমিনার, প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের দাবি মেনে নেওয়া,প্যালেস্টাইনের নারী ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা বন্ধে, ভারত ও চায়নার মুসলিম নির্যাতন, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের জন্য আমাদেও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
বাংলাদেশ ডে প্যারেডের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউ.এস.এ ইতিপূর্বে কে, কবে, কাহারা, কোথায় বাংলাদেশ ডে প্যারেড করেছেন, সেটা নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটে নয়। অন্যান্য অনেক এলাকাতে হতে পারে, ভবিষ্যতে হবে,যার কোন ধারাবাহিকতা ছিলো না, সেটা আঁতুড় ঘরেই মৃত্যুবরণ করেছে। অনেক বিজ্ঞানী চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু সবাই সফল হতে পারেননি। প্রথম চাঁদে অবতরণ করেছেন নীল আমস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন, মাইকেল কলিন্স, এদের নাম ইতিহাসে লিখা থাকবে। এভারেস্ট বিজয়ে হিলারি ও তেনজিং কে সবাই জানে, কিন্তু এর আগে অনেকেই চেষ্টা করেছেন, মাঝপথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের কথা কজন জানে?
আপনার মত কুখ্যাত অনলাইন ইউটিউব ব্যবসায়, চাঁদাবাজ, লোকসানের খতিয়ান মাত্র। আমাদের চল্লিশ বছরের মানবাধিকার সংগঠনের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ এ ধরনের মিথ্যা আচরণ করার সাহস পাননি। বাংলাদেশ ডে প্যারেড এর আয়োজন আমরাই প্রথম করেছি। যার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ী জে.বি.বি.এর সম্মানিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ, পরিষদেও অন্যতম উপদেষ্টা এটর্নি মঈন চৌধুরী, ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ, আহবায়ক শাহ নেওয়াজ, প্রধান সমন্বয়কারী ফায়াদ সোলায়মান যারা সমস্ত হিসাব জানেন এবং সাপ্তাহিক ঠিকানাতে আমার বক্তব্যের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আয়-ব্যয় এর খতিয়ান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ডে প্যারেড এর মেইন সংগঠন হিউম্যানিটি অ্যাম্পাওয়ারমেন্ট রাইটস এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলো বাংলাদেশ সোসাইটি। এখানেও আপনি ইতিহাস বিকৃত করেছেন। আপনি বাংলাদেশ ডে প্যারেডের সম্মানিত আহবায়ক আয়োজক এবং গ্র্যান্ড মার্শাল সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদককে সুপরিকল্পিত এবং মামলা বাজ প্রতারক বলে গালি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে আপনি একজন ধান্দাবাজ, চাঁদাবাজ এবং প্রতারক। জনাব শাহ নেওয়াজ আগামীতে বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টির সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। উনাকে অপমান করা মানে গোটা বাঙালীকে অপমান করা। আপনি একজন স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী কে নেতিবাচক মন্তব্য করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কণ্ঠশিল্পী রানু নেওয়াজ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সম্মানিত। তবে কেউ কাউকে ঢিল মারলে তাকে পাথরের আঘাত সহ্য করতে হয়।
গত ২৬শে মে ২০২৪ এ বাংলাদেশ ডে প্যারেডের প্রধান আকর্ষণ ছিল মেয়র এরিক এডামস, এস্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস, কুইন্স বুরোর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারন সম্পাদক রুহুল আমিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা নর্থ আমেরিকা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল সবাই ৩০ টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সকলের সম্মতিক্রমেই জনাব শাহ নেওয়াজ গ্র্যান্ড মার্শাল নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবারের প্যারেড মার্শাল ছিল ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট এর সভাপতি শাহ সহীদুল হক সাঈদ।
নিউইয়র্কের সকল গণমাধ্যমে সার্বিকভাবে আমাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন বলেই আমরা এ ধরনের সুন্দর প্যারেড উপহার দিতে পেরেছি। আপনি লিখেছেন নতুনদের কোন সম্পৃক্ততা ছিলনা অথচ ৩৩ জন ছাত্র ছাত্রীর বিশাল পতাকা নিয়ে অংশগ্রহণ ছিল চমকপ্রদ। সুতরাং এখানেও আপনি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন না ভুয়া সংবাদ পরিবেশন করেছেন। প্রথমে লিখেছেন চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশ ডে প্যারেড, আবার শেষের দিকে লিখেছেন প্রকৃতপক্ষে এটাই দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ ডে প্যারেড। সুতরাং আপনার সংবাদ জগাখিচুড়ি, চাঁদা না পাওয়ার প্রসব বেদনা মাত্র। আমরা কার্যকরী কমিটির সদস্য এম এ আজিজ ভাইকে ডে প্যারেড এর উদ্বোধন করার প্রস্তাব করার জন্য দেখা করেছি। উনি আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।
সর্বশেষে আপনাকে বলতে চাই ভুয়া সংবাদ পরিবেশন থেকে বিরত থাকুন। "পেঁচা রাষ্ট্র করে দেয়, পেলে কোন ছুতা, জানোনা সুরোর সঙ্গে আছে মোর শত্রুতা"। আপনি কি পেঁচার মতো মাটির খোড়লে থেকে অর্থাৎ কানেক্টিকাট থেকে কতিপয় পদ বঞ্চিত ব্যক্তির প্ররোচনায় আমাদের নিউইয়র্কবাসীদেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে হিংসাত্মক মিথ্যা ভুয়া বানোয়াট সংবাদ পরিবেশনে সফল হতে চান? সে আশায় গুড়ে বালি। আপনাকে আমরা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছি।
(বিবৃতিটি পাঠিয়েছেন শাহ শহিদুল হক সাঈদ)।

KARNAFULLY TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

এপ্রিলে বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে জংলি

সিয়ামের ছবির আয় প্রকাশ করলেন পরিচালক

আজকাল বিনোদন

ঈদুল ফিতরে মুক্তি পেয়েছে সিয়াম আহমেদ অভিনীত সিনেমা 'জংলি'। মুক্তির পর থেকে সিনেমাটি দর্শক হৃদয় বেশ ভালোভাবেই স্পর্শ করে। বেড়ে যায় এর দর্শক চাহিদা। হল মালিকরাও বাধ্য হয়ে হলসংখ্যা বাড়ায়। বাড়তে থাকে আয়ও। ঈদে শাকিব খানের 'বরবাদ' ও নিশোর 'দাগি'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয় করেছে জংলি।

এবার সিনেমাটির আয়ের তথ্য প্রকাশ করলেন পরিচালক এম রাহিম। মুক্তির ১৬ দিনে 'জংলি' কত আয় করেছে সেই তথ্য দিয়েছেন সিনেমার পরিচালক।

বুধবার রাতে এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে এই নির্মাতা জানিয়েছেন, জংলির গ্রস কালেকশন (টিকিট বিক্রি মূল্য) দুই কোটি ছয় লাখ টাকা।

রাহিম তার স্ট্যাটাসে জানান, 'পরিবারের সবাই একসঙ্গে হাসছে, একসঙ্গে কাঁদছে বাংলা সিনেমা দেখে, জংলি দেখে। আমরা নিশ্চিত, আরো হাজারো-লাখো পরিবারের হাসি-কান্নার কারণ হব।' এরপর সিনেমার আয়ের পরিমাণ জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'জংলির ১৬ দিনের টোটাল গ্রস কালেকশন দুই কোটি ছয় লাখ টাকা প্রায়।'

'জংলি' সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ। এ সিনেমায় অভিনেতা একাধিক লুকে দর্শকদের সামনে হাজির হন। সিনেমায় সিয়ামের বিপরীতে অভিনয় করেছেন প্রার্থনা ফারদিন দীঘি ও শবনম বুবলী। সিনেমায় গানের সুর ও সংগীত আয়োজনের দায়িত্ব পালন করেছেন এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

ওটিটিতে ফারিণের প্রথম সিনেমা

আজকাল বিনোদন

অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণের প্রথম দেশীয় সিনেমা 'ফাতিমা'। গত বছর ২৪ মে এটি মুক্তি পায় প্রেক্ষাগৃহে। তারও আগে ইরানের ৪২তম ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয়েছিল সিনেমাটির। এমনকি এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ফারিণ সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারও অর্জন করেন সেখান থেকে। দর্শক-সমালোচকদের কাছে বেশ প্রশংসিত হয় সেটি। এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

শাহরুখ-গৌরির রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ

আজকাল বিনোদন

শাহরুখ ও গৌরি দম্পতির সিনেমা বাণিজ্যের বাইরেও মুম্বাই শহরে রয়েছে অভিজাত খাবারের দোকান। 'তরী' নামের সেই রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে এক ফুড ভ্লগার গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। বলছেন, নকল পনির বিক্রি করা হয় বলিউড বাদশার দোকানে!

সম্প্রতি সার্থক সচদেব নামের ওই ইউটিউবার 'তরী'তে খেতে গিয়েছিলেন। সেসময়ে করা একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে তিনি দাবি করেছেন, সেখানে নকল পনির বিক্রি করা হয়। তিনি আরও দাবি করেন, রেস্তোরাঁয় স্টার্চযুক্ত (শ্বেতসার) পনির পরিবেশন করা হয়েছিলো এবং সেটি তিনি পরীক্ষা করেই বুঝেছেন। ভিডিওতে, সার্থক রেস্তোরাঁয় পরিবেশন করা পনিরের একটি টুকরোতে আয়োডিন টিংচার পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা মূলত স্টার্চের উপস্থিতি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। খাবার আয়োডিনের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে পনিরের রঙ কালো বা নীল হয়ে যায়। রঙ পরিবর্তন হওয়ার কারণে সার্থক ঘোষণা করেন, 'শাহরুখ খানের রেস্তোরাঁয় নকল পনির পরিবেশন করা হচ্ছে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

সার্থক একই সময়ে মুম্বাইয়ের বেশ কয়েকটি সেলিব্রিটি মালিকানাধীন রেস্তোরাঁ পরিদর্শন করেন, যার মধ্যে বিরাট কোহলির 'ওয়ান ৮ কমিউন', শিল্পা শেঠির 'বাস্তিয়ান' এবং ববি দেওলের 'সামপ্লেস এলস' এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

যে কারণে অভিনয় ছেড়ে দিচ্ছেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী

আজকাল বিনোদন

অস্কারজয়ী অস্ট্রেলিয়ান অভিনেত্রী কেট ব্লানচেট। সম্প্রতি এমন এক স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যা তার ভক্তদের চমকে দিয়েছে। তিনি অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন! রেডিও টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্লানচেট বলেন, 'আমার পরিবার আমার কথায় হতাশা প্রকাশ করছে। জানি অনেকে অবাক হবে। কিন্তু আমি সত্যিই বলছি- আমি অভিনয় ছেড়ে দিতে চাই। আমার মনে হয়, অভিনয় ছাড়াও জীবনে আরও অনেক কিছু করার আছে।' ৩৫ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে দুটি অস্কার এবং চারটি বাফটা জয় করেছেন এই অভিনেত্রী। তিনি জানান, খ্যাতির সাথে কখনোই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি তিনি। সবসময় অভিনয়টাকে পেশা হিসেবে দেখেছেন। এই পরিচয় থেকে বাড়তি কোনো সুযোগ সুবিধাও আশা করেন না তিনি। 'আমি সবসময় নিজেকে প্রান্তিক মনে করেছি। কোথাও অস্বাভাবিক কোনো বিশাল অবস্থান আছে বলে মনে হয়নি'- যোগ করেন ব্লানচেট। তিনি আরও বলেন, 'টক শো বা সাক্ষাৎকারে যা বলি সেগুলোর ছোট ছোট অংশ নিয়ে যখন শিরোনাম বানানো হয় তখন নিজেকে অনেক অন্যরকম লাগে। আমি সেই ব্যক্তি না। আমি অতিরিক্ত প্রচার চাই না। অতি রঞ্জিত প্রশংসাও না।' তবে অভিনয় ছাড়ার চিন্তা থাকলেও ২০২৫ সালে ব্লানচেট দারুণ সফলতা পেতে যাচ্ছেন। স্টিভেন সোডারবার্গ পরিচালিত তার নতুন সিনেমা 'ব্ল্যাক ব্যাগ' সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এটি তার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা কাজ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই থ্রিলার সিনেমায় ব্লানচেটের বিপরীতে অভিনয় করেছেন মাইকেল ফাসবেন্ডার। ছবিটিতে একজন গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ব্লানচেট। তার রহস্যময় উপস্থিতি সিনেমাটিকে করেছে উত্তেজনাপূর্ণ।

আড়াই বছর পর আবার 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'

আজকাল বিনোদন

'ব্যাচেলর পয়েন্ট'এর নতুন সিজন নিয়ে অবশেষে সুখবর দিয়েছেন নির্মাতা কাজল আরেফিন অমি। দীর্ঘ দুই বছর পর আবারও দর্শকদের সামনে হাজির হতে যাচ্ছে নাটকটির পঞ্চম সিজন। বৃহস্পতিবার অমি তার ভেরিফায়েড ফেসবুকে পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পোস্টে নাটকটির পঞ্চম সিজনের একটি পোস্টার শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, "দীর্ঘ আড়াই বছর পর আবার শুরু হতে যাচ্ছে 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'।"

সিরিজটি প্রথম প্রচার হয়েছিল ২০১৮ সালে। একঝাঁক ব্যাচেলর চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা এই ধারাবাহিক খুব অল্প সময়েই দর্শকমহলে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিশেষ করে নাটকের কাবিলা, পাশা, হাবু, শুভ, মিয়া, নাবিলা, শিমুল, সিরিন, বোরহান, জাকির ও অন্তরার মতো চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছিল দর্শকদের নিকটস্থ। অশ্লীল সংলাপের অভিযোগে সমালোচনাও কম ছিলো না। ২০২২ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রচার হয়েছিল 'ব্যাচেলর পয়েন্ট' সিজন ৪। এরপর থেকেই দর্শকরা সিজন ৫এর অপেক্ষায় ছিলেন দর্শকরা। মাঝে একাধিকবার গুঞ্জন উঠলেও, এবার নির্মাতা অমি নিজেই নিশ্চিত করেছেন, শিগগিরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে দর্শকদের সুখবর দেবেন তিনি।

এই ধারাবাহিকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মারজুক রাসেল, জিয়াউল হক পলাশ, চাষী আলম, সাবিলা নূর, সানজানা সরকার, ফারিয়া শাহরিন, শরাফ আহমেদ জীবন, সুমন পাটোয়ারি, পারসা ইভানা, আশুতোষ সুজন, মনিরা মিঠু, আবদুল্লাহ রানা, পাভেল, শিমুল প্রমুখ।

সৃজিতের ভাবনায় এখন স্বস্তিকা!

আজকাল বিনোদন

মুক্তি পেয়েছে সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত টালিউড সিনেমা 'কিলবিল সোসাইটি'। সুখবরের একদিন না পেরোতেই ভক্তদের চমক দিয়ে নতুন তথ্য জানান এ নির্মাতা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম কলকাতা টিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এবার থ্রিলারধর্মী নতুন একটি সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা করছেন সৃজিত। আর এ সিনেমার মুখ্য চরিত্রে থাকবেন একজন নারী সিরিয়াল কিলার।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে টালিউডের গুণী এ নির্মাতা বলেন, ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করতে বরাবরই আগ্রহী। এবার একটি থ্রিলারধর্মী সিনেমা দর্শকদের উপহার দিতে চাই। আর সে সিনেমায় অভিনেত্রী হিসেবে স্বস্তিকাই আমার প্রথম পছন্দ। সৃজিত আরও বলেন, স্বস্তিকা প্রায়ই আমাকে বলে পুরুষ সিরিয়াল কিলার নিয়ে অনেক কাজ করেছি। এবার এক নারী সিরিয়াল কিলার নিয়ে সিনেমা তৈরি করতে। এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

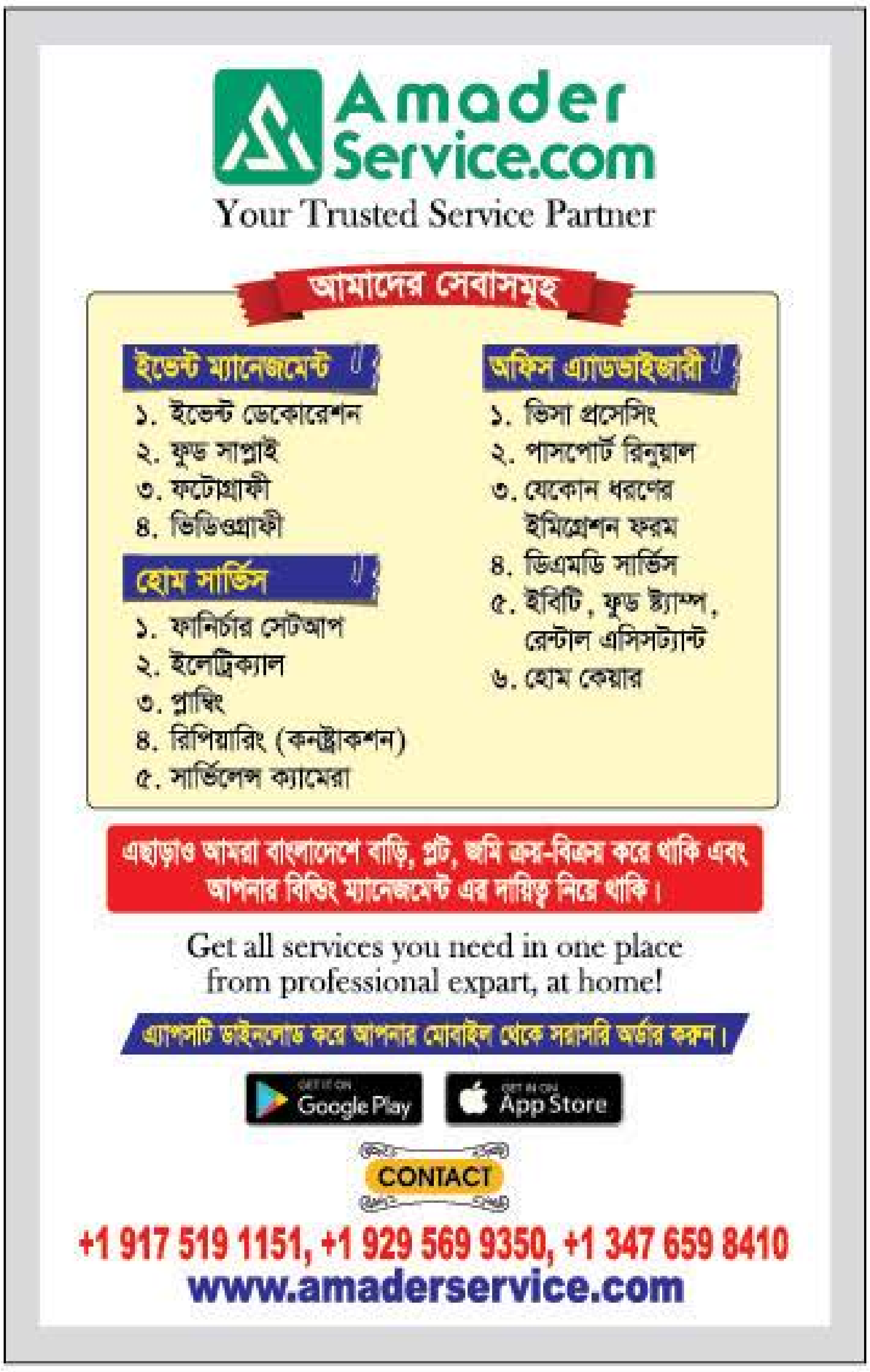
Amader Service.com
Your Trusted Service Partner
আমাদের সেবাসমূহ
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী
হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা
অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার
এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।
Get all services you need in one place from professional expart, at home!
এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।
GET IT ON Google Play
GET IT ON App Store
CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।
বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR
Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

REAL ESTATE, DIVORCE,
IMMIGRATION & SMALL BUSINESS
বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

নিউইয়র্কের জালালাবাদ এসোসিয়েশনের বর্ণাঢ্য ঈদ পুনর্মিলনী

আজকাল রিপোর্ট: প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মইনুল ইসলাম এবং আসাদুল গনি আসাদের নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ব্যতিক্রমি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৬ এপ্রিল। চমৎকার, পারিবারিক এবং আন্তিক এ অনুষ্ঠান এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা ছাড়াও কমিউনিটির সর্বস্তারের লোকজন অংশগ্রহন করেন। অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহন ছিল লক্ষনীয়।

আরো চমৎকার বিষয় ছিল ঘর থেকে রান্না করা খাবার পরিবেশন। প্রবাসে বিভিন্ন সংগঠনের অনুষ্ঠান হয়। এসব অনুষ্ঠানের জন্য অতিথি থাকেন। বিরক্তিকর বক্তব্যের ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ঈদপুনর্মিলনী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে ছিল না কোন মঞ্চ, ছিলা কোন অতিথি। সবাই বক্তা, সবাই অতিথি। তরা সবাই কথা বলেছেন, সংগীত পরিবেশন করেছেন, কবিতা আবৃত্তি করেছেন। চুটিয়ে আড্ডা মেরেছেন। আবার কেউ কেউ প্রতিপক্ষ গ্রুপের কঠোর সমালোচনা করেছেন, ভবন নিয়ে নোংরা রাজনীতি না করার আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন ভবন জালালাবাদবাসীর প্রাণের দাবি,

স্বপ্নের সারথী। সুতরাং কোন ষড়যন্ত্র করে লাভ হবে না। জালালাবাদ বাসীর এই ভবন থাকবে। আস্থা প্রকাশ করেছেন মইনুল ইসলামের প্রতি। দাবি জানিয়েছেন,

জালালাবাদ স্টোরের। সেই সঙ্গে ভবন ঋনমুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে।

সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সবাই আনন্দ-উৎসবের মেতে ছিলেন। অনেকেই এমন সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কার্যকরি কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগামী দিনে এ ধরনের আরো অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান তারা। কারণ এর ফলে সবার মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। সংগঠনের সভাপতি মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক আসাদুল গনি আসাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত ছিলেন বিয়ানী বাজার সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাবেক সহ-সভাপতি গীতিকার গৌছ খান, ওয়াচ মিয়া, প্রফেসর আব্দুল খালিক, আব্দুল হক নুনাই, ইয়ামিন রশীদ, অর্থনীতিবিদ আব্দুল মোমিত ফুয়াদ, নিয়াজী, এনায়েত হোসেন। জালাল, জাবেদ খসরু, মনসুর চৌধুরী, ব্যাংকার ফারুক আহমেদ, নসির আলী খান পল, প্রফেসার আমিনুল হক চুন্নু, হাসানাত তালুকদার, সেলিনা বেগম সাবেক সভাপতি শাহীন কামালি, নজরুল ইসলাম, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ খায়ের, মনির উদ্দিন, হেলিম উদ্দিন, মঈনুজ্জামান চৌধুরী, শাহীন আজমল, শাহীনুল ইসলাম, কামরুল হোসেন, খলিলুর রহমান, আব্দুল রহিম কাদির, মৌলানা শিহাব উদ্দিন, জয়নাল উদ্দিন লায়েক, মোহাম্মদ এল মিয়া, লায়েছ আহমদ মিনু, বদুরুল উদ্দিন, দেওয়ান মোতাসসির, শেখ জামাল হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বেলাল চৌধুরী, আনোয়ার চৌধুরী পারেক, সুতিপা চৌধুরী চম্পা, শারমিন রহমান, আওলীয়া খায়ের, সাদিয়া আমিনা রহমান, রফিকুল ইসলাম রেনু, লাকি আখতার, শাহ নেওয়াজ বেগম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানকে সফল ও সার্থক রকার জন্য সভাপতি মইনুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আসাদুল গনি আসাদ সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

SK FILMS
USA DISTRIBUTIONS
REAL ENERGY PRODUCTION & AZEEM HAROON PRESENTS
A RIDHI SIDHI ENTERTAINMENT PRODUCTION
PRODUCED BY SHAHREEN AKTER SUMI
REAL ENERGY PRODUCTION
MEGASTAR SHAKIB KHAN
BORBAAD
DIRECTED BY: MEHEDI HASSAN HRIDOY
CINEMART CINEMAS
10603 Metropolitan Ave, Forest Hills, NY 11375
4/17/25 THU 7:30 PM PREMIERE SHOW
4/18/25 FRI 8:00 PM 8:40 PM
4/19/25 SAT 8:00 PM 8:40 PM
4/20/25 SUN 7:00 PM 8:00 PM
4/21/25 MON 1:30 PM 4:30 PM 7:30 PM
4/22/25 THU 1:30 PM 4:30 PM 7:30 PM
4/23/25 WED 1:30 PM 4:30 PM 7:30 PM
KEW GARDENS CINEMAS
81-05 Lefferts Boulevard, Kew Gardens, Queens, NY 11415
4/18/25 THU 5:00 PM (DAILY)
GET YOUR TICKET NOW
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং থিয়েটার বক্স অফিসে
IN ASSOCIATED WITH:
Galaxy media
EVENT PARTNER:
GOLDEN AGE HOME CARE
MEDIA PARTNER:
আজকাল
SUPPORTED BY
NAWBAB

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30, 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য

এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি। এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।

বাফেলো ঠিকানা :

Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

IRS e-file

নুসরাত জেরিন

CALL: 917-436-0954

- সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
- কম সময় এবং ন্যূনতম ফি
- ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
- কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
- নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

Clearview Eye Center

কুইন্সের বহু বছর যাবত চোখের চিকিৎসায় সাফল্য অর্জনকারী ডাক্তার সাজ্জাদ আখতার এর চিকিৎসা নিন

* চোখ আপনার জীবনের অমুল্য সম্পদ
* সময় থাকতে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চোখের সঠিক যত্ন নিন
* আমরা বাংলায় কথা বলি

All kinds of eye's Problems Solved by

SAJJAD AKHTAR, M.D.

117-04 Jamaica Ave, Richmond hill, NY 11418

Tel : 718-847-3937

25-19 35th Street, Suite: CFAstoria, NY 11103

Tel : 718-728-3606

We Accept most of Insurances.

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

Zillur Tax Accounting and Insurance

Accounting, Tax Filling, Audit, Insurance and Real State

Zillur Rahim

IRS Enrolled Agent, MBA

646-322-3254

Our Services:

- Personal tax filling
- Business tax filling
- New Business Set-up
- Immigration
- Insurance and all kind of form fill up
- Notary

IRS e-file

We help Buying, Selling and Renting

Zillur Rahim
Exit Realty Prime

88-11A, 169th St. (2nd floor) Jamaica NY-11432

646-322-3254, 718-374-3110

Email : zillurincometaxnyc@gmail.com

Zillurtaxandinsurance.com

বাংলাদেশী (এমটিএ) নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট এর লোকাল ১০০ ইউনিয়ন এমপ্লয়ীদের বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উদযাপন

আজকাল রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির (এমটিএ) কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন "বাংলাদেশী (এমটিএ) নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট লোকাল ১০০ ইউনিয়ন এমপ্লয়ীদের উদ্যোগে এই প্রথমবারের মত উদযাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ ১৪৩২।

গত ১৫ এপ্রিল মঙ্গবার জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি হলে সংগঠনের প্রচুর সংখ্যক সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গসহ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নববর্ষ পালনের মাধ্যমে প্রবাসে নতুন প্রজন্মসহ সকলের কাছে বাংলাদেশী সংস্কৃতি তুলে ধরেন। সম্পূর্ন অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এমটিএর "টি ডাবলিউ ইউ" লোকাল ১০০ ইউনিয়ন স্টেশন ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার আখলাকুর রহমান আপন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, একে এম মামুন খান, আফজাল খান, শামিম ইউ খান, এস রহমান, নিজাম উদ্দিন, মোঃ সালাহ উদ্দিন, প্রিয় লাল নাথ, সুবাস সি সেন, গোপাল দাস, এমডি মনিরুল হক, বেলাল সিকদার, দেওয়ান লিয়াকত, দেবেশ বড়ুয়া, মোঃ এইচ রহমান, এমডি সোলায়মান, কে এম খন্দকার।

বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এবং সংগঠনের দুইজন প্রয়াত সদস্যের স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন করে অনুষ্ঠানের কর্মসূচী শুরু করা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে আখলাকুর রহমান আপন উপস্থিত সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এসময় তিনি বলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই আয়োজনে সাড়া এবং অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি খুবই আনন্দিত। যেহেতু এই সংগঠনের এটাই প্রথম অনুষ্ঠান তাই ভুল-ত্রুটি হওয়াটা স্বাভাবিক এবং এই জন্যে তিনি প্রথমেই সবার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আপন আরও বলেন, এখানে বেড়ে উঠা আমাদের নতুন প্রজন্মকে বাংলা সাংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আজকের অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। এ সময় অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন সাঈদ রহমান, এন ব্রাউন (ইউনিয়ন ডাইরেক্টর অব চেয়ার) সহ আরো অনেকে। সাংস্কৃতি পর্বে ছিল মিথুন ডান্স একাডেমির নতুন প্রজন্মের মেয়েদের (৪ গ্রুপের) আকর্ষনীয় নৃত্য যা আগত অতিথিরা প্রানভরে উপভোগ করেন। ছিল সমবেত কণ্ঠে ছোট ছেলে-মেয়েদের কণ্ঠে বাংলা বর্ষবরনের গান। বড়দের মধ্য থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণা তিথি, বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী শান্তনীল ধর ও সাঈদ রহমান। বৈশাখীর প্রধান আকর্ষন পান্তা-ইলিশ ও মুখরোচক অনন্য খাবারের মাধ্যমে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। প্রথম অনুষ্ঠান হলেও আয়োজকদের সহযোগিতা ও আখলাকুর রহমান আপন এর সুদক্ষ পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি ব্যাপক সফলতা অর্জন করে

Kishoreganj District Association NA Inc.
কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন এনএ ইনক

Community Development, Volunteers, Non Profit, Non Political Organization

ঈদ পুনর্মিলনী নববর্ষ ১৪৩২ উদযাপন

সঙ্গীত পরিবেশনায়: রোকসানা মির্জা ও নাজু আকন্দ

স্থান: মেজ্জান রেস্টুরেন্ট
163-08 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432

তারিখ: রবিবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৫
সময়: দুপুর ২ ঘটিকা

সম্মানিত কিশোরগঞ্জবাসী ভাই ও বোনেরা,
আসছে ২০শে এপ্রিল ২০২৫ রোজ রবিবার কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন এনএ ইনক এর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/ আপনারা আমন্ত্রিত। অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

আমন্ত্রণে -

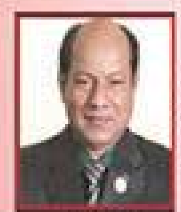

মোঃ এবাদুল হক
চেয়ারম্যান
347-891-9853

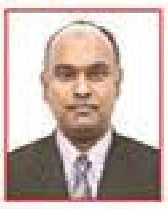

মোঃ মনিরুজ্জামান
এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর
917-650-9271

সার্বিক তত্ত্বাবধানে,

চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ট্রাষ্ট্রি	এ বি এম ওসমান গনি
ভাইস চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ট্রাষ্ট্রি	মফিজুর রহমান দুলাল
ভাইস চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ট্রাষ্ট্রি	প্রফেসর মিজানুর রহমান মিজান
মেম্বার, বোর্ড অফ ট্রাষ্ট্রি	মোঃ বেলাল হোসেন
মেম্বার, বোর্ড অফ ট্রাষ্ট্রি	ছাইদুর খান ডিউক
মেম্বার, বোর্ড অফ ট্রাষ্ট্রি	ডঃ আবদুল্লাহ জাহিদ

সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুরুল হক চুন্নু
মোঃ গোলাম মোস্তফা
সুবল দেবনাথ
কামরুল হাছান চৌধুরী
শফিকুল হক

আজিজুন নাহার মুকুল
মোঃ রওশন আলম
কামরুজ্জামান মুরাদ
ইঞ্জি. ইকবাল হোসেন
সৌরভ হোসেন ভূইয়া
নাজমা বেগম

সার্বিক সহযোগিতায়:

জুবায়ের আহমেদ রানা, কামরুজ্জামান চৌধুরী রুনু, মোঃ সালাউদ্দিন, শামীম উদ্দিন নাসের, আলী মোঃ মাসুদ, রফিকুল ইসলাম মুন্সী, কামাল উদ্দিন, জাহিদুল ইসলাম, মোঃ মাহফুজুল হক, জাকিয়া খান ডেইজী, মকবুল হোসেন, মাহমুদুল হক টিপু, কামরুল ইসলাম চৌধুরী, বিশ্বজিৎ পাল, জাহাঙ্গীর আলম জয়, শিপু সামদানি, পলাশ আহমেদ, জিহাদ ইসলাম, সৈয়দ মোঃ আতিকুল রহমান, তাহমিনা চৌধুরী, মোঃ সাজ্জাদ করিম, কামরুল হুদা চৌধুরী মাসুদ, রিফাত আহমেদ, মাহবুবুর রহমান, জুনাইদ আহমেদ, শাওন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, বোরহান উদ্দিন আহমেদ, ফাহমিদা খানম, লুবনা শারমীন মমি, দিলশাদ বেগম পুষ্প, ফারজানা ইসলাম, উষা সামদানি, তানিয়া রফিক, খাদিজা আকুনজী, এএইচ বাশার।

!! 100% HALAL & TASTY FOOD IN MANHATTAN !!

We do catering
HALAL CHINESE
HALAL FOOD

CURRY KING
RESTAURANT
حلال

PAKISTANI, INDIAN & BANGLADESHI CUISINE

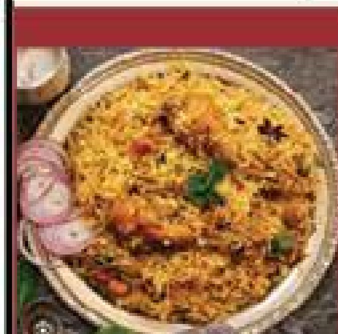

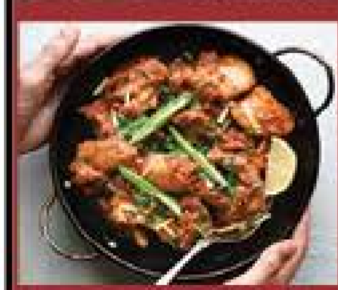

ম্যানহাটানের প্রাণকেন্দ্রে ১০০% হালাল ও সুস্বাদু খাবার

* PAKISTANI -BANGLADESHI- INDIAN CUISINE

COME & ENJOY
OUR DELICIOUS FOOD

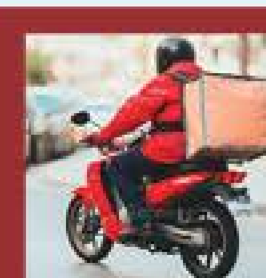

WE DO MONEY TRANSFER
AVAILABLE RECHARGE PHONE CARDS
FREE DELIVERY & ONLINE ORDER

সকল অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং এর অর্ডার নেয়া হয়

942 COLUMBUS AVE. NEW YORK, NY 10025

TEL : 646-669-7826

Presented by:
GOLDEN AGE HOME CARE
Organized by:
ANANDO BARTHA & Hatrick Band
Powered by:
Nurul Azim
Empire Care Agency
Diamond Sponsor:
Title Sponsor:
RIVER CRUISE
আনন্দ ভ্রমণ
Gold Sponsor
Gold Sponsor
Grand Sponsor:
Grand Sponsor:
AHSAN HABIB Community Activist
Duke Khan
April 27 2025 Sunday
From 6pm to 11 pm
Location
1 World's Fair Marina
1 Marina Rd, Flushing, NY 11368
SKYLINE PRINCESS
Raffle Drow
আকর্ষণীয় পুরস্কার
Presenter: Sharmina Shiraz
Sponsor:
Isteak Rumi
আজই টিকেটের জন্য যোগাযোগ করুন
Joy : (646) 512 8551
Hira : (929) 636 4741
VIP $100
ADULT $70
KIDS $40
টিকেট প্রাপ্তির স্থান:
• Samia Travels & Elite Printing
73-19 37TH RD, Diversity Plaza, Jackson Heights, NY 11372
• TM DRIVING SCHOOL
37-22 73rd street, Suite 1D
Jackson Heights, NY 11372
• ALL COUNTY HOME CARE
150 47 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
• Sumi's Beauty Salon & Boutique
176 08 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432
Media Partner
Toriqul H Badal
Convener
347 612 6951

নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে অস্পষ্টতা কতটা কাটল

১২ পৃষ্ঠার পর

দেশের সম্মানিত ও যোগ্য নাগরিক। বিদেশ থেকেও এক দল বাছাইকৃত মানুষ এসে এই ক্রান্তিকালে ইউনূস সাহেবের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়ে কম মানুষের মনেই সন্দেহ আছে। নজিরবিহীন জটিল পরিস্থিতিতে এ টিমের কাছে প্রত্যাশাও সীমিত। এ অবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা তৈরি করে ব্যর্থ হওয়া কারও জন্য ভালো হবে না। দেশের জন্য সেটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় নির্ধারিত সময়েরও আগে রাজনৈতিক সংলাপ সেরে সংস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে দ্রুত এর বাস্তবায়নই কাম্য। 'প্রয়োজনীয় সব সংস্কার' কোনো সরকারের আমলেই করা সম্ভবপর হবে না। এ নিয়ে বিতর্কও চলতে থাকবে। সব সংস্কার টেকসই হবে, এমনও নয়। মানসম্মত বিধিবিধানের দেশেও কিন্তু সুশাসন আর গণতন্ত্রের অবনমন হচ্ছে। সুতরাং অন্তর্বর্তী সরকারকে দিয়ে প্রত্যাশিত সবকিছু করিয়ে নিয়ে চিরদিনের জন্য নিরাপদ থাকার সুযোগ কারও অনুপস্থিত। রাজনৈতিক দলগুলোকেই বরং বেশি দায়বদ্ধ করা দরকার রাষ্ট্র সংস্কারে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান দায় হলো গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে এর অনুকূল পরিবেশ করে দেওয়া। নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার এ ক্ষেত্রে তাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। নির্বাচিত সরকার সংস্কারের কিছুই করবে না- এমন আশঙ্কা কি রয়েছে, নজিরবিহীন গণঅভ্যুত্থানের পরও? যদি থাকে তাহলে অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার করে গেলেও তারা সেগুলো অক্ষত রাখবে না। তাই এসব অহেতুক প্রশ্ন না তুলে দ্রুত নির্বাচনের পক্ষেই অবস্থান নিতে হবে। প্রধান উপদেষ্টার উচিত তাঁর সহকর্মী ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসে নির্বাচনের সময়সীমা চূড়ান্ত করে ফেলা। এর মধ্যে বিচার ও সংস্কার কার্যক্রম যেটুকু এগিয়ে নেওয়া যায়, সেটাও দৃঢ়তার সঙ্গে করা। এ অবস্থান নিতে পারলে তার প্রভাব পড়বে গোটা শাসন পরিস্থিতিতে। অস্বস্তি কাটবে সংশ্লিষ্ট সব মহলে। অর্থনীতি আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও আসবে কাঙ্ক্ষিত গতি।

হাসান মামুন: সাংবাদিক, কলাম লেখক।

তিন বাংলাদেশি প্রার্থী ফিনল্যান্ডে সিটি নির্বাচন জয়ী

৩ পৃষ্ঠার পর

সিটিতে আব্দুল কুদ্দুস খান (এস্পেন পার্টি), মজিবুর দফতরি (গ্রিন পার্টি) আনজিমা জামান (ন্যাশনাল কোয়ালিশন পার্টি) এস্পো সিটিতে মিয়াজ নজরুল ইসলাম (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি), কিম্মিং খন্দিমান (সেন্টার পার্টি) সুইর ভিক্তোত (ফিনস পার্টি) কেরাভা সিটিতে শামসুল আলম (বাম জোট), পিয়েত্তারসারি সিটিতে রিয়াজ হাওলাদার (সুইডিশ পিপলস পার্টি), সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (সুইডিশ পিপলস পার্টি)

তাম্পেরে সিটিতে এস. এম. শফিকুল আলম (গ্রিন পার্টি), কোকোলা সিটিতে মাসুক করিম (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি), লাপ্পেনরান্তা সিটিতে দিদার হোসেন (ন্যাশনাল কোয়ালিশন পার্টি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এর মধ্যে কেরাভা পৌরসভা থেকে শামসুল আলম টানা তৃতীয়বারের মতো কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়ে রেকর্ড গড়েছেন। একইসাথে কাউন্টিতে ডেপুটি কাউন্সিলর হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

এদিকে প্রথমবারের নির্বাচনেই নজর কাড়েন রিয়াজ হাওলাদার। পিয়েত্তারসারি মিউনিসিপ্যাল থেকে সুইডিশ পিপলস পার্টির হয়ে পৌর কাউন্সিলর নির্বাচিত হন তিনি।

হেলসিংকি মিউনিসিপ্যাল থেকে এস্পেন পার্টির প্রার্থী আব্দুল কুদ্দুস খান সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও দলীয় আনুপাতিক হিসেবে পরাজিত হন। এস্পো সিটির মিয়াজ নজরুল ইসলামও ভালো অবস্থানে থেকেও জয়ী হতে পারেননি। তবে তিনি ডেপুটি কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন।

এই বিজয়কে ফিনল্যান্ডে একটি গর্বের অধ্যায় হিসাবে দেখছে সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশিরা। এতে অভিবাসী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ দেশটির বহুজাতিক সমাজ ব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন

Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !

মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন

YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:

Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়

Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%

Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

- Residential
- Foreclosures
- Short Sale
- Bank Owned/ REO Properties
- Commercial
- Auctions
- Hud
- Investment
- Co-Op & Condo
- Rentals

- List Your Property Faster with TOP $$$
- Free Market Analysis
- Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor

realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201

75-35 31st Avenue Suite, 202
Jackson Heights, NY-11370

realtorhoque64 | AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অভ্যর্থনা

৩ পৃষ্ঠার পর

হয়। তিনি ৭১'-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ২০২৪'-এর জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। একই সঙ্গে জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে যারা আহত হয়েছেন, তাদের আশু সুস্থতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিশনার এডওয়ার্ড মারমেলস্টেইন। বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লু ও নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক ডেপুটি কমিশনার দিলীপ চৌহান, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড ফাইনান্সিয়াল অফিসার মীর বাশার।

তারা সবাই নিউইয়র্কে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশ কম্যুনিটির ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গিয়াস আহমেদ, কাজী আজম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আবদুর রব এবং সোসাইটির বর্তমান কমিটির সদস্যরা।

কনসাল জেনারেল বলেন, '২০২৪ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা মেরামত তথা সংস্কারের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে।'

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে 'আমরা দেশের সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছি মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বের নজর কেড়েছে উল্লেখ করে দারিদ্র্য বিমোচন, গণসাক্ষরতা, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, কৃষি বিপ্লব, গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নবজাতক ও মাতৃস্বাস্থ্য, আশ্রয়ণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিল্পায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের ধারাবাহিক বৃদ্ধি, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানে তার সাফল্যের কথা তুলে ধরেন কনসাল জেনারেল।

কনসাল জেনারেল স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, তথা একটি গণতান্ত্রিক ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও আধুনিক দেশ গড়ার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি গতিশীল, আত্মপ্রত্যয়ী এবং উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের নতুন প্রজন্ম যে স্বপ্ন দেখছে, তা বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা পৃথিবীতে অবস্থানকারী আমাদের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভাই-বোনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি তাদের এ সমর্থন এবং সহযোগিতা আরো শক্তিশালী করার অনুরোধ জানান।

কনসাল জেনারেল দুই দেশের জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

তিনি কনস্যুলেট জেনারেলের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সর্বদা সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য অফিস অব ফরেন মিশনস, মেয়র অফিস, সোসাইটি অব ফরেন কনসালস এবং কূটনৈতিক সম্প্রদায়, ফেডারেল ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে ধন্যবাদ জানান।

কুইন্সে শাহ'র হালাল ফুড স্টোর উদ্বোধন

৩ পৃষ্ঠার পর

কাউন্সিলম্যান ড. নাতাশা উইলিয়াম এবং সিটি মেয়রের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যাফেয়ার্স বিভাগের উপদেষ্টা দীলিপ চৌহান সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্টোরটির উদ্বোধনী পর্বে অতিথিরা সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। পরে তারা শাহ'র ফুড খেয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে শাহ'র হালাল ফুডের কর্ণধার দুই ভাই শাহ ও নাবিল সহ কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফাতেমা ব্রাদার্স-এর কর্ণধার হাজী শামসুল ইসলাম, অন্যতম পরিচালক রুহুল ইসলাম সেলোয়ার, কুইন্স বরো হলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রুহুল ইসলাম সেলোয়ার জানান, ফাতেমা ব্রাদার্স-এর পক্ষে স্টোরটি তত্ত্বাবধান করবেন শফিক রহমান। নিউইয়র্কে ফাতেমা ব্রাদার্স-এর মালিকানায় ফ্রানচাইজ 'শাহ হালাল ফুড'র আরো ৫টি স্টোর রয়েছে। 'শাহ'র হালাল ফুড স্টোরটি উদ্বোধন উপলক্ষে এদিন দুই শতাধিক নিউইয়র্কবাসীদের মধ্যে ফ্রি জাইরো ফুড বক্স বিতরণ করা হয়।

Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহ:
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেব্ট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite#5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

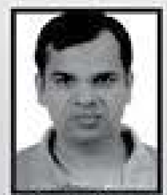
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন
* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

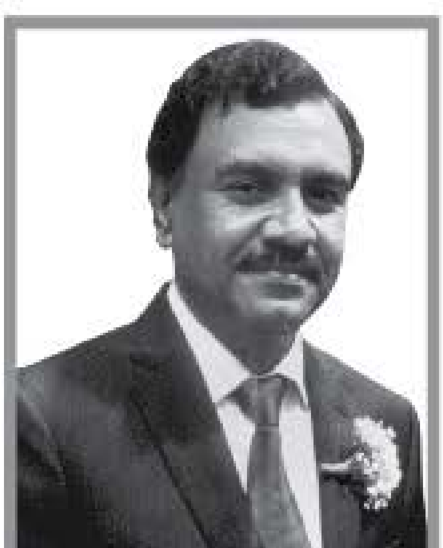

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস
Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37-21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন +1 (929) 393-8620

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office:
37-22 73rd Street, Suite 2A

Jamaica Office:
167-16 Hillside Avenue

917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 203 (A)
Jamica, NY 11435

Phone/Fax: 917-300-6160

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্য্যবান ।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারনার বিভ্রান্ত হবেন না । আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না ।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ★ ৫টি রোড লেসন,
- ★ রোড টেষ্টের দিন গাড়ী
- ★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- ★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- ★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত

২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিসিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগঃ আমাদের সার্ভিস

+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১

amader.services@gmail.com

ড্রাইভার চাই

Brand New Rave4 ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য ড্রাইভার চাই, ফুল টাইম (দিনের সিফ্ট) পার্ট টাইম বা ডাবল যে কোন সিফ্ট

347 544 5309

ভাড়া হবে

TLC প্লেট ভাড়া দেওয়া হবে।

যোগাযোগ

646-436-2817

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।

Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।

GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile, simple mobile, h2o, T-Mobile, Univision mobile, Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

FAMOUS DRIVING SCHOOL

73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372

Between 74 Street & 73 Street

Tel: 718-424-8890 /347-497-8544

(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)

1 5 Lesson Package Include

- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

We Provide Individual Lesson Also

2 10 Lesson Package Include

- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points

Please Call Now

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

- * রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
- * DMV Quick রোড টেস্ট
- * 5 Hour (Per- License Class) Certificate
- * 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
- * High Way Lesson
- * Available Schedule
- * DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School

37-13 74th ST. FL-2

Jackson Heights NY-11372

Phone: 718 255 1231

Cell: 929 670 2871

E-mail: swadeshdrv@gmail.com

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

* INCOME TAX (ALL STATES)
* BUSINESS TAX
* INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
* OPEN NEW BUSINESS
* IMMIGRATION HELP
* NOTARY AND MANY MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors) M.S.S (Economics)
Dhaka University, Bangladesh.

IRS ACCEPTANCE AGENT
IRS E-FILE PROVIDER

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্টে-এর উপরে)

Cell: 718 -736- 4095

Email: rashidtax2@gmail.com

Magical Natural & Homeophathy Inc

25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-
কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্টাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।
By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public
প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা
LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- *TAX SERVICES*
- *INSURANCE*
  - *Life Insurance* MassMutual
  - *Health • Auto • TLC*
  - *Home • Business*
- *Immigration Services*
- *DDC. (6 Hrs. Defensive Class)*
- *Private Service Bureau (DMV Approved)*

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস
Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal
৭ দিনই খোলা
Hajj & Umrah Specialist

Emirates, Biman, EgyptAir, Qatar, Etihad, Kuwait Airways, Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express, Small World, ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা ভাড়া

কুইন্সের হলিসে মনোরম পরিবেশে ৮ বেডরুম, ৫ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে, ভাড়া ৬,৫০০ ডলার। ব্রুকলিনের ইস্ট নিউইয়র্কে ৪ বেডরুম - ২ বাথরুম, ভাড়া ৩,৫০০ ডলার। ব্রঙ্কসে ১ বেডরুম ভাড়া ২০০০ ডলার, দুই বেডরুম ভাড়া ২,৮০০ ডলার, ৩ বেডরুম ২ বাথরুম ভাড়া ৩,২০০ ডলার; ভেলিস্ট্রিম লং-আইল্যান্ডে ২ বেডরুম ভাড়া ২,০০০ ডলার। আমরা CityPHEPS, Section-8 প্রোগ্রাম গ্রহণ করি।
যোগাযোগ : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কাসরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/সি)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৬৪-২৫, ১০৮ রোডে বেসমেন্ট এক বেডরুমের একটি বাসা আগামী মে মাসের ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার, ইউটিলিটি ইনক্লুডেড।
ফোন : আবদুল মান্নান ৬৪৬-৩১৮-৮৫২২, ৬৪৬-৫৪৯-৩৫১৬
(০৪/১৮/২৫/০২)

এটিক ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরত্বে প্রাইভেট হাউজের এটিকে একটি রুম একজন ব্যাচেলরের এর নিকট মে মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-২৪৭-৯২০৭, ৩৪৭-২৪৮-০৭৭৯
(০৪/১৮/২৫/০৩)

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের অভিজাত এলাকা সিনব্রোকে (জ্যামাইকার সন্নিকটে) দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৫১৯-১১৫১

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন
646-267-7751।
ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়।
ajkalnews@gmail.com

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ১০৪ এভিনিউ ও ১৯৮ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের সেমিবেজমেন্টে ১ বেডরুম, আলাদা লিভিং, কিচেন ও ১টি ফুল বাথরুমসহ সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বাসা এপ্রিল / ১ মে ভাড়া দেওয়া হবে। দুইজন কর্মজীবি মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার। কিউ-২ বাস এক ব্লক দূরে। মসজিদ ও গ্রোসারি কাছেই।
ফোন : ৯১৭-৭২২-৪৯১৫
(০৪/১১/১৮/০৪)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড হিলসাইড এভিনিউয়ে এফ ট্রেনের এক ব্লকে ১৪৬ স্ট্রিটে তিন বেডরুম, লিভিং ও ১ বাথরুমের বাসা এপ্রিল/মে থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ব্যাচেলররাও ভাড়া নিতে পারবেন।
ফোন : ৯১৭-৩৮৫-১২৬২
(০৪/১১/০০/০৫)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ৮৮ এভিনিউ ও ২০৫ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের সেমিবেসমেন্টে ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-২১৬-৮৪৩০, ৯১৭-২১৬-৭২৩৪
(০৪/১১/১৮/০১)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড এলাকায় ১৩৯ স্ট্রিট ও ৯০ এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজের ১ম তলায় তিন বেডরুমের বাসা আগামী ১ মে থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
কিউ-৬০, কিউ-৫৪, ৬, ৭, ৮ লং আইল্যান্ড রেল এবং ই-এফ-জে ট্রেনের স্টেশনের কাছে।
ফোন : ৯১৭-২৮৫-৬৯৬০
(০৪/১১/১৮/১১)

বাসা ভাড়া

৩ হোমেল স্ট্রিট, ভেলিস্ট্রিম-১১৫৮০- এ ২ বেডরুমের সেমিবেজমেন্ট এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বাসায় দিনের বেলা প্রচুর আলো থাকে। ভাড়া ২০০০ ডলার। জ্যামাইকা থেকে সরাসরি এন-১, এন-২৪, কিউ-৩, কিউ-৫, কিউ-৮৪ বাস। জেএফকে ও গ্রিন একরস মল থেকে খুবই কাছে। মসজিদ হামজা হাঁটা দূরত্বে। ধার্মিক মুসলিম পরিবারের স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবি নারী অগ্রাধিকার।
ফোন : ৯২৯-৫২৫-৯৪৭৫
(০৪/০৪/১১/০৪)

বাসা ভাড়া

ব্রুকলিনের সাটার এভিনিউ এবং ফাউন্টেন এভিনিউর কর্ণারে একটি দুই বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং ও কিচেনের প্রাইভেট বাসা বাড়া দেওয়া হবে। বাসা প্রথম তলায়, নিউলি রেনোভেটেড। ইউক্লি এভিনিউ-পিটকিন স্টেশন, মসজিদ ও বাংলাবাজার তিন ব্লক।
যোগাযোগ : ৯১৭-৭৪৯-০৬২৬
(০৪/০৪-২৫/১৮)

House for Rent

3 bedrooms in East Elmhurst $3400, Two bedrooms in Jamaica Estate 3,000.Two bedrooms in Queens Village $2500, Four bedrooms in South Jamaica $3,500,Two bedrooms in Woodhaven $3,000, One bedroom in Parkchester Condo ,Bronx $2,100 One bedroom basement in Valley Stream $1,800,One bedroom basement in Jamaica $1,600, One bedroom basement in Freeport $1600.
We accept CityPHEPS, PHEPS, Section 8 programs.
Call:347-465-3220
Kamruz Zaman Baccu
Island Advantage Realty

House for Rent

২৭-৩৪ বাটিলার স্ট্রিট, ইস্ট এলমহার্স্ট এলাকায় ৩ বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে।
ফোন : ৯২৯-৩২৮-৯১৯২ (মনির)
(০৪/১১/১৮/০১)

House for Rent

১৬৪ স্ট্রিট ও ৭৬ এভিনিউতে ফ্রেশ মেডো এলাকায় বড় ১ বেডরুম, কিচেন, বড় লিভিংরুম, ফুলবাথসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৭১৮-৬১৪-১৯৫৪
(০৪/১১/১৮/১২)

বাসা ভাড়া

আগামী ১ মে থেকে জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের পাশে প্রাইভেট বাসায় সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। সহজ যোগাযোগ। ই ট্রেন ও কিউ-১১১, কিউ-১১২, কিউ-১১৩, কিউ-১১৪ বাস স্টপ পাশেই।
ফোন : ৭১৮-৫৭৮-৫৬৫০
(০৪/০৪/১১/১৬)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২১৩ স্ট্রিট ও জ্যামাইকা এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজের দোতলায় দুই বেডরুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুম, বড় ব্যালকনিসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। নিউলি রেনোভেটেড। ভালো নেইবারহুড। কিউ-১১০ বাস সন্নিকটে।
646-591-8396

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২১৩ স্ট্রিট ও জ্যামাইকা এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজে তিন বেডরুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। নিউলি রেনোভেটেড। ভালো নেইবারহুড। কিউ-১১০ বাস সন্নিকটে। গ্যাস ও বিদ্যুৎ মিটার আলাদা।
646-591-8396

সেমি-বেজমেন্ট ভাড়া

২ বেডরুম
27-19 kearney st
East Elmhurst NY - 11369
q-49, q-19, q-23 বাসস্ট্যান্ড সন্নিকটে
যোগাযোগ
+1 646 785 5573 & 917 442 3886

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরত্বে প্রাইভেট হাউজের এটিকে একটি রুম একজন ব্যাচেলরের নিকট মে মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-২৪৭-৯২০৭, ৩৪৭-২৪৮-০৭৭৯
(০৪/০৪/১১/০৯)

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের অভিজাত এলাকা সিনব্রোকে (জ্যামাইকার সন্নিকটে) দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৫১৯-১১৫১
(০৪/০৪/১১/০৮)

বাসা ভাড়া

Corner of Hillside Ave & 136th St, Jamaica. Just one block from "E/FÓ train, Jamaica Hospital and close to Bangladeshi grocery. Huge Living room with dining room and 2 bedroom will be rented out from April.
Call : 347-257-6214
(04/04/11/05)

বাসা ভাড়া

৩৭-২২ ৬৩ স্ট্রিট উডসাইডে এটিক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। একজন কর্মজীবি মহিলা।
ফোন : ৯২৯-২৮২-৮৩৭৭, ৯১৭-৯৪৫-৮৭৬১
(০৪/০৪/১১/১২)

বাসা ভাড়া

১৯২-৫৭ হলিস এভিনিউ জ্যামাইকার প্রাইভেট হাউজের প্রথম তলায় ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ১ বাথরুমসহ বাসা আগামী ১ মে থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৬৫৯-৬৬৮১
(০৪/০৪/১১/১৫)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে উডসাইডে ৬৯ স্ট্রিট ও ৪৪ এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজে লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ এক বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ১ মে থেকে ভাড়া দেয়া হবে। কিউ-৬০ ও কিউ-৪৫ বাস কাছেই। তিন ব্লক দূরে ৭ ট্রেন। স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।
ফোন : ৯১৭-৬৫০-৬৬৪৮
(০৪/০৪/১১/১৯)

ঘরে বসে আয় করুন
আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?
তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

ড্রাইভিং শিখুন
বিশ্বাসযোগ্য ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখুন। অভিজ্ঞ মহিলা ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা মহিলাদের যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়।
যোগাযোগ
৯২৯ ৩৮৬ ৯৩০৫

ব্রডওয়ে ড্রাইভিং স্কুল

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

জ্যামাইকায় ৮৮ এভিনিউ ও ১৮৭ প্লেস, হিলসাইড এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্টে একটি রুম ভাড়া হবে। এফ ট্রেনের স্টেশন, মসজিদ, গ্রোসারি, বাস স্টেশন পাশেই।
ফোন : ৬৪৬-৮২১-৬৪৯৮, ৯২৯-৩৭২-০০৩৭
(০৩/১১/১৮/০১)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকায় ভালো লোকেশনে রুম ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন বাথরুম শেয়ার। একজন/দুইজন ব্যাচেলর, অথবা স্টুডেন্ট।
ফোন : ৬৪৬-৪০৯-৫৯০১, ৬৩১-৮০৫-৮৮০৯
(০৪/১১/১৮/০৮)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৭২ স্ট্রিট ও ৩৭ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট ভবনে ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ারে থাকার জন্য এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। ২ জন মেয়ে বা স্বামী-স্ত্রী।
ফোন : ৬৪৬-৬২০-৩২৩৫
(০৪/১১/০০/০৩)

রুম ভাড়া

এল্মহার্স্ট ব্রাইটন এভিনিউতে দুই বেডরুমের বাসায় এক বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। শুধু মাত্র স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে বা দুইজন কর্মজীবি মহিলা অথবা ছাত্রী।
ফোন : ৩৪৭-৪৫৪-৮৯৮৬
(০৪/১৮/২৫/০৩)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডে ১৬৯ স্ট্রিট সাবওয়ের কাছে এপার্টমেন্ট বাসায় এক রুম আগামী যে মাস থেকে ভাড়া হবে। অথবা স্বামী/স্ত্রী অথবা দুইজন ছাত্রী অথবা দুইজন কর্মজীবি মহিলা।
ফোন : ৯২৯-৪৬১-১৭৩০
(০৪/০৪/১১/০১)
জ্যামাইকা ১৭৫ স্ট্রিট ও ৮৯

রুম ভাড়া

এভিনিউতে এফ ট্রেনের স্টেশনের দুই ব্লকের মধ্যে মসজিদের পাশে বাথরুম একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৩৬৫-৫৮০৫
(০৪/০৪/১১/২২)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডে পারসন বুলেভার্ডের কর্ণারে প্রাইভেট বাসায় ফ্যামিলির সঙ্গে থাকার জন্য একজনের কাছে এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি ব্যাচেলর বা স্টুডেন্ট। সেকেন্ড ফ্লোর, বাথরুম আলাদা, কিচেন শেয়ার করতে হবে। যে মাসের ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। সাবওয়ের ১ মিনিটের রাস্তা।
৯১৭-৫৩৫-৪৪১৪, ৭১৮-৭৯৫-৫২৭৪
(০৪/১৮/২৫/০৫)

রুম ভাড়া

ওজোন পার্ক এলাকায় দ্বিতীয় তলায় তিন বেডরুমের ও ২ বাথরুমের বাসায় একটি রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৮০০ ডলার ইউটিলিটিস বিল আলাদা। কিচেনস শেয়ার করতে হবে।
Address: 132-06 101 st street, ozone park , NY 11417
Phone: 718-913-7566
(০৪/১৮/২৫/০৬)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডে পারসন বুলেভার্ডের কর্ণারে প্রাইভেট বাসায় ফ্যামিলির সঙ্গে থাকার জন্য একজনের কাছে এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবী ব্যাচেলর বা স্টুডেন্ট। সেকেন্ড ফ্লোর, বাথরুম আলাদা, কিচেন শেয়ার করতে হবে। চলতি মাস থেকে ভাড়া হবে। যে কোন সময় বাসায় উঠা যাবে। সাবওয়ের ১ মিটের রাস্তা।
ফোন : ৯১৭-৫৩৫-৪৪১৪, ৭১৮-৭৯৫-৫২৭৪
(০৪/০৪/১১/১৪)

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৮১ স্ট্রিটে ও জ্যামাইকা এভিনিউর উপর ছিমছাম পরিবেশে ১০০০ স্কয়ার ফিটের বড় অফিস রুম ভাড়া দেওয়া হবে। বেসমেন্টেও আলাদা রুম করা আছে।
646-591-8396

দোকান-অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে, প্রাইম লোকেশনে, ৭৩ স্ট্রিটের মাথায় কিংস প্লাজায় দুটি অফিস স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া সাবওয়ের ভিতরে একটি দোকান ভাড়া দেওয়া হবে।
917-213-2816(11am-11pm)

পার্কিং স্পেস ভাড়া

উডসাইডে ৩৭ এভিনিউ ও ৬৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট বাসার গ্যারেজে একটি পার্কিং স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। টিএলসি গাড়ি অগ্রগণ্য। শুধু একান্ত আগ্রহীরা ম্যাসেজ করবেন। দয়া করে কল করবেন না।
646-934-2230

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট

এল্মহার্স্ট হাসপাতালের পেছনে ৭৯ স্ট্রিটের উপর এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। ভাড়া ৫২৫ ডলার।
ফোন : ৭১৮-৮৯৩-১২৬৯
(০৪/১১/০০/১৩)

রুমমেট

৩৯ এভিনিউ ও ৬১ স্ট্রিট উডসাইডে ১ এপ্রিল থেকে ৩ জন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। মসজিদ, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২, ৫৮ ও ৭০ বাস স্টপ ও পোস্ট অফিস এক ব্লকের মধ্যেই।
ফোন : ৬৪৬-৩৭৮-৮৪৬৩
(০৩/১৪/২১/০৪)

Stote for Rent

In Prime location in Jamaica, Newly built 2 stores Space is for rent, together or separate. Each store is 1400 square feet. 176-14 Jamaica Avenue, Hollis, NY 11433.
Zaber- 646-752-7058, Colorado-646-403-6708

বাড়ি-কন্ডো-হাউজ বিক্রি

বাড়ি বিক্রি

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে ৪ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। ১৭১৫ সেইন্ট পিটারস এভিনিউ, মূল্য ১৫৯৯০০০ ডলার। জ্যামাইকায় ১ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। ১০৪-৮১ ১৬৫ স্ট্রিট, মূল্য ৪৫০,০০০ ডলার। (বাড়িটি মেরামত করতে হবে)। জ্যামাইকা স্টেটে ১৭৮-৩৬ ওয়েক্স ফোর্ড টেরেসে দুই বেডরুমের বাড়ি বিক্রি হবে। মূল্য ৫৩০,০০০ ডলার। এছাড়া ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে শতাধিক রেন্টাল ও ব্যাংকের বাড়ি বিক্রি হবে।
বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর আইল্যান্ড অ্যাডভান্টেজ রিয়েলটি।

ওজোন পার্কে বাড়ি বিক্রি

সাউথ জ্যামাইকাতে ১৫৩ স্ট্রিটে ৫ বেডরুমের বড় ১ ফ্যামিলি হাউজ ভাড়া হবে। লট সাইজ ৫০/১০০।
যোগাযোগ : রিয়েলটর সাইদ, ৫১৬-৯৩৭-৮৩৩৬

বাড়ি বিক্রি

জ্যামাইকাতে দুই ফ্যামিলির বাড়ি বিক্রি হবে। এছাড়া ওজন পার্কে দুই বেডরুমের কন্ডো বিক্রি হবে। শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতারা কল করুন।
ফোন : ৯১৭-৬৬৭-২০১১
(০৩/০৪/১১/০২)

কন্ডো ও বাড়ি বিক্রি

ব্রংক্সের পার্কচেস্টার এরিয়াতে একটি সিঙ্গেল ফেমিলি বাড়ি (পার্কিংসহ) এবং একটি দুই ফেমেলির বাড়ি এবং একটা এক বেডরুমের কন্ডো বিক্রি হবে।
যোগাযোগ : মামুন আহমদ - ৩৪৭-৩৫৫-৮৫৩৭
(০৩/০৪-২৫/০৫)

House for Sale

Elmhurst, In Good location 1100 SQ Feet Big Three bed With living-Dinning-Bath-Kitchen Condo for Sale. Good Price.
Call now : SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

গাড়ি ভাড়া-বিক্রি/ ড্রাইভার

TLC Plate Rent

TCL Plate For Rent
Phone : 646-684-6875,718-690-6679
(04/04/11/07)

গাড়ি ভাড়া

টয়োটা ক্যামরি নন হাইব্রিড ২০১৭ সালের টিপটপ কন্ডিশনের টিএলসি গাড়ি উবার-লিফটের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯২৯-৭৬৬-৪৪৮০
(০৩/২৮/০০/১১)

ড্রাইভার আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলকায় RAV-4 2024 Hybrid Yellow Cab এর জন্য রাতের শিফটে কাজ করতে আগ্রহী একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক। ফোন : ৯২৯-৬০৪-৫৬২৫ (3pm to 12 am)
লিজ আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
(০২/২১/২৮/১৩)

টিএলসি কার ভাড়া

টয়োটা সিয়েনা ২০২৩ হাইব্রিড হুইল চেয়ার টিএলসি গাড়ি চার মাসের জন্য ভাড়া দেয়া হবে। গাড়ির মাইলেজ মাত্র ৫৫ হাজার। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : ৯২৯-৪১৩-৫৫৬২ মোস্তফা

টিএলসি কার ভাড়া

RAV-4 2019 মডেলের টিএলসি গাড়ির জন্য ড্রাইভার আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকা। ফোন : ৬৪৬-৮২১-

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

Carpet World

উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service
আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা লোক (পুরুষ) আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

-যোগাযোগ (10am to 7pm)-

646-287-8203

লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে গ্যাস স্টেশনের জন্য একজন দক্ষ ও কর্মঠ ক্যাশিয়ার আবশ্যক। কাজের জায়গার পাশেই থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

561-827-3966

হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক

$20 dollar/hour payment, মাসে দুইদিন গৃহস্থালি কাজের জন্য লোক চাই। ব্রুকলিন বুশউইক, J, G & M ট্রেনের সাবওয়ের পাশে।

347-336-0265

কনস্ট্রাকশন কাজ

আমরা কনস্ট্রাকশনের নিম্নবর্ণীত কাজ করে থাকি।

Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।

সাইফুল ইসলাম মিলন : **646-261-3040**

কুরআন শিক্ষা

অনলাইনে কুরআন মাজীদ শেখার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়া বাচ্চাদের সমানরি কোরআন মাজীদ ও বাংলা শিক্ষা দেয়া হয়।

* ফ্রি ট্রায়াল ক্লাসের সুযোগ
* সুবিধামতো টাইম ফিক্সড
* তাজবীদ সহকারে পাঠদান
* লাইভ টিচার
* ওয়ান টু ওয়ান ক্লাস
* ক্লাস শেষে ভিডিও রেকর্ড

ফোন : **347-872-4577**

পাত্র /পাত্রী চাই

পাত্রী চাই : আমেরিকার সিটিজেন, শিক্ষিত, চাকরিরত, অবিবাহিত (৪০+) পাত্রের জন্য একজন পাত্রী চাই।
ফোন : ৬৩১-৯৩৩-৯১৩৩
(০২/২১/০০/১৪)

পাত্র চাই : বাংলাদেশে বসবাসরত ২৫ বছর বয়সী, ৫"-১', আইনে স্নাতক মুসলিম নামাজী পাত্রীর জন্য ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী নামাজী পাত্র চাই।
ফোন : ৬৪৬-৪০৭-৬২২৬
(০৯/০৬/১৩/২০/২৭/০৪/০০)

পাত্র চাই : পরিবারের সাথে বসবাসরত US Cityzen, NY City তে কর্মরত মুসলিম সুশ্রী অবিবাহিত (৩২বছর) 5'-4" পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই।
ফোন : ৯২৯-৩৪৬-৯৪৫৫, ৯২৯-৬১৫-৮৪৫৮
(০১/০৩-৩১/০১/

পাত্রী চাই : বাংলাদেশে চাকরিরত ৩২ বছর বয়সী, ৫"-৮' উচ্চতা, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার (ইইই) মুসলিম পাত্রের জন্য ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী নামাজী ও ধার্মিক পাত্রী চাই।
ফোন : ৯২৯-৬৯৮-৩৬০৭
(০৮/২৩/৩০/০০)

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী, ডিভোর্সড, আমেরিকান সিটিজেন, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক বা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

hmurshedmd@gmail.com

850-866-9012

পাত্রী চাই

আমেরিকার জন্য ২৬ বছর বয়সী সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স এবং কর্মজীবি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট, বায়োসায়েন্স, ফিন্যান্স, ল', ডাটা সায়েন্স-এ আমেরিকায় অধ্যয়নরত অথবা কর্মজীবি হতে হবে। পাত্রীর বয়স ২৩ থেকে ২৫ বছর হতে হবে।

215-791-1291

পাত্রী চাই

২৪ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র আমেরিকাতে বসবাসরত পাত্ররা যোগাযোগ করুন।

929-235-2412(Nasrin)

শেফের কাজ চাই

আমি একজন শেফ। গ্রিসে প্রতিষ্ঠিত রেস্তোরাঁয় বাংলা খাবার, গ্রিক খাবার, কিংবা এরাবিয়ান খেপসা রান্নার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে। রেস্টুরেন্ট, বাসা বাড়ি বা যেকোন ঘরোয়া অনুষ্ঠানে রান্নার কাজ করতে ইচ্ছুক। অনুষ্ঠানে অর্ডারে খাবার সরবরাহ করে থাকি। ফোন : ৫১৬-৯২৮-৮৫৬৪

আরবী পড়াতে চাই

ছহী-শুদ্ধ এবং তাজবীদ সহকারে সুরা কেরাত ও নামাজ শিক্ষা দেওয়া হবে।

718-912-1305, ইমাম বেলাল হোসাইন
ইকরা আল মারকাজ, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

BEST TAX EXPRESS INC

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

অফিস সহকারী পদে পরিশ্রমী প্রার্থী আবশ্যক। ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। ট্যাক্স ফাইলিং কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নবর্তী ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: **929-206-9520**
BEST TAX EXPRESS INC
159-06 Hillside Avenue Jamaica NY 11432.
besttaxexpress@gmail.com

সাপ্তাহিক আজকাল

বিজ্ঞাপনের মুল্য তালিকা

বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার

আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন।

৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১

Email: ajkalnews@gmail.com

বিরাট মূল্য হ্রাস

BISMILLAH

HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

১০টি কালার রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ২টি কালার চিকেন ফ্রি

অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি, ৩টি রেড হার্ড চিকেন $19.99 ৬টি রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি

আরো রয়েছে কোয়েল, কবুতর, তিতি মুরগী, বালিহাঁস, রেঙ্গুলার হাঁস, চাকার পাখি, রাতা মোরগ, কোয়েল ডিম, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, অর্গানিক ডিম

Ramadan KAREEM

৩টি রেড হার্ড চিকেন $19.99

Approved by SBNY Shariah Board New York

HALAL MONITORING SERVICES HMS CERTIFIED HAND ZABIHA ™

শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক একমাত্র অনুমোদিত হালাল পোলট্রি মার্কেট

আমাদের রয়েছে শরীয়াবোর্ড অনুমোদিত প্রতিদিন জবেহকৃত গোট ও বিফ

এছাড়াও এখানে পাবেন সকল ধরণের বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত মাছ

ইলিশ, রুই, কাতল, মৃঘেল, কোরাল, গলদা চিংড়ী, কই, বাইলা, মলা, কাচঁকিসহ বিভিন্ন ধরণের মাছ

প্রতিদিন স্পেশাল ঃ বিফ উইথ বোন $4.49

অল হোয়াইট চিকেন $ 2.99

১০টি চিকেন কিনলে ১ ফ্রি

Scan Here to Shop & Get Free Delivery

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER BENEFIT

Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)

718.205-7200 | 718.205.8262

হাসান মামুন-এর কলাম
নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে অস্পষ্টতা কতটা কাটল

১২ পৃষ্ঠায়

ড. দাউদ আবদুল্লাহ-এর কলাম
ফিলিস্তিনি শিশুদের গণহত্যা ও বিশ্ব বিবেকের ইচ্ছাঘুম
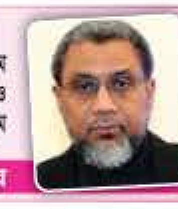
১০ পৃষ্ঠায়

শাহরিয়ার মোহাম্মদ ইয়ামিন-এর কলাম বৈশাখের মালিকানা যেন ফিরেছে জনগণের কাছে

০৬ পৃষ্ঠায়

নিপীড়নের ছায়া মুক্ত করতে নেতৃত্ব নিয়েছেন তিনি: হিলারি

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় ড. ইউনূস

আজকাল রিপোর্ট

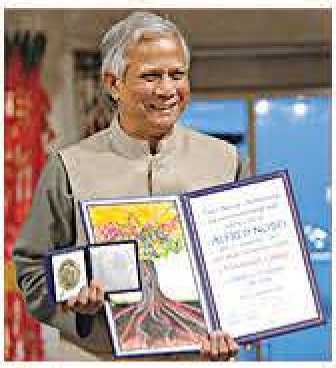

বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদ সাময়িকী টাইম ম্যাগাজিন। ২০২৫ সালের জন্য এ তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তার নাম রয়েছে 'নেতা' ক্যাটাগরিতে। একই তালিকায় রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিয়া সেইনবোম এবং বিশ্বের সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের নাম। প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পাওয়া ড. ইউনূসকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনকে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স্ট লেডি ও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারি ক্লিনটন বলেছেন, 'ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানে গত বছর বাংলাদেশের স্বৈরশাসক প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর, একজন চেনা নেতা নোবেল জয়ী মুহাম্মদ ইউনূস দেশকে গণতন্ত্রের দিকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। বাংলাদেশকে নিপীড়নের ছায়া থেকে মুক্ত করতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি'।

'কয়েক দশক আগে, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন করতে ইউনূস বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। যা কয়েক লাখ মানুষকে এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

পররাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট প্রায় ৫০ শতাংশ কমতে পারে

আজকাল রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন একটি বাজেট প্রস্তাব বিবেচনা করছে, যার অধীনে 'জাতিসংঘ এবং ন্যাটোর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জন্য প্রায় সমস্ত তহবিল বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে'। সরকারী কর্মকর্তা এবং একটি অভ্যন্তরীণ নথির উদ্ধৃতি দিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস এ খবর জানিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছেন, এই উদ্যোগটি এমন একটি পরিকল্পনার অংশ, যার মাধ্যমে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট প্রায় ৫০ শতাংশ কমানো হতে পারে।

এতে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, পররাষ্ট্র দপ্তরের সকল শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় হ্রাস এবং মানবিক সহায়তা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য কর্মসূচির তহবিল ৫০% এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা ভিসা বাতিল জটিলতায়

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ১০০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছয় শতাধিক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে। এই বাতিলকৃত ভিসাগুলোর কারণে অনেক শিক্ষার্থীকে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। কিছু শিক্ষার্থী জানতে পারেন, তাদের ভিসা বাতিল হওয়ার খবর অপ্রত্যাশিত টেক্সট মেসেজ বা ই-মেইলের মাধ্যমে পেয়েছেন। যেটি ছিল সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পূর্বানুমতি বা ব্যাখ্যা এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

বাইডেন প্রকাশ্য সভায় ট্রাম্পের সমালোচনায় মুখর

আজকাল রিপোর্ট

ট্রাম্পের সামাজিক সুরক্ষা নীতির সমালোচনা করলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বাইডেন। ক্ষমতায় আসার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতি নিয়ে, বিশেষ করে সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক নীতির কঠোর সমালোচনা করলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার পর মঙ্গলবার শিকাগোতে প্রথম জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বাইডেন বলেন, সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রেসিডেন্ট খড়গহস্ত ধারণ করেছেন। আমেরিকায় লক্ষাধিক মানুষ সরকারের সামাজিক সুরক্ষার ওপর নির্ভরশীল। ট্রাম্পের নতুন শাসনকালে, বিশেষ করে ইলন মাস্কের পরামর্শে দেশে ব্যাপক হারে ব্যয় সংকোচনের নীতি নিয়েছে সরকার। এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

মিশিগানে ১৬ ও ১৭ আগস্ট 'বিশ্ব সিলেট সম্মেলন'

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে আগামী ১৬ ও ১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'বিশ্ব সিলেট সম্মেলন ২০২৫। গত ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় ওয়ারেন সিটির স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে মতবিনিময় সভায় আয়োজকরা এ সিদ্ধান্ত নেয়। এতে মিশিগানে কর্মরত সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্যোক্তারা জানান, দুই দিন ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মিশিগানের ট্রয় সিটির আমেরিকান পলিশ কালচারাল সেন্টারে। এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

মিট দ্য প্রেস

রেমিট্যান্স মেলায় গভর্নরের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে দুইদিনব্যাপি এক রেমিট্যান্স মেলায় বাংলাদেশ গভর্নরের উপস্থিতি থাকা নিয়ে এক মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে আয়োজকরা গত ১২ এপ্রিল তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। তারা এক লিখিত বক্তব্যে বলেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ আমরা এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

বৈশ্বিক 'বাণিজ্য যুদ্ধ' ডলারকে পেছনে ফেলছে!

বিশ্বের শক্তিশালী মুদ্রায় রুশ রুবল

আজকাল রিপোর্ট

যুদ্ধকালীন অস্থিরতার মধ্যেও রাশিয়ান মুদ্রা 'রুবল' মার্কিন ডলারকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা মুদ্রায় পৌঁছেছে। ডলারের ওপর আস্থা কমে যাওয়াকে এই উত্থানের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। নিউ ইয়র্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের তথ্য অনুযায়ী, বছরের শুরু থেকে মার্কিন ডলারের বিপরীতে রুবলের মান ৩৮ শতাংশ বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধ ডলারের পতনে এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

BANQUET HALL!
The Royal Palm
BANQUET & CATERERS
লং আইল্যান্ডের মনোরম পরিবেশে
মনোমুগ্ধকর সাজসজ্জা
সুস্বাদু খাবার ও আন্তরিক পরিবেশনায়
বাঙালী মালিকানাধীন একমাত্র ব্যাঙ্কুইট হল
The Royal Palm
The Royal Palm
2143 Boundary Ave
Farmingdale
NY 11735
Info@royalpalmny.com
www.royalpalmny.com
LOVE
The Royal Palm
Outdoor Ceremony & Cocktail Area
Deshi DJ Entertainment
Private Bridal Suite
Stage Decoration
Photography
Free Parking
حلال
Halal
Full Package এ
এখন চলছে
30% discount
নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের জন্য
আপনার পরবর্তী অনুষ্ঠান বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
(516) 845 1151

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 866 | 18 April 2025

সাহিত্য পাতায় সীমু আফরোজা-এর কবিতা দোদুল্য সমর্পণ
>> ২০ পাতায়

হার্ভার্ডে বিদেশী শিক্ষার্থীদের নিষিদ্ধ করতে চান ট্রাম্প

আজকাল রিপোর্ট

বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থী নিষিদ্ধ করতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন। হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালান গার্বার হোয়াইট হাউসের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের দাবির কাছে মাথা নত করবে না বলে জানিয়েছে।

হোয়াইট হাউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিয়োগ, ভর্তি এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার দাবি জানিয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম বিশ্ববিদ্যালয়ের নোয়ামের নতুন অনুরোধে বলা হয়েছে যে, রেকর্ডের দাবি পূরণ না করলে প্রতিষ্ঠানটি "বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগচ হারাবে। এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

বিদেশী ছাত্র ভিসাধারীদের 'অবৈধ এবং সহিংসচ কার্যকলাপের রেকর্ড চেয়েছেন'।

হার্ভার্ড আগে বলেছিল যে তারা ইহুদি-বিদ্বেষ মোকাবেলায় অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের অযৌক্তিক দাবিগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পায়ে শিকল পড়ানোর প্রচেষ্টা ।

হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালান গার্বার সোমবার হার্ভার্ড সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় লিখেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে না বা তার সাংবিধানিক অধিকার ত্যাগ করবে না।'

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরেও টিউলিপ

আজকাল রিপোর্ট

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে আবারও বাংলাদেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। এ সময় সাবেক ব্রিটিশ মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের গ্রেপ্তারের বিষয়টিও উঠে আসে। মঙ্গলবার ১৫ এপ্রিল মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র টমি ব্রুস টিউলিপের বিষয়েও কথা বলেন।

তিনি প্রশ্নকারীর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, আমার কাছে যা বলার আছে, তা হলো বাংলাদেশ সংক্রান্ত একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, আর সেটা হলো-যুক্তরাজ্যের সংসদ সদস্য টিউলিপ এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

টাইম স্কয়ারে বাংলা বর্ষবরণ

আজকাল রিপোর্ট

প্রাণের আমেজ আর হৃদয়ের উষ্ণতায় পৃথিবীর রাজধানী বিশ্বখ্যাত নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ার এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র খ্যাত জ্যাকসন হাইটসে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

শোটাইম মিউজিকের বাংলা বর্ষবরণ

আজকাল রিপোর্ট

শো টাইম মিউজিক আয়োজিত বৈশাখী মেলা ও নতুন বর্ষবরণ-১৪৩২ অনুষ্ঠান গত ১২ এপ্রিল জ্যামাইকার মেরি লুইস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিরা নাচ ও গানের মধ্যদিয়ে বাংলা নতুন বছরকে বরণ করেন নেন। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন মেরি লুইস একাডেমীতে উপচেপড়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতি বলে দেয় প্রবাসে থেকেও মানুষরা প্রাণের উৎসব, লোকজ উৎসব এবং ভালোবাসার উৎসব বৈশাখীকে ভুলে যায়নি। অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকার সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। ফিতা কেটে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম। অনুষ্ঠানের অন্যদের মধ্যে আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ বাবু এবং সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম মিঠুসহ অনেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট নাসির আলী খান পল, কাজী শাখাওয়াত হোসেন এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

সম্মিলিত মঙ্গল শোভাযাত্রা শনিবার

আজকাল রিপোর্ট

সম্মিলিতভাবে বর্ষবরণ মঙ্গল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল শনিবার, ১৯ এপ্রিল বিকেল ৪টায়। নিউইয়র্কের বাঙ্গালি অধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটস ডাইভারসিটি প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মিলিতভাবে সবাই উপস্থিত থাকবেন বলে আয়োজকরা আশা করছেন। এবারের প্রতিবাদ্য হচ্ছে 'অশুভের দুয়ারে শুনি জনতার রণধ্বনি'। যেমন খুশি তেমন সাজো'র সেরা এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

অধ্যাপক সিরাজুল হক গুরুতর অসুস্থ

আজকাল রিপোর্ট

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক ও বর্ষীয়ান সাংবাদিক এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য অধ্যাপক সিরাজুল হক আশংকাজনক অবস্থায় বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কস্থ কুইন্স হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে রিহ্যাব মেলা শুরু ২২ আগস্ট

আজকাল রিপোর্ট

আসন্ন 'নিউইয়র্ক রিহ্যাব এক্সপো ২০২৫' ঘিরে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়েছে।। আগামী ২২ থেকে ২৪ আগস্ট লাগার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেল নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য এই এক্সপো দেশীয় রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্টের বিবৃতি

নোমান সাবিতের ভুয়া সংবাদের প্রতিবাদ

আজকাল রিপোর্ট

আমরা ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউ.এস.এর পক্ষ থেকে গত ১৫ই এপ্রিল ২০২৫ বাংলাপ্রেসে এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সম্প্রসারণে উদ্যোগ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটির মাঝে বৃহৎ মসজিদ জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) বর্ধিতকরণ কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে জ্যামাইকা এলাকায় বাংলাদেশীদের এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

Md. Kamroul Hasan
President & CEO
TLC সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স দক্ষতার সাথে করে থাকি
HASAN BROKERAGE INC.
AUTO - HOME-PERSONAL-BUSINESS & COMMERCIAL
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx, NY 10462
Tel. 718-612-8825, 914-294-1845
EmaiL: hasanbrokerage@gmail.com

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
ASTORIA BLVD. · STEINWAY ST. · 25 AVE · BROOKLYN QUEENS EXPY. W · 49ST · 50ST
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী স্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন করে সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এষ্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

আপনার স্বপ্ন পূরণের লাইসেন্স রিয়েলেটর
WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Mohammed F Alam (Firoz Mahmud)
Licensed Realtor Salesperson
Cell: 718-690-1383
Office: 718-899-7000
E-mail: firozstw84@usps.gov
firozmahmud71@gmail.com
81-15 Queens Blvd. Elmhurst, NY 11373
Buying * Selling * Investment * Auction * Rent
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

HEALTH INSURANCE
> Healthfirst
> Wellcare
> Metroplus
> Emblem Health
> Blue Cross
> Fidelis Care
> Humana
> United Healthcare
Mohammed Rahman
Medicare Consultant
347-942-3970 | mohammed.wellcare@gmail.com

আপনার বয়স কি ৬৫ বছর হয়েছে?
যদি ৬৫ বছর হয়ে থাকে তাহলে মেডিকেয়ার/মেডিকেইড সহ অন্যান্য বেনিফিট এর জন্য যোগাযোগ করুন।
সিটিজেনশীপ ফি এবং ইন্টারভিউ মওকুফের সহযোগিতা করে থাকি
WE HELP TO RENEW YOUR MEDICAID MEDICARE, SNAP, (FOOD STAMPS), RENTAL CASH ASSISTANCE AND OTHERS BENIFITS

আপনার পছন্দের বাড়ীটির জন্য অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সাহায্য নিন
BINGHAMTON
VESTAL · JOHNSON CITY · ENDICOTT
ENDWELL · APALACHIN
বিংহামটনে এ বাড়ী কিনুন
NYC থেকে মাত্র ৩ ঘন্টার দূরত্বে
আমেরিকার BEST SCHOOL, NEIGHBOR এবং কম দামে আপনার কাঙ্খিত বাড়ীটির জন্য এখনই বিনিয়োগ করার শ্রেষ্ঠ সময়
EXIT REALTY HB
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:
MOHAMMAD B. HAQUE
ABR, CBR, CIREC, GRI, RSPS, RSSP, SRS
Licensed R. E. Salesperson, Realtor
917-680-4181
www.NY4Homes.com

347-942-3970 212-518-6226 929-427-4760 718-297-3294 917-680-4181
NYCNIHARIKA1@GMAIL.COM NYCNIHARIKA@YAHOO.COM
169-12 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 | 37-14 73RD STREET, SUITE 205, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 | 61 WASHINGTON AVE. ENDICOTT, NY 13760

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com